সতীদাহ

গোরাচাঁদ মিত্র

শঙ্খ প্রকাশন

সতীদাহ

প্রথম পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সতীদাহের একটি সাধারণ রূপ—সতীদাহ—অনুমরণ, সহমরণ—উৎপত্তি, —বৈদিক যুগে কি ভারতবর্ষে সতীদাহ অনুষ্ঠিত হত?—ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের পাঠান্তর বিষয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের অভিমত—এ প্রসঙ্গে রাজা রাধাকান্ত দেবের পত্র (আজ পর্যন্ত অনালোচিত) —ঐ শ্লোক প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সাহেবের মত—পৌরাণিক যুগে সতীদাহ অনুষ্ঠানের নিদর্শন—(রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদির পাতা থেকে)—ভারতবর্ষে সতীদাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ [কেউ বলেন সিথিয়া (Scythian) জাতির প্রভাবে সতীদাহের উৎপত্তি]—ইতিহাসের পাতায় সতীদাহ অনুষ্ঠানের প্রথম বিবরণ (প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউ-লাসের চোখে দেখা ঘটনা)—অন্যান্য ঐতিহাসিকের বিবরণ।]

সতীদাহ—সতীকে দাহ করা হত যে অনুষ্ঠানে। 'সতী' শব্দটির উৎপত্তি 'সৎ' থেকে। যে নারী স্বামী ভিন্ন পরপুরুষের আসক্তা নন, সাধারণ অর্থে আমরা তাঁকেই সতী বলে থাকি। আরও একটু বিশদভাবে শাস্ত্রের ভাষায় বলা যায়—'আর্তাতে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥'—অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর দুঃখে ব্যথিতা, স্বামীর সুখে হৃষ্টা, স্বামী বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং স্বামীর মৃত্যুতে যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সতী। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্বলন্ত চিতায় জীবিতা স্ত্রীর আত্মাহুতি দেবার ঘটনা 'সতীদাহ' বলে পরিচিত। নিজের সতীত্ব প্রমাণ করার মানসে হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত ভারতীয় হিন্দুনারী চিতার লেলিহান আগুনে প্রবেশ করেছেন—কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও বা ভয়ে। স্বেচ্ছায় হলেও মানবতার বিচারে এই প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় সভ্যতার একটি অন্যতম কলঙ্ক-বিন্দু। দগ্‌দগে ঘায়ের মত যা ১৮২৯ সাল্ পর্যন্ত আমাদের সভ্যতার পুণ্য শরীরকে কলুষিত করেছে। আজ থেকে ১৪৫ বছর আগে আইন প্রয়োগের ওষুধে সে অন্তর্হিত—নির্মূল, তথাপি এখনও মাঝে মধ্যে সংবাদপত্রের পাতায় দু'-একটি সতীদাহ অনুষ্ঠানের খবর চোখে পড়ে বইকি!

স্বামীর মৃতদেহ চিতায় শায়িত। নাপিত এসে বিধবা নারীর নখ কেটে দিয়ে গেলেন। শোকশুদ্ধা স্ত্রী হাতের শাঁখা ভেঙে চললেন স্নানে—শুচিশুদ্ধ হবার জন্য। স্নানের পর চিতাবোহণের সাজ। আত্মীয়ারা এগিয়ে এসে পরিয়ে দিলেন লাল চেলী, হাতে বেঁধে দিলেন রাঙা সুতো দিয়ে আলতা, গোটা কপাল জুড়ে লেপে দিলেন টকটকে লাল সিঁদুর—নিপুণ করে আঁচড়ানো চুলে থরে থরে চিরুনির বাহার। গোটা দেহে মূল্যবান অলংকারের সমারোহ। স্বামীহারা স্ত্রী দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও বিস্মৃত হয়েছেন—তিনি যেন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের হাতের পুতুল। কুশ হাতে নিয়ে পুবমুখী বসে আচমন করলেন নারী। হাতে নিলেন তিল, জল ও কুশনির্মিত ত্রিপত্র। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ উচ্চারণ করলেন—'ওঁ তৎসৎ'। ধ্বনিত হল বিধবার নিম্ন-কণ্ঠে—'নমঃ, আজ অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্র শ্রী অমুকী দেবী বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর সমমর্যাদায় স্বর্গে যাওয়ার জন্য, মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত বছর অর্থাৎ তিনকোটি বছর স্বামীর সঙ্গে স্বর্গসুখ উপভোগের আশায়, মাতৃকুল, পিতৃকুল ও পতিকুল—তিন কুলকেই পবিত্র করার অভিপ্রায়ে, চতুর্দশ ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগের কামনায় এবং যদি স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, কৃতঘ্ন ও মিত্রদ্রোহী হন, তাহলে তাঁকে পবিত্র করার জন্য, আমি স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় অধিরোহণ করছি'। 'হে অষ্টলোকপালগণ, হে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, হে অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হে অন্তর্যামিন আত্মাপুরুষ, হে যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, হে ধর্ম, আপনারা সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করে স্বামীর অনুগামিনী হচ্ছি।' এরপর খই, খণ্ড ও কড়ি আঁচলে বেঁধে সতীনারীর চিতাপ্রদক্ষিণের পালা—বার বার সাতবার। ব্রাহ্মণ পুরোহিত কণ্ঠে প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদি বিবৃত হবার পর বিধবা স্ত্রী স্বামীর পাশে চিতাশয্যা গ্রহণ করলেন। আত্মীয়স্বজনেরা মহোল্লাসে গাছের ছালের দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে চিতার সঙ্গে বাঁধলেন তাঁকে। পুত্র বা নিকট কোন আত্মীয় এগিয়ে এলেন চিতায় অগ্নিসংযোগের জন্য। উপস্থিত দর্শকবৃন্দের পৈশাচিক উল্লাস ও ঢাক-ঢোল, কাঁসরের প্রচণ্ড আর্তনাদে চতুর্দিক স্তম্ভিত। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। তা'ও যেন আশ মেটে না পুণ্যার্থীদের! ঝুপঝাপ করে শর ও পাকাটির আঁটি ফেলতে লাগলেন সবাই চিতার আগুনে। অগ্নিসংযোগের পর পাছে সতীনারীর আরও কিছুদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগের শখ হয় তাই চিতার পাশেই মোটা

মোটা বাঁশ নিয়ে ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীরা অপেক্ষমান। বিধবা স্ত্রী বাঁচবার সামান্যতম চেষ্টা করলেই বাঁশের উপর্যুপরি আঘাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করা হত। কোন নারী দৈবক্রমে চিতা থেকে পালিয়ে গেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তাঁর পিছু নিতেন অনুষ্ঠান কর্তা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা, পলায়মানা নারীকে লজ্জাকরভাবে বাহুবলে পরাস্ত করে আবার চিতায় চাপানো হত—না হলে যে বংশের মুখে চুনকালি পড়বে! সম্মিলিত প্রতিরোধের কাছে ফুৎকারে নিভে যেত সতীনারীর বাঁচার আশা। ধীরে ধীরে এক সময় নিভে যেত চিতার আগুন। কিন্তু তা' বলে পুরোহিতের বিশ্রাম নেই! তিনি তখন শকুনির মত ঘেঁটে চলেছেন চিতার ছাই-ভস্ম—সতীর গায়ের বহু মূল্য অলংকারগুলির বর্তমান মালিক তো তিনিই! অন্যদিকে বংশগৌরবের উজ্জ্বলতা বিচার করতে করতে ঘরে ফিরে চলেছেন মৃতের আত্মীয়স্বজন—চাদরের তলায় কর গুণে-গুণে হিসেব করছেন স্ত্রীর মৃত্যু হবার দরুণ মৃতের কতখানি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হলেন তাঁরা। অনেক ক্ষেত্রে দাহকার্যের পূর্বে মদ, ভাঙ্ ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খাইয়ে সতীনারীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট ক'রে ফেলা হত। কি অপরিসীম মানসিক স্থৈর্যের অধিকারিণী ছিলেন এই সতীনারীরা, ভাবলে বিস্ময় লাগে। এক অদ্ভুত অপার্থিব সুখভোগের আশায়, স্বর্গ নামক এক অজ্ঞাত অথচ কল্পনাময় মনোহারী স্থানে মিষ্টিসুখে স্বামী-সঙ্গ লাভের কামনায় তাঁরা দলে দলে অবিচলভাবে হেঁটে গেছেন আগুনের কোলে—শিকার হয়েছেন পৃথিবীর নৃশংসতম প্রথার। কিন্তু এই প্রথার বিরুদ্ধে তর্জনী উত্তোলনের মত সাহসও কারুর ছিল না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার দু'টি ভিন্ন রূপ ছিল—সহমরণ ও অনুমরণ। সহমরণ অনুষ্ঠানে পতিব্রতা স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে একই চিতায় দগ্ধ হতেন। কোন কারণে স্বামীর দাহকার্যের সময় স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে, পরে স্বামীর কোন স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে স্ত্রী চিতানলে প্রবেশ করতেন। নিয়ম ছিল,—'দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্ নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেৎ জাতবেদসম্' (ব্রহ্মপুরাণ)—পতির মৃত্যু দেশান্তরে হলে, সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পাদুকাদ্বয় বুকে করে শুচিশুদ্ধ অবস্থায় অগ্নি প্রবেশ করবেন। অবশ্য স্বামীর মৃত্যু যদি এরকম কোন স্থানে হত যেখানে একদিনেই যাওয়া সম্ভব এবং যদি স্ত্রী সহমরণে কৃত-সংকল্পা হন, তাহলে যতক্ষণ না সেখানে স্ত্রী এসে পৌছেন ততক্ষণ স্বামীর মৃতদেহ দাহ করা হত না, স্ত্রী এলে উভয়কে একই চিতায় দাহ করা হত—'দিনৈকগম্য

দেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনির্ণয়া। ন দহেৎ স্বামিনস্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥' ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনুমরণ প্রথা নিষিদ্ধ ছিল—'পৃথকচিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি। (স্মৃতি)' ইচ্ছে থাকলেও সকল রমণীই সহমরণে যেতে পারতেন না। সেখানেও ছিল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বেড়া। কোন নারী গর্ভবতী বা শিশুসন্তানের জননী হলে কিংবা রজস্বলা বা অদৃষ্ট-ঋতু (যিনি এখনও রজস্বলা হননি) হলে তাঁর সহমরণে বাধা ছিল—বালাপত্যাশ্চগর্ভিন্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা। রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥ (কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্)। কিন্তু যদি 'তৃতীয়েঽহ্নি উদক্যায়া মৃতে ভর্ত্তরি বৈ দ্বিজাঃ। তস্যানুগমনার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রম্'—অর্থাৎ সাধ্বী নারীর রজস্বলার তৃতীয় দিনে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে মৃতদেহ একরাত্রি রেখে দেওয়া হত। সহমরণ অনুষ্ঠিত হত পরদিন। প্রাচীন রাজস্থানে আর এক ধরনের সতীদাহ প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর আগেই, মৃত্যুর আশঙ্কায় অনেক স্ত্রী চিতার আগুনে প্রবেশ করতেন। এদের বলা হত 'সোহাগুণ'। আর যাঁরা সহমরণে যেতেন রাজস্থানে তাঁদের বলা হত 'দোহাগুণ'।

এখন প্রশ্ন যে প্রথার নামোচ্চারণে আধুনিক সভ্যতা ঘৃণায় মুখ ফেরায়, ভারতবর্ষে সেই নৃশংস সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি কবে থেকে? বৈদিক যুগে কি আর্যনারীরা মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করতেন? দুঃখের বিষয়, বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ আজও এ প্রশ্নে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি, বোধহয় তা' সম্ভবও নয়। সাধারণভাবে আমরা জানি, বৈদিক যুগে কারও মৃত্যু হলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন—'প্রাঞ্চো অসায় নৃতয়ে হসায়' (১০।১৮।৩-ঋগ্বেদ)। সেক্ষেত্রে সহমরণের মত একটি বীভৎস নীচ প্রথা কিভাবে সেই আর্যপুরুষরা অনুমোদন করেছিলেন, আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। যদিচ সতীদাহ প্রথাকে যাঁরা স্বামীহীনার শ্রেষ্ঠ পুণ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন তাঁরা স্বকার্যের সমর্থনে প্রায়শই ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিতেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সেই শ্লোকটি হল—

'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্ত
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঃ আরোহন্তু জনয়োযোনীমগ্রে' ॥ (১০।১৮।৭)

সহমরণ অনুষ্ঠানে বিধবা নারীর চিতা প্রবেশের পূর্বে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করতেন। শ্লোকটির অর্থ হল—'এই সব নারীগণ যাঁরা

অবিধবা ও সুপত্নী, তাঁরা অঞ্জন ও ঘি নিয়ে চিতায় প্রবেশ করুন। অশ্রুশূন্যা দুঃখশূন্যা সেই স্ত্রীগণ উত্তম রত্নভূষিতা হয়ে অগ্নিতে আরোহণ করুন।' বহুদিন যাবৎ এই শ্লোকটি সতীদাহ প্রথা সমর্থকদের অন্যতম হাতিয়ার ছিল। যেহেতু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের বেদপাঠে অধিকার ছিল না এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ছিলেন নিরক্ষর, তাই এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার প্রশ্নই ওঠে না! কিন্তু বেদ-সংহিতায় ব্রাহ্মণদের এই একচেটিয়া অধিকার তো চিরদিন চলেনি; এদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস স্থির করলেন, ভারতবর্ষ শাসিত হবে এদেশেরই প্রাচীন আইনকানুনে। প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দু আইনশাস্ত্রে বিদেশীরা প্রবেশাধিকার অর্জন করলেন। দায়ভাগ ব্যবস্থা, মিতাক্ষরা ইত্যাদি অনুবাদের পথ ধরেই হঠাৎ একদিন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হল বিদেশীদের কাছে, পরে এদেশীয়দের কাছেও। এই সুপ্রাচীন সভ্যতাকে জানবার স্পৃহা বাড়ল বিদেশী সংস্কৃতিবানদের মধ্যে। বেদ-সংহিতাও আর অস্পৃশ্য রইল না। বহু বিদেশী এই পরদেশী সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে মহা মহা পণ্ডিতে পরিণত হলেন। এরকম একজন হলেন হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬—১৮৭০)। পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তার হিসেবেই ১৮০৮ সালে তাঁর ভারত আগমন। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার নীরস শাস্ত্রের পরিবর্তে সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনেই যেন বেশী মেতে উঠলেন। মেঘদূত বা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা যেমন একদিকে তাঁর অন্তরের কাব্যপিপাসা মেটাতো, তেমনই অন্যদিকে বিষ্ণুপুরাণ থেকে শুরু করে ঋগ্বেদ পর্যন্ত বিস্তৃত পথ পরিক্রমা করেছিলেন ভারতবর্ষের ফেলে-আসা অতীতকে জানতে ও বুঝতে। প্রাচ্যবিদ্যা অনুধ্যানে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

ঋগ্বেদের অনুবাদ করার সময় সতীদাহ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত শ্লোকটির প্রতি স্বভাবতঃই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি তখন দেশে ফিরে গেছেন (প্রত্যাবর্তন কাল ১৮৩২ খ্রীঃ)। ১৮৫৪ সালে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'অন দি সাপোজড্ বৈদিক অথরিটি ফর দি বারনিং অব হিন্দু উইডোজ অ্যাণ্ড অন দি ফিউনরল্ সেরিম্যানিজ অব দি হিন্দুজ্' শীর্ষক আলোচনায় তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করলেন। এবং অভিমত দিলেন—'ইমা নারীরবিধবাঃ......যোনীমগ্রে' যে শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় বৈদিক যুগেও সহমরণ প্রচলিত ছিল, সে শ্লোকটি

আদৌ সতীদাহ সমর্থক নয়। দরিদ্র ও নিরক্ষর দেশবাসীর মধ্যে সতীদাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্লোকটির পাঠান্তর ঘটিয়েছেন। শ্লোকটির শুদ্ধরূপ হবে—

'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু,
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নাঃ আ রোহন্তু জনয়ো যোনীমগ্রে' ॥

অর্থাৎ পূর্বের 'যোনীমগ্নের' পরিবর্তে 'যোনীমগ্রে' হবে। এবং অর্থ হবে—'অবিধবা' অর্থাৎ সধবা ও উত্তমপতিসম্পন্না এই নারীগণ ঘি ও অঞ্জন নিয়ে প্রবেশ করুন। শোকহীনা, অশ্রুহীনা এইসব স্ত্রীগণ অগ্রে গৃহে আসুন'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উইলসন সাহেব ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদক হলেও তাঁর পূর্বে অপর একজন ভারতবিদ্যাবিদ্ হেনরী টমাস্ কোলব্রুক (১৭৬৫—১৮৩৭) এশিয়াটিক রিসার্চেস্ পত্রিকায় ১৭৯৫ সালে 'হিন্দু-বিধবার কর্তব্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু এই বিকৃতির ঘটনা তাঁর চোখে পড়েনি। তিনি প্রচলিত 'যোনীমগ্নে' পাঠই গ্রহণ করেছিলেন। উইলসন তাঁর আলোচনায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সব ক'টি শ্লোকই অনুবাদ করেছিলেন। বিতর্কিত শ্লোকটির পরবর্তী শ্লোকটি (৮ম) হল—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি,
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ।

অর্থ—'হে নারী! ওঠো, তুমি জীবিত মানুষের কাছে ফিরে এসো। তুমি মৃতপতির কাছে শুয়ে আছ। তুমি তোমার পতির দ্বারা সন্তান প্রসব করেছিলে। সুতরাং তোমার কর্তব্য শেষ হয়েছে, তুমি উঠে এসো'। শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের আর একটি অর্থ—'তোমায় যিনি পুনর্বার বিবাহ করতে চান, তাঁর স্ত্রী হবার যোগ্য তুমি হয়েছ'। শ্লোক-পরম্পরা থেকে সাধারণ পাঠকের মনে সপ্তম শ্লোকটির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সপ্তম শ্লোকে যদি অনুমরণের বিধানই নির্দেশিত হত, তাহলে পরবর্তী শ্লোকে কেন পার্থিব জগতে ফিরে আসার জন্য বিধবাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে? উইলসনের বক্তব্য প্রণিধানে সহায়তা হবে আশা করে বিতর্কিত শ্লোকটি খণ্ড খণ্ড ভাবে ভেঙে পাশে বাংলা অর্থ সাজিয়ে দিলাম। ইমাঃ—এই সব, নারীঃ—নারী, অবিধবাঃ—বিধবা নন্ যাঁরা অর্থাৎ সধবা, সুপত্নী—উত্তমপতিসম্পন্না, আঞ্জনেন—যাতে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, সর্পিষা—ঘি সহ, সংবিশন্তু—প্রবেশ করুন। অনশ্রবঃ—অশ্রুশূন্যা, অনমীবা—দুঃখশূন্য, সুরত্নাঃ—মূল্যবান রত্নযুক্তা, আ রোহন্তু—আগমন করুন,

যোনিম্—গৃহে, অগ্রে—অগ্রে বা প্রথমে। শ্লোক-বিকৃতি প্রসঙ্গে উইলসনের প্রথম যুক্তি—শ্লোকটিতে অবিধবা ও সুপত্নীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা সধবা ও উত্তমপতিসম্পন্না তাঁদের অঞ্জন ও ঘি নিয়ে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। যাঁরা সধবা তাঁদের সহমৃতা হবার প্রয়োজন কি? সুতরাং তাঁরা কেন অগ্নিতে প্রবেশ করবেন? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে শুদ্ধপাঠ 'যোনীমগ্রে'—'যোনীমগ্নে' বিকৃতরূপ। তিনি লিখেছেন—"there is no doubt however that the latter (*yonimagre*) is the correct reading not only by the concurrence of the manuscripts and the absence of the *Visarga*, the sign of the genitive, but by the explanation given by the commentator *Sayana*, himself a Brahman of distinguished rank and learning, who explains it "***Sarvesham Prathamato Griham Aguchchantu***"—'Let them come home first of all' .. "(Essays and lectures chiefly on the religion of the Hindus—H. H Wilson, 1862, Vol—2, P—274). শ্লোকটির শেষ পর্যায়ের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য লিখেছিলেন—'তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহমোরহন্তু। আগচ্ছন্তু।' 'অগ্নির' উল্লেখ কোথায়? সুতরাং 'যোনিমগ্রে' পাঠের শুদ্ধতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকে না। উইলসনের তৃতীয় যুক্তি—'ইমা নারীরবিধবাঃ.... '-র পরের শ্লোক 'উদীর্ষ নার্য্যাভি...' সম্ভূত। আশ্বলায়নের গৃহসূত্রের নির্দেশবিধি উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—'হে নারী! ওঠো, তুমি জীবিত মানুষের কাছে ফিরে এস .. ইত্যাদি' শ্লোকটি মৃত স্বামীর চিতায় শায়িত বিধবাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর দেওর বা ঐ পরিবারের কোন পুরাতন ভৃত্য উচ্চারণ করতেন। তারপর বিধবাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন। সুতরাং ঋগ্বেদ যে সহমরণের বিধান দেননি আশ্বলায়নীয় গৃহসূত্রের নির্দেশ তার অতিরিক্ত প্রমাণ। যদিও উইলসন সাহেবের এই শ্লোকবিকৃতি আবিষ্কারের ২৫ বছর পূর্বে আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তথাপি এদেশের রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবিগণ তাঁর বক্তব্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে রাজী হলেন না। এই বিশেষ শ্রেণীর শিরোমণি একাধারে অর্থবান ও জ্ঞানবান রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪—১৮৬৭)—ঋগ্বেদে সহমরণের বিধি নেই—এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে উইলসনকে দীর্ঘ পত্র লিখলেন। যথাযোগ্য মর্যাদাসহ উইলসন এই পত্রটি

১৮৫৯ সালের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়াও মুদ্রিত হয়।

ভারতবর্ষে সতীদাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে হলে, এই বাদ-প্রতিবাদের খেলায় জয়ীপক্ষ কে তা চিনতে হবে। উভয়েই জানতেন, ভারত-বর্ষের সামাজিক জীবনে এই বিতর্ক নতুন কোন রেখাপাত করবে না, কারণ নিষিদ্ধকরণ আইন বহুদিন পূর্বেই চালু হয়েছে। তাই, বক্তব্য পেশের ধারায় উভয়েই খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন—পরস্পারের প্রতি অপার শ্রদ্ধা টাল খায়নি কোথাও। রাধাকান্ত দেব তিনটি পথে উইলসনের বক্তব্যকে আক্রমণ করেছিলেন; প্রথম—সপ্তম শ্লোকের বিকৃতি প্রসঙ্গে উইলসনের যুক্তি খণ্ডন, দ্বিতীয়—আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রের নিদর্শন দিয়ে উইলসন যে অষ্টম শ্লোকটিকে (উদীর্ষ নার্য্যাভি ··) সহমরণের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন রাধাকান্ত কর্তৃক সেই শ্লোকটি সহমরণেরই আবশ্যিক মন্ত্র বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা, তৃতীয়—নতুন শ্লোক উদ্ধৃতির সাহায্যে বৈদিক যুগে সতীদাহের প্রচলন প্রমাণ। রাধাকান্ত লিখেছিলেন—(১) 'ইমা নারীর-বিধবা······' শ্লোকে 'অবিধবা' ও 'সুপত্নী' শব্দ ব্যবহারের জন্য শুদ্ধপাঠ 'যোনীমগ্রে' হবে, উইলসনের এ সিদ্ধান্ত ভুল। কারণ সহমরণের সময় স্বামী-হারা স্ত্রী সধবা-অবিধবার সাজেই চিতাগ্নিতেই প্রবেশ করতেন। তাঁর কপাল জুড়ে লেপে দেওয়া হত এয়োতীর চিহ্ন সিন্দুর। সুতরাং শ্লোকটিতে স্বামীহীনাদেরই সম্বোধন করা হয়েছিল। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক রঘুনন্দন সপ্তম শ্লোকে বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কিন্তু আশ্বলায়ন ও ভরদ্বাজ সূত্র পাঠে জানা যায় সপ্তম শ্লোকটির সঙ্গে সহমরণের কোন সম্পর্কই নেই, এটি ভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্র। মৃতদেহ দাহ করার পর দশমতম দিনে মৃতের আত্মীয়স্বজন কয়েকটি পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য সমবেত হতেন। এই অনুষ্ঠান শেষে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কুশের ডগায় ঘি নিয়ে উপস্থিত সধবাদের চোখে কাজলের মত লাগিয়ে দিতেন, তারপর বিতর্কিত সপ্তম শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন। রাধাকান্তের বক্তব্য—'সুতরাং এই সপ্তম শ্লোকের উপর ভিত্তি করে বৈদিক যুগে সহমরণ প্রচলিত ছিল না বলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার সলিল সমাধি ঘটলো'। কিন্তু কিভাবে? উইলসন বলেছিলেন, সপ্তম শ্লোকের বিকৃতি ঘটিয়ে সতীদাহ সমর্থন করা হয়েছে, শ্লোকটি সতীদাহ সমর্থক নয়। সায়নাচার্যের ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে শ্লোকটিতে

বিকৃতি ঘটানো হয়েছিল—রাধাকান্ত কিন্তু সুচতুরভাবে এ প্রসঙ্গ (বা যুক্তিটি) এড়িয়ে গেছেন, পরিবর্তে তাঁর পত্রে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছেন যেন তর্কের খাতিরেই তিনি উইলসনের বক্তব্য মেনে নিচ্ছেন। তাছাড়া, আলোচ্য শ্লোকটি ভিন্ন অনুষ্ঠানের মন্ত্র—এই তথ্য আবিষ্কারেও বা কি সুবিধা হল? বরং এই তথ্য সরবরাহে সতীদাহ প্রথার বিরোধী-গোষ্ঠীই উল্লসিত হবেন। এই আবিষ্কার, দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করল পণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'শুদ্ধিতত্ত্বম' গ্রন্থে 'ইমা নারীরবিধবা……' শ্লোকটির শুধু বিকৃতিই ঘটাননি, অপপ্রয়োগও করেছিলেন। উদ্দেশ্য জোর করে সতীদাহের প্রচলন ঘটানো। ব্রাহ্মণদের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁদের আরও ফাঁদে ফেললেন রাধাকান্ত দেব স্বয়ং। উইলসন তাঁর প্রতিক্রিয়ায় (পরবর্তী পর্যায়ে যার বিস্তৃত উল্লেখ করেছি) কিন্তু এই যুক্তির অবতারণা করেন নি, হয়তো তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। (২) এবার অষ্টম শ্লোক প্রসঙ্গে। রাধাকান্ত বললেন, সূত্রকারগণ বিধান দিয়েছেন উৎসর্গীকৃত বাসনপত্রের মত বিধবা স্ত্রীকেও মৃতস্বামীর চিতায় শুতে বাধ্য করানো হবে। তারপর তার দেওর বা অন্য কেউ আহ্বান জানাবেন—'হে নারী! ওঠো, তুমি জীবিত মানুষের কাছে এস·· ইত্যাদি'। বিধবা নারী সহমরণে স্থিরনিশ্চয় হলে সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন, নতুবা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চিতা ত্যাগ করবেন। রাধাকান্তের অভিমত, এ বিষয়ে বৈদিক নির্দেশ না থাকলে সূত্রকারগণ কখনই এ বিধান দিতেন না। তাঁর বিচারে পূর্বোক্ত আহ্বান জানানোর অর্থ বিধবাকে ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া। কারণ—শাস্ত্রে আছে—'চিতাভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্বিচালিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেতু তস্মাদ্ধি পাপ কর্ম্মণ:॥'—কোন নারী মোহবশতঃ জলন্ত চিতাভ্রষ্ট হলে তা গর্হিত পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত এবং কঠিন প্রাজাপত্য ব্রত পালনের দ্বারা শুদ্ধ হলে, তবেই তিনি গৃহপ্রবেশ করতে পারবেন। সুতরাং অষ্টম শ্লোকটি সহমরণ বিরোধী নয়, সহমরণ অনুষ্ঠানের আবশ্যিক মন্ত্র। (৩) বৈদিক যুগে যে সতীদাহ প্রচলিত ছিল রাধাকান্তের মতে নিম্নোক্ত শ্লোক দু'টি তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। প্রথম শ্লোকটি হল—'অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মেরাধ্যতাম'। দ্বিতীয়টি—

'ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ।
জুষানো অস্ত হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুরগ্রে'॥

রাধাকান্তের ভাষায়—'শ্লোক দু'টি তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষশাখার, নারায়ণ উপনিষদের ৮৪তম স্তবকে যেগুলির উদ্ধৃতি রয়েছে'। প্রথম শ্লোকটির অর্থ—'হে অগ্নি, সমস্ত ব্রতের অধিপতি! তুমি ব্রতপতি! আমি স্বামীর অনুগমন ব্রত পালন করব। এই ব্রত পালনে তুমি আমার সহায় হও'। দ্বিতীয়টির অর্থ—'হে অগ্নি। এই ব্রতে আমি তোমায় প্রণাম করি, স্বর্গ-সদন লাভের কামনায় আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করছি। হে জাতবেদ (সমস্ত বেদের উৎস)! মৎপ্রদত্ত ঘৃতাহুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তুমি আমায় অনুপ্রাণিত কর, আমাকে প্রভুর (স্বামীর) কাছে নিয়ে চল'। আত্মোৎসর্গের এই শ্লোক দু'টি নতুন চিন্তার খোরাক যোগায় সন্দেহ নাই। এখন, উইলসনের কি প্রতি-ক্রিয়া হয়েছিল, দেখা যাক।

রাজা রাধাকান্তের পত্র অধ্যাপক উইলসনকে স্বমত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারেনি। রাধাকান্তের পত্রের জবাব দিতে গিয়ে অধ্যাপক রাজার বক্তব্যের মূল ধরেই সজোরে টান দিলেন। পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, রাধাকান্তের (১) ও (২) চিহ্নিত যুক্তিগুলি মূলতঃ ভরদ্বাজ আশ্বলায়ন ইত্যাদি সূত্রকারগণের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। উইলসন বললেন, এরা যে সতীদাহের বিধান দিয়েছেন তা তর্কাতীত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে পারঙ্গম সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, উল্লিখিত সূত্রগুলি সবই বৈদিককালের বহু পরের রচনা। এই সূত্রগুলি, সুতরাং, কিছুই প্রমাণ করে না। কারণ, শাস্ত্রে সতীদাহের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কিনা মূল প্রশ্ন তা ছিল না। প্রশ্ন ছিল বেদ-সংহিতায় সতীদাহের বিধান মেলে কি না। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা উইলসনের বক্তব্য বিনাবাক্যে মেনে নেবেন। উইলসন আরও বলেছিলেন, ঋগ্বেদের অনুবাদের জন্য সামবেদ ও যজুর্বেদীয় বাজসানেয়ী সংহিতা তাঁকে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু কোথাও সতীদাহ সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাঁর চোখে পড়েনি। বাকি রইল কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা। এই সংহিতার যে প্রামাণ্য অংশটুকু এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেছেন সেখানেও সতীদাহ প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। অর্থাৎ বিতর্কিত অষ্টম শ্লোকটি সহমরণের মন্ত্র—এরকম নির্দেশ কোন সংহিতায় নেই। অগ্নির উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্লোক দু'টি প্রসঙ্গে উইলসন লিখেছেন—শ্লোক দু'টি তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষশাখায় আছে'একথা বলেও রাধাকান্ত ঐ সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দেননি। নারায়ণ উপনিষদের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ শ্লোক দু'টি উপদ্ধ্রাতির

উদ্ধৃতি। সকলেই জানেন বেদবিচারে এ ধরনের উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি সাধারণতঃ বিশ্বাসযোগ্য হয় না। উইলসন এটুকু বলেই থেমেছেন, আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন রাধাকান্ত যদি তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষশাখায় শ্লোক দু'টির সত্যই সন্ধান পেতেন, তাহলে কেন নারায়ণ উপনিষদের দ্বারস্থ হলেন। উইলসনের পরবর্তী আপত্তি নারাযণ উপনিষদের রচনাকাল নিয়ে। সাধারণভাবে উপনিষদের সংখ্যা অনেক এবং এগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হয়নি। বহুবছর ধরে বিভিন্ন কলমে এগুলি লেখা। নারায়ণ উপনিষদেও ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি সায়নাচার্য স্বয়ং এই উপনিষদকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'খিলরূপ' বলেছেন, অর্থাৎ এটি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। সুতবাং কালের বিচারে সতীদাহ বিষয়ে আলোচ্য প্রশ্নে নারায়ণ উপনিষদের কোন মূল্য নেই। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি ঘাঁটলে আরও বিপাকে পড়তে হয়। মূল এবং ব্যাখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই যেখানে মাত্র ৬৪টি স্তবক রয়েছে, সেক্ষেত্রে রাধাকান্ত ৮৪তম স্তবক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সায়ন যদিও বলেছেন সঠিক ব্যাখ্যার সংখ্যা একাধিক এবং দ্রাবিড়ে ৬৪টি, অন্ধ্রে ৮০টি, কর্ণাটকে ৭৪টি ও অন্যত্র ৮৯টি স্তবক আছে তথাপি তিনি দ্রাবিড় রূপকেই অনুসরণ করেছেন, যাতে স্তবক সংখ্যা ৬৪। তাহলে পণ্ডিতেরা ৮৪তম শ্লোকের ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেলেন? এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর তাঁদেরই দিতে হবে। অবশ্য উত্তর পেলেও প্রমাণিত হবে না মূল তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিধবাদের পুড়িয়ে মারার বিধান আছে। রাধাকান্তের তরফ থেকে উইলসনের জবাবের কোন প্রত্যুত্তর আসেনি। প্রত্যুত্তর দেবার মত কোন ছিদ্র উইলসনের জবাবে ছিল না। অনেক শ্রুতকীর্তি লেখক কিন্তু রাধাকান্তের পত্রখানা পড়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে সহমরণ প্রচলিত ছিল। যেমন বিখ্যাত 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি উইলসনের জবাব পড়ার দরকার মনে করেননি।

এই শ্লোকবিকৃতি বিতর্কে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও প্রখ্যাত জার্মান মনীষী ম্যাক্সমূলার, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী বেদ-অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত উইলসনের বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁর 'সিলেকটিভ এসেজ অন ল্যাংগুয়েজ, মিথলজি অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন' (১৮৮১) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পূর্বোক্ত পাঠান্তরের ঘটনাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লিখেছেন, 'বিবেকহীন পুরোহিত সম্প্রদায় কি

করতে পারে এই বিকৃতির ঘটনা তার ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্ত। একটি শ্লোকের বিকৃত অপ্রযুক্ত অপব্যাখ্যার সহায়তায় হাজার হাজার প্রাণ বলি হয়েছে—ধর্মীয় বিদ্রোহের ভয় দেখানো হয়েছে। সে সময়ে যদি কোন ব্যক্তি ঐ শ্লোকের সত্যতা যাচাই করতে সক্ষম হতেন তাহলে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অস্ত্রেই প্রহৃত হতেন, অধিকন্তু সমাজে তাঁদের যাজকীয় সম্মানও হয়তো নড়বড়ে হয়ে পড়তো' (অনুবাদ—লেখককৃত, পৃঃ—৩৩৫)। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিধবার কর্তব্য কি ছিল ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি তা' নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষায় 'বিধবা' শব্দটির অস্তিত্বই প্রমাণ করে, সেযুগে স্বামীহীনা নারীর সহমৃতা হবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বৈদিক যুগে যে ভারতবর্ষে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে মূল্যবান প্রমাণ খুঁজে পাই প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখায়। 'ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে বিধবা-বিবাহ একটি জাতীয় প্রথা ছিল—এ উক্তির সমর্থনে বিভিন্ন তথ্যাদি সহজেই পেশ করা যায়। অতি প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট নিম্নলিখিত শব্দগুলি আমার উক্তির যথার্থতা প্রমাণে যথেষ্ট—দিধীষু—যে ব্যক্তি বিধবা নারীকে বিবাহ করেছেন; পরপূর্ব্বা—যে নারী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছেন, পৌনর্ভব—কোন নারীর দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান' (অনুবাদ লেখককৃত)। আলোচ্য উদ্ধৃতিটি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর 'এ হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে অধ্যাপক উইলসনের বক্তব্য সমর্থনকালে ব্যবহার করেছেন (পৃঃ—১১০)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাউণ্ট-স্টুয়ার্ট এলফিন্‌স্টোনের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের সম্পাদনায় অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল 'যোনীমগ্নে' পাঠের কোন ভিত্তি নেই বলে অভিমত দিয়েছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের দু'টি শ্লোক নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে, বৈদিক যুগে ভারতীয় বিধবা নারীরা পুনরায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতেন।

শ্লোকগুলি হল—

'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং।
বিশ্বং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি॥' (৬।১।১৩)

ও

'উদীর্ষ্ব নার্য্যাভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব॥ (৬।১।১৪)

প্রথম শ্লোকটিতে মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, 'তোমার ভার্য্যা

এই নারী পতিলোক কামনা করে মৃত তোমাকে পেয়েছেন। তিনি চিরকাল আদর্শ স্ত্রীর ধর্ম পালন করেছেন। তাঁকে ইহলোকে থাকবার জন্য অনুমতি প্রদান করে প্রজা ও ধন দাও।' দ্বিতীয় শ্লোকের আভাষ, 'হে নারী তুমি মৃত পতির কাছে শুয়ে আছ; তুমি জীবিতদের কাছে এস। তোমায় যিনি পুনর্বার বিবাহ করতে চান তার সম্যকরূপে জায়া হও'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিধবা বিবাহের বিধান থাকলেও, স্বামীহীনাকে মৃত পতির চিতায় শয়ন করতে হত। কিন্তু কেন? 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সম্পাদকদ্বয় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান, এই প্রথা পালন আসলে নিয়মরক্ষা মাত্র। (বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলনের ভার নেন)। যেমন প্রাচীনকালে পৈতে হবার পর ব্রহ্মচারী গৃহত্যাগী হয়ে গুরুর আশ্রমে চলে যেতেন। আজ আর এই প্রথা পালিত হয় না—তবে নকল এখনও রয়েছে। এ যুগে পৈতের পর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ভান করে ব্রহ্মচারী কয়েক পা এগিয়ে যান। তারপর তাঁর মা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সম্পাদকদ্বয়ের মতে বৈদিক-পূর্ব যুগে লোকে অত্যন্ত অসভ্য ছিল এবং তখন সতীদাহের প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগে ধর্মের নির্মল জ্যোতিতে আলোকিত আর্যগণ এই নৃশংস প্রথা মেনে নিতে পারেননি। 'কিন্তু একটা প্রথা দেশে অনেকদিন চলিয়া আসিলে একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়া যায় না'। সুতরাং শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য বিধবারা মৃত স্বামীর চিতায় শয়ন করতেন। এই অনুমান মনোহারী হলেও, সত্য বলে মনে হয় না। আমার অনুমান—সে যুগে স্বামীই ছিলেন সধবার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, আশা-ভরসা সব। তাই স্বামীর মৃত্যু তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এহেন অবস্থায় তিনি শোকে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। গৃহের অভ্যন্তরেই হোক বা চিতার উপর শায়িত অবস্থাতেই হোক স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে চাইতেন না রোরুদ্যমানা নারী। চিতার উপরই স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তিনি অশ্রুবিসর্জন করতেন (নিয়মরক্ষার জন্য নয়)। তখন তাঁকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যই ১০।১৮।৮ ঋং মন্ত্রটি উচ্চারিত হত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৬।১।১৩ শ্লোকটি উচ্চারিত হত স্ত্রীর মনে এই ধারণা সৃষ্টির জন্য বা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যে, স্বামী তাঁকে ইহলোকে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ চিরদিন তিনি স্বামীকেই তো প্রথম আজ্ঞাকারী গুরুজন বলে মান্য করে এসেছেন।

বেদ-পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে যে সতীদাহের প্রচলন ছিল সে বিষয়ে অবশ্য

কোন মতদ্বৈধ নেই। ভরদ্বাজ, আশ্বলায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্রকারগণের ব্যাখ্যাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামায়ণ ও মহাভারতের পাতায় বেশ কয়েকটি সতীদাহ অনুষ্ঠানের সন্ধান মেলে। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে দেখি, রাজা দশরথের মৃত্যুর পর রামের মা কৌশল্যা দেবী সহমৃতা হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন।

কৌশল্যাবাষপপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা।
উপগৃহ্য শিরোরাজ্ঞঃ কৈকেয়ীঃ প্রত্যভাষত ॥
সাহমদৈব দৃষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥

(ষঠ—ষষ্ঠীতম সর্গ)

শোককৃষা কৌশল্যা দেবী রাজা দশরথের মাথা কোলে নিয়ে অশ্রুপূর্ণ চোখে (অন্যান্য কথার পর) বললেন—'পাতিব্রত্য ব্রত পালনের জন্য আমি প্রাণত্যাগ করব। স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করে আমি অগ্নিতে আরোহণ করব।' অবশ্য এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়নি। মহর্ষি বশিষ্ঠের নির্দেশে রাজা দশরথের মৃতদেহ তখন দাহ না করে পুত্র ভরতের অপেক্ষায় তৈলকটাহে রক্ষিত হয় এবং রানী কৌশল্যা অন্যান্য পুরনারীগণ কর্তৃক স্থানান্তরিতা হন। আদর্শস্বরূপা সীতা দেবীও রামের অনুগামিনী হতে চেয়েছিলেন। তিনি তখন অশোকবনে বন্দিনী। রাবণ কর্তৃক রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শিত হলে সীতা দেবী দশাননকে অনুরোধ করেছিলেন—'রাবণ, তুমি আমাকে হত্যা করে রামের উপর স্থাপন কর। দশানন! পতি-পত্নীর এই মিলন তুমি সম্পন্ন কর। তুমি রাঘবের দেহে আমার দেহ, তাঁর মস্তকে আমার মস্তক সংযোজন কর। তাহলে আমি স্বামীর অনুগামিনী হয়ে সদ্‌গতি লাভ করব।' (লঙ্কাকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ সর্গ, ২০।৩২ শ্লোক) রাবণ যে সীতা দেবীর এই অনুরোধ রক্ষা করেননি বলা বাহুল্য। রামায়ণ পাঠে দেখা যায় কয়েকটি প্রধান স্ত্রী-চরিত্র সতী হবার বাসনা প্রকাশ করলেও তা কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর খণ্ডের সপ্তদশ সর্গে অবশ্য অতীতে অনুষ্ঠিত একটি সহমরণের সংবাদ রয়েছে। ব্রাহ্মণ-কন্যা বেদবতী রাবণকে তাঁর মা'র সহমৃতা হবার ঘটনা বিবৃত করছেন। বেদবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু তাঁর জামাতা হন। এ খবরে দৈত্যরাজ শম্ভু ক্রোধান্বিত হয়ে রাত্রে শয়নাবস্থায় বেদবতীর পিতাকে হত্যা করেন। বেদবতীর হতভাগিনী মা তখন স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করে

চিতায় প্রবেশ করেছিলেন। 'শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ। তেন রাত্রৌ শয়ানো যে পিতা পাপেরহিংসিতঃ॥ ততো যে জননী দীনা তচ্ছরীরং পিতুর্মম। পরিষজ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥' রাবণের উদ্দেশ্য ছিল বেদবতীকে সম্ভোগ করা। তিনি বহুভাবে বেদবতীকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন। বেদবতী পূর্ব ঘটনা বলে রাবণকে সাবধান করে দেন— ভগবান বিষ্ণুই তাঁর কাম্য। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'। রাবণ বলপ্রয়োগ করতে চান—বেদবতী তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। মহাভারতে কিন্তু সতীদাহের ছড়াছড়ি। মহারাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর স্ত্রী মাদ্রী দেবী স্বামীর সহগামিনী হয়েছিলেন। পতিব্রতা কুন্তীও সহমরণে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাদ্রীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন (আদিপর্ব)। শ্রীকৃষ্ণের মৃতুর পর তাঁর পিতা বসুদেব যোগালম্বন-পূর্বক আত্মহত্যা করলে, তাঁর চার পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেছিলেন। দাহকার্য সম্পন্ন করেছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। (মৌষল পর্ব) মহাভারতে তো নির্দেশই আছে—

অবমত্য চ যাঃ পূর্ব্বং পতিং দুষ্টেন চেতসা।
বর্ত্তন্তে যাশ্চ সততং ভর্ত্তৃণাং প্রতিকূলতঃ॥
ভর্ত্রনুমরণং কালে যাঃ কুর্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাদ্ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতাঃ ভবন্তু তাঃ॥

'যে সকল স্ত্রী প্রথমে পতিকে ঘৃণার সহিত দর্শন করে, অথবা যাহারা পতির প্রতিকূলে বর্ত্তমান হয়, তাহারা সকলেও যদি যথাসময়, কামবশেই হউক, ক্রোধবশেই হউক বা ভয়েতেই হউক সহমরণ করে, তাহলেও পবিত্র হয়।'

(অনুবাদ—হৃষীকেশ শাস্ত্রী)

শ্রীমদ্ভাগবত পড়লে আরও কয়েকজন সতী নারীর সাক্ষাৎ মেলে। এরকম একজন হলেন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রাজা পৃথুর সাধ্বী স্ত্রী অর্চি দেবী। পৃথু রাজার নামানুসারে 'পৃথিবী' নামের উৎপত্তি।

'দেহং বিপন্নাখিলচেতনাদিকং পত্যুঃ পৃথিব্যা দয়িতস্য চাত্মনঃ।
আলক্ষ্য কিঞ্চিচ্চ বিলপ্য সা সতী চিতামথারোপয়দদ্রিসানুনি॥
বিধায় কৃত্যং হ্রদিনীজলাপ্লুতা দত্ত্বোদকং ভর্ত্তুরুদার কর্ম্মণঃ।
নত্বা দিবিস্থাং স্ত্রিদশাংস্ত্রিঃ পরীত্য বিবেশ বহ্নিং ধ্যায়তী ভর্ত্তৃপাদম্॥'

অর্চি দেবী যখন দেখলেন স্বামীর দেহ চেতনাহীন অর্থাৎ প্রাণহীন,

তখন কিছুক্ষণ বিলাপ করার পর পর্বতের সানুদেশে চিতাসজ্জা তৈরী করে স্বামীকে তার উপর শুইয়ে দিলেন। তারপর অন্যান্য পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নদীর জলে স্নান করে তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। তর্পণ শেষে দেবতাগণকে প্রণাম নিবেদন করে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণের পর অর্চি দেবী অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। তা' দেখে স্বর্গস্থ দেবপত্নীগণ দেবগণের সঙ্গে সহস্রবার স্তব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁর রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রীগণও চিতাগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। সগর রাজার নাম আমাদের পরিচিত। সগর রাজার পিতা রাজা বাহু শত্রু-কর্তৃক স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত হলে বনবাসে যান, সঙ্গে ছিলেন গর্ভবতী রাজমহিষী। ঐ বনেই রাজা বাহুর মৃত্যু হয়। তখন গর্ভবতী রাজমহিষী আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হন। নিকটেই ছিল ঔর্বঋষির আশ্রম। ত্রিকালদর্শী এই পুরুষ তখন রাজমহিষীকে বলেন—"হে সাধ্বি, আপনি এই কাজ কেন করছেন? আপনার জঠরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, রাজচক্রবর্তী, অতি পরাক্রমশালী, বহু যজ্ঞকর্তা, শত্রুবিজয়ী এক মহীপতি অবস্থান করছেন, আপনি এরকম সাহস করবেন না।" ঋষির কথা শুনে রাজমহিষী সহমরণ থেকে নিবৃত্ত হন। ঐ পুত্রই হলেন সগর রাজা। (বিষ্ণুপুরাণ)

পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উল্টোলে প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউলাসের লেখায় ভারতবর্ষের সতীদাহ অনুষ্ঠানের প্রথম বিবরণ চোখে পড়ে। ১০৬ অলিম্পিয়াড বা খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৪ সালে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় কাথি জাতির মধ্যে সহমরণের প্রচলন ছিল। ডিওডোরাস লিখেছেন—'তারপর আলেকজাণ্ডার কাথি রাজ্যে প্রবেশ করলেন, যেখানে আইনের সাহায্যে বিধবা নারীদের মৃতস্বামীর জলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারা হত। কোন এক নারীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, যে তাঁর স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল, এই প্রথার উদ্ভব হয়'। (জে. বুথের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩৩, মূল গ্রীকভাষায় ১৭তম গ্রন্থ, ১০ম অধ্যায়,—মূল গ্রীক থেকে বাংলায় অনুবাদ লেখক কৃত)। ১৯তম গ্রন্থে ইউমেনিসের সেনাবাহিনীতে অনুষ্ঠিত একটি সতীদাহের সুন্দর ধারাবাহিক বিবরণী পাওয়া যায়। পার্টেসেনীতে আন্টিগোনাস ও ইউমেনিসের মধ্যে যুদ্ধে ইউমেনিসের সেনাবাহিনীর একজন বিশিষ্ট সেনাপতি সিটিয়াসের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান। সিটিয়াসের মৃত্যুতে তাঁর

দুই স্ত্রীর তুমুল ঝগড়া বেধে যায় কে স্বামীর চিতাসঙ্গিনী হবেন। দু'জনেই আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত। এই ঝগড়া মীমাংসার জন্য উচ্চতর সেনাপতিকে সালিশী মানা হয়। ছোট বৌ-এর বক্তব্য ছিল যেহেতু বড় বৌ-এর শিশু সন্তান আছে সুতরাং নিয়মানুযায়ী বড় বৌ সতী হতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত এই কারণেই কনিষ্ঠার জয় হয়—তিনিই আত্মবিসর্জন দেবার অনুমতি পান। চীৎকার করে কেঁদে ওঠেন বড় বৌ—দু'হাতে নিজেরই চুল ছিঁড়তে থাকেন, যেন এক ভীষণ দুঃসংবাদ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ছোট বৌ তো আহ্লাদে আটখানা। ছুটতে ছুটতে একেবারে চিতার কাছে হাজির। পরিবারের অন্যান্যরা ছোট বৌকে পরিয়ে দিলেন আলখাল্লার মত এক বহু মূল্য বহিরাবরণ। সর্বাঙ্গে দামী দামী অলঙ্কারের সাজ—যেন বিয়ে করতে চলেছেন। আত্মীয়ারা ছোট বৌ-এর প্রশংসাসূচক গান গাইতে গাইতে চিতার দিকে এগিয়ে চললেন। চিতার কাছে পৌছে ছোট বৌ খুলে ফেললেন ঐ আলখাল্লা, বিলিযে দিলেন উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ও চাকর-বাকরদের মধ্যে যেন তাঁরা এই পোশাকের অংশ তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সযত্নে রেখে দেন। ছোট বৌ-এর মাথা থেকে ফুলঝুরির মত ঝুলছে সোনার ছোট ছোট তারা, মধ্যে মধ্যে ঝকমক করছে বিভিন্ন ধরনের দুর্লভ মণিমুক্তো। গলায শোভা পাচ্ছে বহু ছোটবড় রত্নখচিত কণ্ঠহার। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার পর ছোট বৌ-এর ভাই তাঁকে চিতায় শুইয়ে দিয়ে এলেন। সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্রসহ সশ্রদ্ধভাবে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করল। প্রজ্জ্বলিত হল সিটিয়াসের চিতা। পুড়ে মরলেন তাঁর ছোট বৌ।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এদেশে যে সতীদাহের প্রচলন ছিল ঐ অভিযানের সঙ্গী অ্যারিস্টোবিউলাসের সাক্ষ্যেও তার প্রমাণ মেলে। স্ট্র্যাবো লিখছেন—'তিনি (অ্যারিস্টোবিউলাস) কয়েকটি অদ্ভুত সামাজিক প্রথার উল্লেখ করেছিলেন (তক্ষশিলা সম্পর্কে)। যেমন যেসব পিতামাতা দারিদ্র্যের জন্যে কন্যার বিবাহ দিতে পারতেন না, তাঁরা যুবতী মেয়েদের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রির জন্য হাজির করতেন। শাঁখ ও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে লোক জড়ো করা হত। ইচ্ছুক ক্রেতা প্রথমে মেয়েটির দেহ পেছন দিক থেকে কাঁধ পর্যন্ত আবরণহীন করে পর্যবেক্ষণ করতেন, তারপর উন্মুক্ত করা হত সামনের দিকের কিছুটা অংশ। পছন্দ হলে, দর-দামে পোষালে মেয়েটিকে কিনে ফেলতেন তিনি।...এদেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কয়েকজনের

মুখে তিনি শুনেছেন যে মৃত স্বামীর চিতায় পত্নীগণ জলন্ত দগ্ধ হতেন এবং তা' হাসিমুখে। যে সব নারী আত্মাহুতি দিতে অস্বীকার করতেন, তাঁদের হেনস্তার-অন্ত ছিল না। নানা উপায়ে তাঁদের অপমানিত করা হত' (১৫তম গ্রন্থ, ১ম অধ্যায়, ৬২তম শাখা, ইংরেজী অনুবাদ ম্যাকক্রিণ্ডল সাহেব—বাংলা অনুবাদ লেখককৃত)। সিসিরো'র বিখ্যাত 'টাসকিউলিয়ান ডিসপিউটেশনে' ও প্লুটার্কের 'নীতিমালা' গ্রন্থে ভারতীয় সতীদাহের উল্লেখ রয়েছে। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক কবি প্রোপাসিয়াসের চোখে ভারতীয় সতীনারী সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। ইংরেজ কবি বয়েশেস অনূদিত কবিতাটি—

Happy the laws that in those climes obtain
Where the bright morning reddens all the main
There, whenso'er the happy husband dies
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air :
For partnership in death, ambitious strive

এবার বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির রচনাকাল সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। বৈদিকযুগের শুরু ও শেষ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। নির্দিষ্ট-ভাবে কালনির্ণয় করতে কেউই সক্ষম হন নি। পণ্ডিতদের নির্ণীতকালের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ফারাক, বেদসংহিতার প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতা সম্পর্কে অবশ্য কেউই প্রশ্ন তোলেন নি। কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করলে অনেকেই বিচলিত হবেন সন্দেহ নেই। জার্মান মনীষী ম্যাক্সমূলার সাহেব মনে করেন যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১২০০ বছর আগে সংহিতা রচিত হয়েছিল। অপর জার্মান পণ্ডিত জ্যাকবি বলেছেন বেদ খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সালের রচনা। ভারতীয় বেদজ্ঞ আর. জি. ভাণ্ডারকারের মতে বেদের রচনাকাল আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক উইন্টারনিটজ মত দিয়েছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বৈদিকযুগের শুরু এবং শেষ খ্রীঃ পূঃ ৭৫০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে। সবাইকে ডিঙিয়ে গেছেন আমাদের তিলক মহারাজ। লোকমান্য তিলক বলেছেন খ্রীষ্টজন্মের ৬০০০ বছর আগে বেদ রচিত হয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেদের

কালবিচার করেছেন এবং সর্বাগ্রে অপরের মত অগ্রাহ্য করেছেন। উপহাসের পাত্র কিন্তু কেউই নন্। যাই হোক এ আলোচনায় উইনটারনিটজের মতকেই গ্রহণ করা হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের কাল সম্বন্ধে উইনটারনিটজের মত পর্যালোচনা করলে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, তা' হল মহাভারতের 'নিউক্লিয়াস' রামায়ণের 'নিউক্লিয়াসের' পূর্বে রচিত। কিন্তু মহাভারতের বর্তমান রূপধারণের বহু আগেই সমগ্র রামায়ণ (প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড সহ, যা পরবর্তী কালের সংযোজন) ভারতীয় জনমানসে পরিচিতি লাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে মহাভারত মহাকাব্যের কাঠামো পায় নি এবং সেই কাঠামোয় বর্তমান রঙের পোঁচ পড়ে খ্রীষ্টপরবর্তী চতুর্থ শতকের মধ্যে। মূল রামায়ণ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়, আধুনিক রামায়ণ খ্রীঃ পরবর্তী ২য় শতকেই সম্পূর্ণ হয়েছিল (ইণ্ডিয়ান লিটারেচর, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ)।

সতীদাহ সম্বন্ধে আপাততঃ যা আলোচনা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার হল: (১) খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দের পর ভারতবর্ষের সমাজজীবনে সতীদাহ প্রথার মৃদু অস্তিত্ব অনুভূত হয়। (২) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩১৭ সালে) ভারতবর্ষের নামমাত্র ২।১টি দেশীয় রাজ্যে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। (৩) রামায়ণ-মহাভারতের কালে সতীদাহপ্রথা বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সতীদাহ প্রথা কি ভারতবর্ষের নিজস্ব? না, বিদেশ থেকে আমদানী করা? কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এই প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় তক্ষশিলায় সতীদাহের প্রচলন দেখে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেছেন, সতীদাহ বোধহয় একটি 'সিথিয়ান' প্রথা (অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া)। তাঁর এই অনুমানের কারণ তক্ষশিলাবাসীদের মধ্যে সিথিয়া গোষ্ঠীর মানুষও ছিলেন এবং সেই গোষ্ঠী সহমরণ প্রথা পালন করতো। ইংরেজী ভাষায় সতীদাহ বিষয়ে একমাত্র গ্রন্থ-প্রণেতা এডওয়ার্ড টমসন্ কিন্তু সিথিয়া জাতির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরিবর্তে থ্রেস জাতির মৃতসৎকারের সঙ্গে ভারতীয় সতীদাহের অধিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'পৃথিবীর ইতিহাসের জনক' গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (জন্ম খ্রীঃ পূর্ব ৪৮০ থেকে ৪৯০ সালের মধ্যে) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—'থ্রেস জাতির পুরুষরা বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কোন

ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে প্রবল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়ে যেত কা'কে স্বামী সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, কারণ তিনিই স্বামীর সঙ্গে কবরে যাবার সম্মান পাবেন। যে স্ত্রী এই সম্মানের অধিকারিণী হতেন, তাঁকে তাঁর নিকটতম আত্মীয় কবরের উপর হত্যা করতেন এবং পরে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে তাঁকে সমাহিত করা হ'ত (ইংরেজী অনুবাদ জে. রাউলিনসন্, ৫ম খণ্ড। টমসন উদ্ধৃত হিরোডোটাসের বক্তব্যে ভারতীয় সতীদাহের সাদৃশ্য দেখা যায় একমাত্র সতীনদের পারস্পরিক ঝগড়ার মধ্যে। সিথিয়ান সহমরণের সঙ্গে ভারতীয় সতীদাহের প্রভেদ আরও বেশী। সিথিয়ান জাতিভুক্ত কেউ মারা গেলে, বিভিন্ন পচনরোধী পদার্থ দ্বারা মৃতদেহ অনুলেপনের পর, সেটি পশুচালিত গাড়ির ওপর স্থাপন করা হত। শোকাভিভূত আত্মীয়স্বজন ক্রন্দনরত অবস্থায় দু'হাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছিন্নভিন্ন পোশাকে সেই গাড়ির পিছু নিতেন। মৃতদেহ সমেত গাড়িটি চল্লিশ দিন ধরে মৃত ব্যক্তির জমিদারীতে ঘোরানো হত। জমিজমা না থাকলে মৃতদেহটি আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। ৪০তম দিনে অনুসরণকারীরা গোরস্থানে মৃতদেহ নিয়ে হাজির হতেন। সেখানে মৃতের একজন স্ত্রী, প্রধান ভৃত্যগণ ও কয়েকটি মজবুত ঘোড়াকে হত্যা করার পর মৃতব্যক্তিকে প্রধান কবরে শায়িত করা হত, উৎসর্গীকৃত দেহগুলি সমাহিত করা হত পাশের কবরে। যাঁরা স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতেন, মৃত্যুর পূর্বে তাঁরা সকলেই সুন্দরতম পোশাক ও অলংকারে সজ্জিত হতেন। ইহলোকের অতি প্রিয় জিনিসগুলি কবরে নিয়ে যেতে ভুলতেন না। এডওয়ার্ড টমসনের গ্রন্থে সিথিয়ান জাতির সহমরণের বর্ণনা পড়ার সুযোগ নেই। টমসন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা' হল নরবলি ও অন্যান্য আদিম নৃশংস প্রথার মত সতীদাহও সম্পূর্ণ এদেশীয়। আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তাঁরা মধ্যভারতের অসভ্য গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আর্যরা পরে মা-কালীর পূজাচার ও অন্যান্য ক্ষতিকর কুসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সব প্রথায় অভ্যস্ত মানুষদেরও হিন্দুধর্মে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়া থেকে একাধিক আক্রমণের ফলস্বরূপ হয়তো সতীদাহ পুনরায় চালু হয়। রাজপুতগণ যাঁরা ভয়াবহভাবে 'জহরব্রত' পালন করতেন, তাঁরা অন্যান্যদের চেয়ে বেশী দেরিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে এই প্রথার উচ্ছেদ মেনে নেয়। তাঁরা ক্রীতদাসদেরও জলন্ত দগ্ধ করতেন। এই ঘটনা প্রতিপন্ন করে, আর্যদের বহু পরে বর্বরতর কোন

জাতির কাছ থেকে এই প্রথার আমদানী হয়েছিল। চার্লস এলিয়ট 'হিন্দুইজম্ অ্যাণ্ড বুড্ডইজম্' গ্রন্থে যা লিখেছিলেন টমসনের অভিমত তারই প্রতিধ্বনি মাত্র—'Even in the Vedic age the custom had been discontinued as barbarous. But even at the period those who did not follow the Vedic custom may have killed widows with their husbands; and later the invaders from Central Asia probably reinforced the usage.' (vol-2, p 168). অর্থাৎ টমসন ও এলিয়ট ভিনসেণ্ট স্মিথের সিথিয়া তত্ত্বকেই গ্রহণ করেছেন তবে ভিন্ন দরজা দিয়ে।

'সিথিয়া' শব্দটির সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকেরই হয়তো পরিচয় নেই। কিন্তু শকজাতি বললে একডাকে তাঁরা চিনবেন—'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে···শক হূণদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন'। পাশ্চাত্যে যে গোষ্ঠী 'সিথিয়া' নামে অভিহিত, ভারতবর্ষে তাঁদের বলা হয় 'শক'। কারও মতে 'শক' বললে সমগ্র সিথিয়া জাতিকেই বোঝায়, কেউ বলেন সিথিয়া জাতির একটি অংশমাত্র 'শক' নামে পরিচিত ছিল। শকজাতি ছিল অনেকটা যাযাবর গোষ্ঠীর মত। তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান বোধহয় ছিল না—এখানে-ওখানে তারা ঘুরে বেড়াত। তাই শকজাতির ইতিহাস একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। শকজাতির আদি বাসস্থান কোথায়, কোথায় তারা রাজত্ব ফেঁদেছিল, কোন্ সময় ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল—প্রত্যেকটি প্রশ্নেই পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। শকজাতির ভারতবর্ষে আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের দেশে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থখানি লিখেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত বইটিতে সুধাকরবাবু প্রচুর শ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠায় বিস্তৃত মতবিরোধের বিচার করে শকজাতির ভারত আগমন সম্বন্ধে সুন্দর যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।—The Sakas, an Indo—Iranian people of the Scythian 'stock' lived originally* in the valleys of the Oxus and the Jaxartes, extending as far as the inhospitable tract of Pamir, where man has to fight hard with nature of his bare existence. But there lies in the south the fertile tract of India where one leads a much easier life and it was

but natural that if for some reason or other the Sakas would leave their father-land and start in search of a new home, they would be attracted towards India. এই সম্ভাবনাই সত্য হয়েছিল। বহিরাক্রমণে শকজাতি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। চীন দেশের ইতিহাসে আছে মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে হান রাজ্যের সীমান্তের সংযোগস্থলে য়ুয়ে-চি (?) নামে এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। খ্রীঃ পূর্ব ১৭৬ ও ১৬১ অব্দের মধ্যে কোন এক সময় হান সম্রাট চি-য়ু প্রচণ্ড যুদ্ধে তাদের পরাজিত করেন। য়ুয়ে-চি গোষ্ঠীর রাজাও নিহত হন। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পশ্চিমদিকে পালিয়ে যায় এবং এই পলায়মান গোষ্ঠী শকস্থানে শকজাতির ওপর আঘাত হানে। এর ফলে সাই-ওয়াং (চীনদেশে শক'রা 'সাই' নামে পরিচিত, ওয়াং অর্থে বোধহয় রাজা) দক্ষিণমুখী অগ্রসর হন এবং কি-পিন নামে এক স্থানে পুনরায় রাজত্ব স্থাপন করেন। শক গোষ্ঠীর অন্যান্যরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে ও পরবর্তীকালে কয়েকটি জায়গায় রাজত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কি-পিন জায়গাটি কোথায়? বিভিন্ন চীনা পুঁথিপত্র অধ্যয়নের পর চভন্নেস্ (Chavannes) অভিমত দিয়েছেন, সাই-ওয়াং যে পথে পালিয়েছিলেন সেই পথপরিক্রমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় হান-যুগের কি-পিন বর্তমান ভারতবর্ষের কাশ্মীর রাজ্য (পাঞ্জাবের কিছু অংশ সমেত)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শকজাতির একটি অংশ ১৭৬ ও ১৬১ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল। ভারতবর্ষে বসবাসকারী শকজাতির মুদ্রায় এবং অন্যত্র পার্থেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখে সুধাকরবাবু অনুমান করেছেন য়ুয়ে-চি'র আক্রমণে শকজাতির অপর যে অংশ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাদের একটি অংশ পূর্ব ইরানের দিকে অগ্রসর হয় এবং উদীয়মান পার্থেনীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। শেষে পার্থেনীয় সম্রাট দ্বিতীয় মিথ্রিডেটেসের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে বোলান পাস বা মুলা পাস দিয়ে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সুধাকরবাবু অনুমানের স্বপক্ষে তথ্যগত যুক্তিও পেশ করেছেন। সুতরাং শকজাতির দু'টি অংশ পৃথকভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং প্রবেশকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে বা শাস্ত্রের মধ্যে পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে প্রথম শকজাতির উল্লেখ নজরে আসে। এই ভাষ্য ১৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। শকেরা যে তখন ভারতবর্ষে নবাগত বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য,

কর্নেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে লিখেছেন শকজাতি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঐ উক্তি মনগড়া, ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

উইলসন-রাধাকান্ত শাস্ত্রীয় বিতর্ক আলোচনায় দেখেছি আশ্বলায়ন ও ভরদ্বাজের গৃহ্যসূত্রে সতীদাহের উল্লেখ রয়েছে। শকজাতি তখনও ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে নি। তাই সতীদাহ যে সম্পূর্ণ এদেশীয় সন্দেহ নেই। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। শক জাতির ভারত প্রবেশ ও রাজত্ব স্থাপনের সময় রামায়ণ-মহাভারত ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়ে বর্তমান রূপ নিচ্ছে। শকজাতির প্রভাবে ভারতীয় হিন্দুসমাজ যে ক্রমে সতীদাহ প্রথায় আস্থাবান হয়ে উঠছে তারই নিদর্শন রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সতীদাহ ঘটনায়। সুতরাং সতীদাহ প্রথা ভারতীয় হলেও শক জাতির প্রভাবেই এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসঙ্গত নয়।

শাস্ত্রীয় বিতর্কের জট ছাড়িয়ে, পৃথিবীর ইতিহাস উল্‌টে-পাল্‌টে ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে আপাততঃ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, সাম্প্রতিক এক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফল বিশ্লেষণের পরে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। বেদশাস্ত্রে বৈদিকযুগে সতীদাহ প্রচলনের উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও বেদ পূর্ববর্তীযুগে সিন্ধু-সভ্যতার কালে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যে সহমরণ (সতীদাহ নয়) চালু ছিল পূর্বোক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ফলে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আধুনিক ভারতবর্ষের মাটির নীচে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়ার জন্য ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এস. আর. রাও.-এর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে কাথিয়াড় (Kathiwar) উপদ্বীপের দক্ষিণে রঙ্গপুরে এরকম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। আবিষ্কৃত হয় সুদূর দক্ষিণে কাথিয়াড়েও সিন্ধু সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে রাও সাহেব ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কাথিয়াড়ের চারিদিকে গুজরাট সহ বিস্তৃত অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনা করেন। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সবরমতী নদীর মোহনায় একটি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হয়। এটি বর্তমানে 'লোথাল' (Lothal) নামে পরিচিত। এরপরে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরের অনুসন্ধানে জানা যায়, লোথাল ছিল সিন্ধু আমলের সমৃদ্ধিশালী বন্দর-নগরী। লোথালের অবস্থিতি আমেদাবাদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮০ কিলোমিটার দূরে;

সেখানে যাতায়াতের জন্য বর্তমানে পাকা সড়কের ব্যবস্থা আছে। লোথাল সম্বন্ধে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। প্রায় প্রতি বছরই প্রাচীন লোথালের ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নগর-সভ্যতার নিদর্শন পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। কয়েকটি সমাবিক্ষেত্রও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সে যুগে মৃতদেহ দাহ করবার প্রথাই ছিল সার্বজনীন, তাহলে সমাধির অস্তিত্ব পাওয়া গেল কি ভাবে? খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন লোথালবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের (২৫।৩০ বছরের নীচে) মৃত্যুর পরে সমাধিস্থ করত। লোথালে এ পর্যন্ত মোট ২০টি প্রাচীন সমাধি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ষোলোটি মনুষ্যকংকাল সমেত, বাকিগুলি শূন্য। সমাধিগুলির দৈর্ঘ্য ৩·২ মিটার, প্রস্থ ০·৭৫ মিটার ও গভীরতা ০·৩ মিটার থেকে ০·৫ মিটার পর্যন্ত। প্রত্যেকটি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে খোঁড়া। মৃতদেহগুলির মাথা বা ঘাড়ের কাছে উৎসর্গীকৃত মৃৎ-পাত্রাদিও পাওয়া গেছে। ষোলোটি সমাধির মধ্যে তিনটিতে আমাদের উদ্দিষ্ট একাধিক মৃতদেহের সন্ধান মিলেছে [আজ পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার কোন সমাধিক্ষেত্রেই এ ধরনের একত্রে কবর দেওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায় নি, শুধুমাত্র Damb-Buthi (ডাম্ব বুথি?) নামক স্থান ছাড়া। অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন-কোণ্ডাতেও এইরকম একটি একত্র-সমাধি চোখে পড়েছে।] কিন্তু, কোন সমাধিতে একাধিক মৃতদেহ পাওয়া গেলেই প্রমাণিত হয় না যে, সেকালে লোথাল মানবের মৃত্যু হলে ক্ষেত্রবিশেষে তার স্ত্রীও সহমৃতা হবেন। এই সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে দু'টি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন, প্রথমতঃ মৃতদেহগুলি একই সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ একটি মৃতদেহ পুরুষের, অপরটি নারীর। সুখের বিষয় বিজ্ঞানের আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের দ্বারা দুটি বিষয়েই দ্ব্যর্থহীন ফল পাওয়া গেছে। স্ট্রাটিগ্রাফিক (Stratigraphic) সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় মৃতদেহ স্থাপনের মধ্যে সমাধি অভ্যন্তরের কোন নড়চড় ঘটেনি অর্থাৎ মৃতদেহ দুটি একই সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. সরকার এবং অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার শ্রী বি. কে. চট্টোপাধ্যায় ও আর. ডি. কুমার পৃথক পৃথকভাবে মৃতদেহগুলির স্বরূপ নির্ণয়ে গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক সরকার স্ত্রী-কংকালের সন্ধান পান নি; অপর পক্ষে শ্রীচট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার চারটি কংকাল লোথাল নারীর বলে সনাক্ত করেছেন। এই চারটির মধ্যে দুটি "জয়েন্ট ব্যুরিয়াল" থেকে সংগৃহীত। সুতরাং

তিনটি "জয়েণ্ট ব্যুরিয়ালে"র মধ্যে দু'টিতে নারী-কংকালের অস্তিত্ব পাওয়া গেল। এই ঘটনায় আমরা সহজেই দৃঢ় অনুমান করতে পারি যে, ক্ষেত্রবিশেষে লোথাল নারীগণ স্বামীর সহগামিনী হতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৪৫০ সাল থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ সাল পর্যন্ত লোথাল বন্দর-নগরীর বুক মানুষের পদচারণায় কাঁপতো। সুতরাং, বেদ পূর্ববর্তী যুগে লোথাল ও তার আশেপাশে নারীরা পতির সহগামিনী হতেন, এ সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে সতীদাহের প্রচলন—সতীদাহ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের প্রকারভেদের বাস্তব ছবি—বিধবা নারীর স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দেবার ঘটনা—জোর করে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করানোর ঘটনা—সতীকাহিনী ও জব চার্নকের কথা।]

সতীদাহ : চীনদেশে॥ অতি প্রাচীনকালে মৃত্যু সম্বন্ধে চীনদেশের অধিবাসীদের এক বিচিত্র ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, মৃত্যু আর কিছুই নয় এক অবচেতন অবস্থা মাত্র। মৃতব্যক্তির আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছে সত্য, কিন্তু সেই আত্মা পুনর্বার ফিরে আসবে। তাই মৃতদেহের সংকার না করে তাঁরা বাড়ির ছাদ বা ঐ রকম কোন উঁচু জায়গা থেকে চীৎকার করে আত্মার মন ভোলানোর চেষ্টা করতেন। লোভ দেখাতেন ভালো ভালো খাবার-দাবারের। যখন বুঝতেন যে, আত্মা আর ফিরবে না তখন কফিনবন্দী করে মৃতদেহ কবর দিতেন। তারপর শুরু হত শোকের পালা। মৃতের আত্মীয়স্বজন বুক চাপড়ে চীৎকার করে কান্নাকাটি করতেন। গৃহত্যাগ করে কয়েকদিনের জন্য ছোট ছোট ঝুপড়িতে বাস করতেন। শুতেন খড় বিছিয়ে; আহার্য বলতে শুধুমাত্র ভাতের মণ্ড নতুবা দীর্ঘ উপবাস। শোকাভিভূত আত্মীয়রা মৃতব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সম্বন্ধে কথাবার্তাও বলতেন না। কোন ক্ষেত্রে মৃতের পছন্দমত খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাঁর জীবিত স্ত্রী, উপপত্নী ও ভৃত্যদের ঐ একই কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়া হত। উদ্দেশ্য ছিল, পরলোকে গিয়ে মৃতব্যক্তির যা'তে কোন কিছুর অভাব না হয় সেদিকে দৃষ্টি

রাখা। ইহলোকে তিনি যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন, পরলোকেও যাতে সেগুলি অব্যাহত থাকে সেইজন্য স্ত্রী ও চাকরদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হত। ইহলোকে মৃতব্যক্তির অভ্যাস ও সাধ-আহ্লাদ সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল, বলির জন্য তাঁরাই নির্বাচিত হতেন। চীনারা বিশ্বাস করতেন, এই ভাবে অর্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মৃতের আত্মার অশুভ প্রভাব নিস্তেজ হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে আশু এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটে এবং জীবিত মানুষের পরিবর্তে মাটির তৈরী মূর্তি উৎসর্গিত হত। হান-যুগেব শুরুতে কাগজ আবিষ্কারের পব মাটির মূর্তির স্থান নেয় কাগজের মূর্তি।

সতীদাহ : ফিজি দ্বীপে॥ ফিজি দ্বীপে মৃতদেহ সংকারের সময় অবশ্য পালনীয একটি অনুষ্ঠানকে বলা হয 'লোলোকু'। এ'কথার অর্থ মৃত ব্যক্তির সম্মানে যা-ইচ্ছা তাই করা। এই অনুষ্ঠানটি ছিল ভারতবর্ষে প্রচলিত সহমরণ প্রথারই একটি ভিন্নতর রূপ। মৃতব্যক্তিকে অজানা অচেনা পরলোকে সঙ্গদানের অভিপ্রায়ে মৃতের আত্মীয়স্বজন 'লোলোকু' অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতেন। সর্বক্ষেত্রেই শ্বাসবোধ কবে হত্যা করা হত। ফিজিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে হয়ত এ'প্রথার সৃষ্টি হযেছিল, কিন্তু কালক্রমে এ' অনুষ্ঠান থেকে দেবতার অস্তিত্বই লোপ পায়, প্রধান হয়ে দাঁড়ায় মৃতব্যক্তির আত্মার সন্তুষ্টিবিধান। লোলোকু প্রথাব প্রধান ও প্রথম শিকার হতেন মৃতের স্ত্রী ; একাধিক স্ত্রী থাকলে, সকলেই সহমরণে যেতেন। দ্বিতীয় বলি হতেন জীবিতকালে মৃত-ব্যক্তির একান্ত সঙ্গী বা ডান-হাত। শুধুমাত্র মৃতব্যক্তির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার অচ্ছেদ্যতা প্রমাণেব জন্যই তাঁকে মরতে হত। নতুবা, সমাজের চোখে তিনি অবজ্ঞার পাত্ররূপে বিবেচিত হতেন। সাধারণভাবে মৃতের সম্মানে দু'জন নারী অথবা একজন নারী ও একজন পুরুষ প্রাণদান করতেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির মা'কেও সহমৃতা হতে দেখা গেছে। কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও, অধিকাংশ ফিজিবাসী 'লোলোকু' প্রথাকে পুণ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। বিশেষ করে কোন গোষ্ঠীর সর্দার সঙ্গী ছাড়াই পরলোকে চললেন—এ ঘটনা ফিজিবাসীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। শ্বাসরোধ করে হত্যা করার পর মৃত নারীর গোটা দেহে জবজবে করে তেল মাখানো হত, বর্ণময় বিচিত্র অলংকারে সজ্জিত করা হত, মেয়েটির মাথা, মুখ ও বুক জুড়ে লেপে দেওয়া হত সিঁদুর। তারপর উৎসর্গীকৃত নিষ্প্রাণ দেহগুলি কবরের তলায় শুইয়ে দেওয়া হত এবং সেই মৃতদেহগুলির

ওপর স্থাপন করা হত যাঁর মৃত্যুর জন্য এত ঘটা, তাঁর দেহ। যেন আত্ম-বিসর্জনকারীরা কবরের ঘাস। তথাকথিত এই কবরের ঘাসরা কি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতেন? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় টমাস উইলিয়াম নামে এক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের লেখায়। উইলিয়াম সাহেব বহুদিন ফিজি দ্বীপে বসবাস করেছেন, দ্বীপবাসীর আচার-ব্যবহার চাল-চলন সবকিছুই কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। 'ফিজি অ্যাণ্ড দি ফিজিয়ানস্' গ্রন্থে তিনি এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ফিজিবাসীদের সম্বন্ধে এই আকর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন, 'ফিজি রমণীরা নিজের ইচ্ছায় আত্মহত্যা করতেন এ উক্তিতে সত্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য বহু নারী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হতেন, কারণ তাঁরা জানতেন স্বামী-হীনা হওয়ায় ইহলোকে তাঁদের চরম দুঃখদারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। তাঁরা জানতেন, আত্মীয়স্বজন, এমন কি নিজের ছেলেমেয়েরাও তাঁর মৃত্যুই চায়। এইসব হতভাগ্য নারীরা মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের শবাচ্ছাদন পযন্ত কবরে বয়ে নিয়ে যেতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেব কবর নিজেরাই খুঁড়তেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁরা প্রার্থনা জানাতেন বন্ধুবান্ধবরা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে, সমগ্র দেশ যেন সবুজ ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সকলে যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে।... ইহলোকে যে অসহনীয় জীবন তাঁদের জন্য অপেক্ষমান, সেই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ ছিল মৃত্যু। কবরের নিঃঝুম অন্ধকারকেই তাঁরা নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করতেন।... সহমরণেচ্ছু নারীর আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়ে সকলেই আপন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিতেন। তাঁর প্রতি ভালোবাসা বা মৃতের প্রতি সম্মান সবই ছিল গৌণ। মৃতের স্থাবর সম্পত্তিব মালিকানা হস্তগত করার বাসনায় জ্বলজ্বল করত তাঁদের লোভী চোখ। অনেক দরিদ্র বিধবা নারীকে এই কারণেই প্রাণ দিতে হয়েছে।...অনেক নারী সহমৃতা হতেন, তাঁদের সন্তানের জন্মের বৈধতা প্রমাণের জন্য।' ফিজি দ্বীপপুঞ্জে উইলিয়াম সাহেব এমন ঘটনাও দেখেছেন যেখানে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর স্ত্রী বা অন্য কাউকে মেরে ফেলা হয়েছে।

সতীদাহ : ওসিয়ানিয়া॥ ওসিয়ানিয়া ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্র মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বা দাসদাসীদের হত্যা করার বিধান ছিল। তিনটি উদ্দেশ্যে ও রূপে এই প্রথা পালিত হত। প্রথম, কোন গোষ্ঠীর সর্দার-

গোত্রীয় কারুর মৃত্যু হলে, শুধুমাত্র তাঁর আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই হতভাগ্য বন্দী অথবা ক্রীতদাসদের হত্যা করা হত। বোর্নিও, সুমাত্রা, নিয়াস ও সেলেবেস দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা যে-কোন বড় ধরনের উৎসব পালনের আগে মৃত প্রাক্তন সর্দারের কবরের ওপর বন্দীদের হত্যা করতো অথবা তাদের ছিন্নমুণ্ড স্থাপন করতো। এই 'মুণ্ড শিকার' প্রথা থেকেই সহমরণ প্রথার উদ্ভব। এই প্রথায় অবশ্য পুরুষরাই প্রাণ দিতেন। পরবর্তীকালে কৃতকার্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ দ্বীপবাসীরা বলতেন, পরলোকে মৃতব্যক্তির কাজকর্ম করার জন্যই বন্দীদের হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। অশিক্ষিত দ্বীপবাসীরা ভাবত, অশুভ কোন জাদুর জন্যই মানুষের মৃত্যু হয়। তাই তারা বদলা নিতে চাইত। কাল্পনিক হোক বা আসল হোক যে-কোন একজনকে দোষীরূপে খাড়া করে তাকে মৃতব্যক্তির কবরের ওপর হত্যা করা হত। এই প্রথাটিও বোর্নিও, সেলেবেস, সুমাত্রা ও নিয়াস দ্বীপপুঞ্জবাসীদের নিজস্ব। বিবর্তনের পথ বেয়ে পরের যুগে এই প্রথা পালনের জন্য পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর কোন ক্রীতদাসকে পুনরায় কিনে নিয়ে আসা হত এবং সেই ক্রীতদাসটিকে হত্যা করে দ্বীপবাসীরা রক্তের বদলে রক্ত নিত। আরও পরের যুগে ক্রীতদাসদের খেতে না দিয়ে অনশন-মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হত। কালক্রমে বোর্নিওতে মানুষের পরিবর্তে প্রতিমূর্তি কবরে স্থাপন করা হত এবং বোর্নিওবাসীরা গলা কাটত শুধু মুরগী ও শূয়োরের। তৃতীয়, মৃতের সম্পত্তি কবরে অর্পণ। পরলোকে গিয়েও মৃতব্যক্তি যাতে ইহলোকের প্রিয় জিনিসগুলি বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন তাই তাঁর প্রিয় জিনিসপত্র মৃতদেহের সঙ্গে কবরে মাটি চাপা দেওয়া হত। মাটি চাপা পড়তেন মৃতের বিধবা পত্নীও। কারণ ইহলোকে তিনিই স্বামীর ঘনিষ্ঠতম ছিলেন, তাছাড়া স্ত্রী উত্তম ভোগের সামগ্রী তো বটেই! সহমরণে না গেলে সেই স্ত্রী সমাজের চোখে অপবিত্র বলে গণ্য হতেন। এই তৃতীয় ধরনের সহমরণ প্রথার ঘাঁটি ছিল মেলানেশিয়া দ্বীপসমূহ। এই দ্বীপসমষ্টি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরপূর্ব দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত—যেন ঠিক একটি বৃত্তের পরিধির অংশ বিশেষ। দ্বীপগুলি হল নিউগিনি, সোলোমন দ্বীপ, নিউ হেব্রাইডস, ফিজি ও নিউ ক্যালেডোনিয়া। ফিজি দ্বীপের প্রথার কথা আগেই পৃথকভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। নিউব্রিটেন ও সোলোমন দ্বীপে মৃতব্যক্তির স্ত্রীকে হয় কবরে মাটি চাপা দেওয়া হত নতুবা গলা টিপে হত্যা করা হত

বোগেনভিলা ও গেজেলে পেনিনসুলার উপকূলবাসীদের মধ্যে সর্দারের কবরে তাঁর স্ত্রী ও ক্রীতদাসদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলার প্রথা চালু ছিল। বুগোতু দ্বীপবাসীরা বীভৎসতায় আরও একধাপ এগিয়েছিলেন। মৃতের স্ত্রী ছাড়া তাঁর ছেলেমেয়েদেরও এই দ্বীপবাসীরা হত্যা করত, তারপর মৃতের অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রীর মত এদেরও কবরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলা হত। সা (পূর্ব সোলোমন), ম্যাভো, লেপেরস দ্বীপ (নিউ হেব্রাইডস), এনিটেনাম, টান্না, সান্টো, নিউ ক্যালেডোনিয়া' সর্বত্র স্ত্রী-হত্যা প্রচলিত ছিল। ম্যালেকুলায় যে প্রথা পালিত হত তার সঙ্গে ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে বিধবা নারীর পালিত অনুষ্ঠানের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।' ম্যালেকুলা রমণী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর কবরে নিয়মিত ঘুমোতেন যতদিন না তাঁর পুনর্বার বিবাহ হয়।

রেভাঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ. গিল সাহেব তাঁর 'লাইফ ইন দি সাদার্ন সিজ' গ্রন্থে এক এফাটে সর্দারের কার্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। একদিন হঠাৎ গিল দেখেন সর্দার একটি বাচ্চা মেয়েকে কিনে নিয়ে এসে প্রতিপালিত করছে। কি ব্যাপার? সর্দার বলল—আমার যখন মৃত্যু হবে, এই মেয়েটি তখন আমার সম্মানে মরবে, আমার সম্মানে কেউ না মরলে সবাই বলবে আমি সর্দার ছিলাম না—অর্থাৎ আমাকে কেউ গ্রাহ্যই করত না। গিল আরও লিখেছেন. মেয়েটিকে তার মার কাছ থেকে একটি বড় শূয়োরের বিনিময়ে খরিদ করা হয়। ঠিক এরকম ঘটনা রোসেল দ্বীপপুঞ্জে ও দক্ষিণ ম্যাসিম-এ ঘটতো। সেখানে বিধবা পত্নীর পরিবর্তে প্রাণ দিত বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ে। নিউজিল্যাণ্ডে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সহমরণ প্রথার অস্তিত্ব ছিল। তারপর ক্রমে লোপ পায়।

সতীদাহ: স্বেচ্ছায়, হ্যালীডে'র চোখে—১৮২৯ সাল॥ সতীদাহ নিষিদ্ধ-করণ আইন প্রণীত হতে তখনও দিন কয়েক বাকি। হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ফ্রেডরিক হ্যালাডে সাহেব। সেদিন মেডিকেল সার্ভিসের ডাঃ ওয়াইজ ও গভর্নর জেনারেলের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত এক পাদ্রী হ্যালীডে'র বাড়িতে গল্প-গুজব করছেন। এই সময় খবর এল, কয়েক মাইল দূরে একটি সতীদাহের আয়োজন হয়েছে। ডাঃ ওয়াইজ ও পাদ্রী দু'জনেই সতীদাহ দেখতে আগ্রহী। তিনজনেই রওনা দিলেন। অকুস্থলে পৌছে দেখেন, গঙ্গার তীর লোকে লোকারণ্য, চিতাও তৈরী হয়ে গেছে, বিধবা মেয়েটি মাটিতে বসে আছে। হ্যালীডে'র জবানিতেই বাকি অংশটুকু পড়ুন—"...আমাদের জন্য চেয়ার আনা হল, মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলাম। আমার সঙ্গী দু'জন নানারকম ভাবে বিধবা

মেয়েটিকে বোঝাতে লাগলেন—এটা পাপ ইত্যাদি, ইত্যাদি। মেয়েটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহ আমাদের বক্তব্য শুনল, কিন্তু তার কোন ভাবান্তর নজরে পড়লো না। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও উপস্থিত অনেকেই আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির মধ্যে একটু ধৈর্যচ্যুতির আভাস দেখলাম এবং চিতা প্রবেশের জন্য আমাদের অনুমতি চাইল। আর কিছু করার নেই দেখে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। পাদ্রী সাহেব এই সময় আমাকে বললেন—ওকে আর একটা মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন—'কি অপরিসীম কষ্ট ওকে সহ্য করতে হবে তা' কি ও জানে?' মেয়েটি আমার পায়ের কাছেই বসেছিল। প্রশ্ন শুনে একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, বলল—'একটা লম্ফ (প্রদীপ) আনুন'। প্রদীপ আনা হল। সে নিজেই তা'তে ঘি ঢেলে, সলতে লাগিয়ে, জেলে দিতে বলল। প্রদীপটি জ্বালানোর পর আমার দিকে একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডান কনুই মাটিতে রেখে অবলীলাক্রমে একটি আঙুল প্রদীপের শিখার ওপর ধরল। ধীরে ধীরে পুড়তে লাগল আঙুলটা, ফোস্কা পড়ল, কালো হয়ে গেল—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে, পাখির পালক আগুনে ধরলে যে রকম হয়ে যায় ঠিক সে রকম বিকৃত হয়ে গেল। এই সময় একবারও সে এতটুকু নড়ে নি, কোন আওয়াজও করেনি কিংবা তাঁর মুখের কোন পরিবর্তনও হয় নি। একেবারে নিস্পৃহ। আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি? সন্তুষ্ট?' আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ'। 'আমি এখন চিতা প্রবেশ করতে পারি?' আবার জিজ্ঞাসা করল। আমার সম্মতি পেয়ে চিতার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। চিতা প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু, দৈর্ঘ্যও ঐ রকম, প্রস্থ ফুট তিনেক। হাল্কা ডাল-পালা ও কাঠের টুকরো সাজিয়ে চিতা তৈরী। দু-তিনবার চিতা প্রদক্ষিণের পর চিতায় গিয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটি—কাত হয়ে, গালের নিচে হাত, যেন ঘুমোবে। ঝোপ-ঝাড় দিয়ে এবার তাঁকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হল। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে যাতে সহজেই চিতা ত্যাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গিগণ মেয়েটিকে মোটা মোটা বাঁশের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেলে আমি বাধা দিলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা তা' মেনে নিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, এটি ছিল অনুমরণ প্রথা। বিধবার ছেলে, বয়স প্রায় ৩০, এগিয়ে এসে চিতায় আগুন লাগিয়ে দিল। মনে হয় চিতার ওপর প্রচুর ধুনো ও ঘি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হল, তারপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। আমি কিছুক্ষণ চিতার বেশ কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কোন

আওয়াজ শুনি নি কোন নড়াচড়াও চোখে পড়ে নি। যতক্ষণ না গোটা চিতাটা জ্বলে উঠল ছেলেটি চিতার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নদীর তীরে ছুটে গিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলো। এইভাবেই শেষ হয়ে গেল 'হুগলী জেলার শেষ আইনসঙ্গত সতীদাহ'। (সি ই. বাকল্যাণ্ডের লেখা 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেঃ গভর্নরস'-বই থেকে গৃহীত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬০-৬২)।

বলপ্রয়োগে সতীদাহ: ওয়ার্ডের চোখে॥ ছেলের কাছে কাতর অনুনয় করেও কিভাবে বর্তমান ২৪ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামের কোন এক মা নিজের জীবন বাঁচাতে পারেন নি, তাব এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন ওয়ার্ড সাহেব তাঁর গ্রন্থে। সতীনের ছেলে নয়, নিজের পেটের ছেলে! প্রচণ্ড প্রসববেদনা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যে মা ছেলেকে পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন, সেই ছেলে মাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আগুনের মুখোমুখি! ১৭৯৬ সাল। মজিলপুরে বাঞ্ছারাম নামে একজন ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। স্ত্রী সহমরণে যাবেন স্থির হল। আনুষ্ঠানিক সকল কাজকর্মের পর বিধবা স্ত্রীকে চিতার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। ছেলে মুখাগ্নি করলেন পিতার ও চিতার। কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার রাত —বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। আগুনের আঁচ লাগতেই চিতার ওপর ছটফট করে উঠলেন জীবিতা স্ত্রী। তিনি তো মরতে চান না। আগুন তখন ভালভাবে জ্বলে নি। হঠাৎ কিভাবে কি হল—দড়ির বাঁধন গেল খুলে। চিতা থেকে হামাগুড়ি দিযে বেরিয়ে এলেন মহিলা। কোথায় পালাবেন? চারিদিকেই ধর্মাকাঙ্ক্ষীদের বেষ্টনী। পাশেই একটা বড় ঝোপে লুকিযে পড়লেন নারী। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলের খেয়াল হল চিতার উপর তো মাত্র একটিই শব! আরেকজন গেল কোথায়? খোঁজ খোঁজ রব পড়ল চারিদিকে। শেষ পর্যন্ত ছেলের হাতেই ধরা পড়লেন মা। তা বলে মায়ের নিস্তার নেই। টেনে হিঁচড়ে মাকে ঝোপ থেকে বের করলো ছেলে। 'যাও, এখুনি গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দাও'—ছেলের আদেশ। কান্নায় ভেঙে পড়ে মা, আবেদন জানায়—'ওরে! ছেড়ে দে আমায়। আমি আগুনে পুড়ে মরতে পারব না!' 'তাহলে জলে ডুবে মর গিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দাও। আমার যে জাত যাবে!'—ছেলের অমোঘ কণ্ঠ। জাতের ভয়ে মাকে ভিক্ষা দিতেও সে নারাজ। কিন্তু মৃত্যুকে যে বড় ভয় ব্রাহ্মণ-পত্নীর। তিনি কিছুতেই মরতে রাজি হলেন না। তখন তাঁর ছেলে ও অন্যান্যরা তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চিতার অগ্নিকুণ্ডে। কিছুক্ষণেই সব শেষ।

জে. ডব্লিউ. ম্যাসি তাঁর 'কণ্টিনেণ্টাল ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের 'ভলিয়্যুম ৪/পৃঃ ১৭৫' এ লিখেছেন :—"...গলিত দন্ত, পলিত কেশ, লোলচর্ম, চলচ্ছক্তিহীনা অশীতিপর বৃদ্ধা, যে আর কিছুদিন মাত্র এই ধরাধামে জীবিত রহিত তাহারও এই অগ্নি পরীক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার ছিল না। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপাল ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়স্কা সহধর্মিণী এই অগ্নিপরীক্ষা দিয়া জলচ্চিতারোহণ করেন..." (অনুবাদক : কুমুদনাথ মল্লিক/১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

পরিব্রাজক তাভেরনিয়ের তাঁর "ট্রাভলস্ ইন ইণ্ডিয়ো" (ভলিয়্যুম-২ পৃঃ ২০৯-২২০) বর্ণনা করেছেন— "...তখন বংলাদেশে সতীদাহের বহুল প্রচার ছিল, দূর দূরান্তর হইতে এমন কি ১৫।১৬ দিনের দূর পথ হইতে গঙ্গায় মৃতদেহ বহন করিয়া আনা হইত ও তথায় সতীদাহ সম্পন্ন হইত। এই দূর পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবার কালে সতী চিতাসজ্জার কাষ্ঠভিক্ষা করিতে আসিতেন—Throught the length of the Ganges and also in All Bengal there is a little fuels there, poor women send to beg' for wood out of charity to burn themselves,...যে সকল হিন্দুললনা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে পারিতেন না, তাঁহারা পথিককে জলদান বা অগ্নিদান প্রভৃতি দানকার্যে ও অতিথি সেবায় জীবনপাত করিতেন, তাঁহারা আহার সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতেন যে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। গো, গোবৎস বা মহিষের ভুক্তাবশিষ্ট বা জীর্ণাবশিষ্ট কিছু সংগ্রহপূর্বক তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেন !..." (অনুবাদক—কুমুদনাথ মল্লিক/১৩২০ বাং সন)।

সতীকাহিনী ও জব চার্নকের কথা :—১৮৩২ খ্রীঃ অঃ কলকাতায় প্রকাশিত ডি. এল. রিচার্ডসনের লেখা বই 'The Orient Pearl' এ জব চার্নকের সতী বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে কোন এক নারী ছিনিয়ে নিয়ে এসে বিবাহ করেছিলেন বলে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, পাটনাবাসিনী মেয়েটির নাম 'লীলা'। লীলা কাশীবাসী এক সুবিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিতের বাকদত্তা স্ত্রী ছিলেন। যে সময় ঐ পণ্ডিতের পাটনায় আসিয়া লীলার পাণিগ্রহণ করা স্থির ছিল, ঠিক সেই সময় লীলার ১৫ বৎসর বয়সে ১৬৭৮ খ্রীঃ একদিন কাশী থেকে ঐ পণ্ডিতের মৃত্যুসংবাদ ও তৎসহ লীলার সহমরণের আদেশ নিয়ে দূত এলেন।

লীলার পরিবার তাঁকে অনুমরণের জন্য প্রস্তুতও করলেন। কথিত আছে, পাটনায় তদানীন্তন কোম্পানি কুঠির বড়সাহেব জব চার্নক ইতিপূর্বে লীলাকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। তাই যখন শুনলেন লীলা অনুমরণে যাচ্ছেন, তিনি তখন শ্মশানে গিয়ে চিতা থেকে লীলাকে উদ্ধার করেন ও পরবর্তীকালে বিবাহ করেন। তাদের অনেকগুলি সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। বলপ্রয়োগে লীলাকে উদ্ধারের কথা কলকাতার St. John's Church-এর Pilot Townsend নামক জবের পার্শ্বচর এক সৈনিকের লেখা সমাধিস্তম্ভের শিলালিপিতে আছে —শিলালিপির একটি অংশ,

> Shoulder to Shoulder Job my boy
>
> Into the crowds like a wedge
>
> Out with your hangers, messmate
>
> But do not strike with the edge
>
> Cries Charnock- 'Scatter the faggots'
>
> Double than Brahmins into two
>
> The tall pale widow is mine
>
> Job the little brown girl's for you'

Mr. Holwel তাঁর লেখা বই 'Interesting Events', Page 100, Part II-তে লিখলেন—'It is correctly said and believed that wife of Mr. Job Charnock was by him snatched from this sacrifice.' Also vide 'History of the administration of East India Company' by J. W. Kaye, p. 529 & Early Records of British India' by Wheeler, p. 189.)

এ বিষয়ে কিন্তু ১৯১২-১৩ সালে বেশ একটি বিতর্ক পাকিয়ে ওঠে। হিন্দু পেট্রিয়টের একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে ১২ই অগাস্ট, ১৯১৩ 'Daily news' লিখেছেন —

Job Charnock's Sati,

An old myth.

Old myths die hard! In the course of an article on J. C., the founder of Cal., the Englishman gives a fresh base of life to the long exploded fiction that Charnock married a

beautiful Hindu widow whom he had rescued from Sati. She was no Hindu widow nor was there any rescue from the funeral pyre. She was merely a 'Kahar' woman whom Job had picked up at Patna and who eventually eloped with him and became the mother of his children. She sleeps side by side with her long suffering Job in St. John's Church yard and the 17th century Monument which protects her remain is about the oldest piece of building to be found in Calcutta. It was the practice of Job to sacrifice a cock on her tomb on the anniversary of her death - a practice upon which Sir W. Hunter has founded a surmise that she probably belonged to the sect of Pabelch-Pir-Kahar who are half Hindu & half Mohammedan. / Regarding Mr. Charnock William Hedges, who was the predecessor of Job Charnock in the post of British Agent in Hugli, writes under date, (the last December 1882, in his Diary published by the Hakluyt Society). I was further informed by this and divers other persons that when Mr. Charnock lived at Patna, upon complaint made to the Nabab that he kept a Gentoo's wife (her husband being still living on but lately dead) who was run away from her husband and stolen all his money and jewels to a great value, the said Nabab sent 12 soldiers to seize Mr. Charnock but he escaping (or bribing the men) then took his Vakeel and kept him 2 months in prison, the soldiers lying all this while at the factory gate till Mr. Charnock compounded the business for Rs. 3000 in money, 5 pieces of Broad cloth and some sword blades.

যাই হোক, এই ভারতীয় নারী জব চার্নকের ধর্মপত্নীরূপে খ্রীষ্টীয় সমাজে স্বীকৃতা হয়েছেন। জব চার্নকের জীবনে তাঁর প্রভাব অপরিমেয়। জবের সহধর্মিণী লীলার গর্ভে তিনটি কন্যা ও দুটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁর তিন

মেয়েরই অভিজাত ইংরেজ পরিবারে বিবাহ হয়েছিল। বড় মেয়ে মেরীর সঙ্গে বিয়ে হয় স্যর চার্লস আয়ারের, মেজ মেয়ে এলিজাবেথ বিবাহ করেন শিল্পপতি উইলিয়ম বেলিজকে, ছোট মেয়ে ক্যাথারিন বিয়ে করেন কোম্পানির কাউন্সিলের বিশিষ্ট সদস্য জোনাথন হোয়াইটকে। প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে লীলা অবিস্মরণীয়া। নানা দলিল-পত্রের ছিন্ন স্তূপের ভিড়ে উপেক্ষিতা লীলার কাহিনী হারিয়ে গেছে, তবু সে কাহিনী নতুন আলোকসম্পাতে আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লীলা হিন্দু ব্রাহ্মণ দুহিতা বা কাহারণী কন্যা যাই হোন, তাঁর আভিজাত্য ও গুণ ঐতিহাসিকের বিচারে নানা ঘটনায় প্রমাণিত তথ্য। লীলার পরিকল্পনা মতই জব চার্নক কলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন করেন। লীলার প্রভাবে চার্নক হিন্দু আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। কলকাতা গড়ার প্রথম পর্বেই লীলার দেহান্ত একটি বিয়োগান্ত নাটকরূপে চিহ্নিত (১৭৯৩ খ্রীঃ অঃ)। একজন ইউরোপীয় লেখক বলেছেন,—"যথারীতি ধর্মপত্নীকে সমাধিস্থ করাই জবের একমাত্র খ্রীষ্টানোচিত কার্য"... স্যার চার্লস, কলকাতার চার্চ লেনে প্রাচীনতম গীর্জা সেণ্ট জনস চার্চের প্রাঙ্গণে "চার্নক মসোলিয়ম" নামে পারিবারিক সমাধিমন্দির স্থাপন করেন—আজও এই সমাধিগুলি বর্তমান। সপুত্রকন্যা-জামাতাসহ জব চার্নক ও লীলার মরদেহ এই সমাধিমন্দিরে শায়িত।" · Before the Moghul's war Mr. Job Charnock went one time with his ordinary guards of soldiers to see a young widow act that tragical catostrophe. By force he rescued her and conducted her to his lodging They lived lovingly many years and had several children."

"......At length she died after Charnock had settled in Calcuttta (1790 A.D.). But instead of converting her to Christianity she made a proselyte to Paganism",......The story was ready true matter of fact." (Vide : Early Records of British India, by Wheeler, p. 189 ; Calcutta Past and Present, by K. Balchandran,—P. 10 ; The Hindoosthan Review, September 1911. A. D.).

মোগল সাম্রাজ্যে সতীদাহ রদের প্রয়াস :—সম্রাট আকবর এই প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যোধপুরের রাজকুমারের মৃত্যুর পরে তাঁর

সহধর্মিণী সহমরণে যেতে চান, এই সংবাদে সম্রাট স্বয়ং দ্রুতগামী অশ্বারোহণে দিল্লীর একশো মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সতীদাহ বন্ধ করেন। (Tod's History of Rajput Tribes, vol-1).

মুসলিম শাসনকালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর সতীদাহ প্রথা বিলোপে রাজ-বিধি প্রয়োগ করেন:—"Emperor Jahangir legislated for the abolition of this practice by successive Ordinances. At first he commanded that no woman being mother of a family should under any circumstances be permitted, however willing to immolate herself, and subsequently the prohibition was made entire when the slighest compulsion was required, whatever the assurances the people might be" .. (Tod's History of the Rajput Tribes—vol. 1, p. 500). টড্ সাহেব আরও উল্লেখ করেছেন, জয়পুরের ভারতীয় নৃপতি রাজা জয়সিংহ তাঁর শাসিত এলাকায় শিশুহত্যা ও সহমরণ প্রথা বিলোপে একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, ষোড়শ শতাব্দীর এই সব বিধিবিধানে এই কঠিনতম সামাজিক সমস্যার কোন সমাধানই হয়নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে সতীদাহের প্রসার ও প্রাবল্য ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ হয়। নদীয়ার স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর 'নবস্মৃতি' গ্রন্থে এই প্রথাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করায়, সতীদাহ সংক্রামক রোগের মতই দেশব্যাপী হয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় এ সময় প্রায় মাৎস্যন্যায়ের যুগ। দিল্লীর বাদশাহ বা গৌড়ের নবাব সতীদাহ প্রথা রদে নানা বিধিনিয়ম প্রচার করা সত্ত্বেও হিন্দুগণ কাজীকে উৎকোচ দিয়ে সতীদাহের অনুমতি নিয়েছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়—বিশেষতঃ স্মার্ত রঘুনন্দনের অনতিক্রমনীয় প্রভাব বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রায় অপ্রতিহত ছিল।

দু'টি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়—(১) একদিন ভক্ত সঙ্গে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিক্রমণকালে গঙ্গাতটে অনুষ্ঠিত একটি সতীদাহ দর্শনে সবেগে ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। (২) নীলাচলে তাঁর দিব্যদেহের মহাসমাধির কিছুকাল পরে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতৃদেব পণ্ডিত শ্রীমদ্ সনাতন মিশ্র মাঘী পূর্ণিমায় দেহত্যাগ করেন,—তাঁর সহধর্মিণী, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃদেবী মহামায়া দেবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এ দু'টি ঘটনার পাথুরে প্রমাণ না থাকলেও সমকালীন নানা গ্রন্থে

ও জনশ্রুতিতে এর প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রশ্ন মনে জাগে, সনাতন মিশ্র বিশিষ্ট বৈষ্ণব আচার্য ও নবদ্বীপের অভিজাত বিশিষ্ট পণ্ডিত। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, শ্রীমন্ অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ প্রখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণের জীবিতকালেই এই শোকাবহ সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি ভাবে! বৈষ্ণব ধর্মে সতীদাহ প্রথা সমর্থিত হয়নি, এ সত্ত্বেও কি এই সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল? বৈষ্ণব আচার্যগণের অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক প্রথারূপে স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতি-পাতি প্রভাবিত নবদ্বীপে এই ঘটনা অভাবনীয় ছিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[সতীদাহ বিষয়ক শাস্ত্রবচন ইত্যাদি]

বেদ, পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন স্মৃতি ও সংহিতা সকলেও সহমরণের সবিশেষ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। স্মৃতিকারগণের মধ্যে মনুই সর্বপ্রধান। মনু প্রণীত মানব ধর্মশাস্ত্রে সহমরণের কোন উল্লেখ বা বিধি নেই। তাতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য গ্রহণই ব্যবস্থা আছে। উল্লেখযোগ্য—মনু ব্যতীত অন্য সকল স্মৃতিশাস্ত্রে সহমরণ বিধিবদ্ধ। অসংখ্য স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি প্রধান 'স্মৃতিশাস্ত্র-মত' উল্লেখ করা হচ্ছে। পরাশর সংহিতা— ৪র্থ অধ্যায়, ২৭-২৯ শ্লোক :-

মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি রোমানি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্তারং যানুগচ্ছতি।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমদ্ধৃত্য ভর্তারং তেনৈব সহ মোদতে॥

বাংলা অনুবাদ :—"স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচারীর ন্যায়ই স্বর্গলাভ করেন।• যে নারী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন, সেই নারী, মানবদেহে যে সাড়ে তিন কোটি রোম বা লোম আছে, সেই পরিমিত কাল স্বামীসহ স্বর্গভোগ করেন। ব্যালগ্রাহী সাপুড়ে যেমন গর্ত হইতে সর্পকে বলপ্রয়োগে টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃত স্বামীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করেন।"

বিষ্ণু সংহিতা—২৫শ অধ্যায়, ১৪ সূত্র :—

"... মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণং বা"—

বাংলা অনুবাদ :—"পতির মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য কিংবা ভর্তার সহগমন বা অনুগমন স্ত্রীলোকের ধর্ম।"

অত্রি সংহিতা—২০৯তম শ্লোক—অত্রি সংহিতা সহমরণে অসমর্থার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন।

"...চিতি ভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ॥"

বাংলা অনুবাদ :—"...স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে যাইয়া চিতাভ্রষ্টা হইয়া পতিতা হইলে বা রোগদ্বারা রজঃহীন হইলে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে।"

ব্যাস সংহিতা :—"মৃতং ভর্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্ত কেশা তপসা শোধয়েদ্বপুঃ॥"

(২য় অধ্যায়, ৫৩তম শ্লোক)

বাংলা অনুবাদ :—"পতিব্রতা স্ত্রী, মৃতপতির সহিত অগ্নি-প্রবেশ করিবে অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য করিবে।"

দক্ষ সংহিতার উক্তি সম্পূর্ণভাবে পরাশর সংহিতা অনুসারী :—

"মৃতে ভর্তারি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে॥"

(৪র্থ অধ্যায়, ১৯শ, ২০শ শ্লোক)

মনুসংহিতায় সহমরণের উল্লেখ নাই, বিধি-বিধানও নাই; বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন মনুসংহিতার অনুশাসন :—

"...নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পাণিং-গ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতুনামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরাস্যাতু॥

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যা ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী ত মনুত্তমম্ ॥
অনেকানি সহস্রানি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততীম্ ॥
মৃতে ভর্তারি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥"

(মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায়, ১৫৫-১৬০তম শ্লোক)

মনুসংহিতায় সহমরণের উল্লেখ এবং বিধি নেই। মনু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যেরই ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—" (উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ) স্ত্রীলোকগণের স্বামী ব্যতীত পৃথক যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত, উপবাসাদি নাই। একমাত্র পতিসেবাদ্বারা স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করেন। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোক-কামা হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে পত্নী বরং শুভ পুষ্প-মূল-ফলের দ্বারা দেহক্ষয় করিবেন, তথাপি কখনও পতিবিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয় ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারিণী হইয়া মধু-মাংস-মৈথুনাদি পরিত্যাগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতঃ পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণীর যে অনুত্তম পরম ধর্ম, তৎপালনে স্ত্রীগণ যত্নবতী হইবেন। বহুসহস্র কুমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্ব স্ব ব্রহ্মচর্যবলে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়াছেন। ঐ সমুদয় ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরে ব্রহ্মচর্যবলেই স্বর্গে গমন করেন।"

"মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে"—ইতি বৃহস্পতি। বৃহস্পতি বলেছেন,—"স্মরণ, কীর্তন, মনন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুলাদি ত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবনাতিবাহনই বিধবার প্রশস্ত ধর্ম। শ্রবণ, মননাদি দ্বারা জীবের ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং ব্রহ্মলাভের হেতু এই দেহ, ইহা কোনক্রমেই স্বেচ্ছায় নাশ করা বিধেয় নয়।"

শিখধর্মে সতীদাহ :—শিখ ধর্মগুরুগণ মূলতঃ সতীদাহ সমর্থন করেন নি। আদি গ্রন্থসাহেবে বলা হয়েছে—"হে নানক! স্বামীর মৃত্যুতে চিতার আগুনে দেহ ভস্মীভূত করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন স্বামীর ধ্যানে, তদ্‌ভাবনায় তদ্গত হইয়া পূত জীবনধর্মপালন করাই শ্রেষ্ঠতম নারীধর্ম।" কোন কোন শিখধর্ম প্রবক্তা মনে করেন,—আদি গ্রন্থসাহেব অন্যত্র বলেছেন—"পতিব্রতা বিধবা নারী

স্বামীর মরদেহের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তবে যদি তাহার মন ভগবানে ঐকান্তিক আত্মসমর্পিতা হয়, তবে তাহার সকল সন্তাপ দূর হইবে।" মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক শিখগুরু উমরদাস আদি গুরুনাথ সোহী সহমরণের সম্পর্কে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা কোন ফলবিধায়ক হয় নি। (Cunningham's History of the Sikhs, P-47 and History of Punjab, vol-1, p. 170)

বৈষ্ণব ধর্মানুশাসনে সতীদাহ:—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে গৌড়বঙ্গে অসংখ্য সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় বৈষ্ণব আচার্যমণ্ডলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সতীদাহ প্রথা সমর্থন করেন নি, কিন্তু এই প্রথা প্রতিরোধে তাঁদের সক্রিয় কোন ভূমিকাও নেই।

শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও সহমরণ কোন যুগেই সার্বজনীন প্রথারূপে স্বীকৃত হয়নি। বল্লাল সেনের কৃত কৌলিন্য প্রথার প্রসার ও গৌড়বঙ্গে মুসলিম শাসনের কালে দেশে পাশবশক্তির অভ্যুদয় 'সতীদাহ' প্রথা প্রবল হওয়ার অন্যতম কারণ। রাজপুতানা ও গৌড়বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচার ছিল না।

প্রাসঙ্গিকী : প্রথম পর্বের উপসংহার :—

ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বন্দের ভূমিকায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের (মতান্তরে তর্কালংকার) নাম অবিস্মরণীয়। ইংরেজ শাসকগণের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনে ১৮১৭ খ্রীঃ কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থাদি মন্থন করে সংস্কৃত ভাষায় নিজমত ব্যক্ত করেন সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর সেই সংস্কৃতে লেখা মূল শাস্ত্র ন পাতি পাওয়া যায় না—কিন্তু ১৮১৯ খ্রীঃ অক্টোবর সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এর সংক্ষিপ্তসার ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল ('ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধটির প্রকাশ সম্পর্কে একটি কৈফিয়ত দিয়েছেন, ১৮১৭ সালেই এই অনুবাদ লেখা হয়েছিল : উইলিয়ম কেরী স্বয়ং অনুবাদক)।

" After perusing many works on this subject th following are my deliberate and digested ideas ; Vishnoo moonee and various others say that, the husband being dead the wife may either embrace a life of abstinence and chastity or mount the burning pile ; but on viewing the whole

esteem a life of abstinence and chastity, to accord best with the Law ; the preference appears evidently to be on that side Vyasa, Sungkoo, Ungeera, and Hareeta speaking of a widow's burning say that, by burning herself with her husband she may obtain connubial bliss in heaven, while by a life of abstinence and chastity, she attaining sacred wisdom, may obtain final beatitude. Hence to destroy herself for the sake of a little evanescent bliss, cannot be her duty ; burning is for none but for those who despising final beatitude, desire nothing beyond a little short-lived pleasure. Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act and a life of abstinence and chastity as highly excellant.—In the Shastras appear many prohibitions of a woman's dying with her husband, but against a life of abstinence and chastity there is no prohibition. Against her burning herself the following authorities are found ('In the Meemangsha durshuna it is declared that every kind of self inflicted injury is sin. The Sankhya says that, a useless death is undoubtedly sinful. The killing for sacrifice commanded by the Shastras has a reasonable cause and is yet sinful in a certain degree because it destroys life. And while by the Meemangsha, either of the two may be chosen , by the Sankhya, a life of abstinence and chastity is alone esteemed lawful. But by the Vedanta, all works springing from concupiscence, are to be abhorred and forsaken ; hence a woman's burning herself from the desire of connubial bliss, ought certainly to be rejected with abhorrence.') দ্বিতীয় পর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিচিত্র ও বহুবিতর্কিত প্রাসঙ্গিক ভূমিকা বিশদ আলোচিত হবে। বিশেষভাবে স্মরণীয় মৃত্যুঞ্জয় দৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমতে বলেন—"সতীদাহ সামাজিক রীতিমাত্র, ধর্মানুমোদিত ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ নয়"।

প্রথম পর্ব : পরিক্রমা

১। তাভেরনিয়েরের চোখে সতীদাহ (১৬৪০ খ্রীঃ—১৬৬৫ খ্রীঃ)

তাভেরনিয়ের (পুরো নাম— Jean Baptiste Tavernier) ফরাসী নাগরিক ও পরিব্রাজক—জন্ম ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ভ্রমণকারী ও ব্যবসাবাণিজ্যে মণিমুক্তা-মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়ী, জহুরী। পাঁচবার তিনি ভারত পরিক্রমা করেন। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত তিনি প্রায় চষে ফেলেছিলেন। ১৬৪০—১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারত পরিক্রমায় আসেন তাভেরনিয়ের। দেশে তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল চলছে। ১৬৪৫ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার, ১৬৫১ খ্রীঃ তৃতীয়বার, ১৬৫৯ খ্রীঃ চতুর্থবার, ১৬৬৫ খ্রীঃ পঞ্চমবার তিনি ভারতবর্ষে আসেন। মোগল বাদশাহ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে তাভেরনিয়ের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন বিক্রয় করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। গৌড়ের নবাব শায়েস্তা খান্ এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। সমকালীন মোগল সাম্রাজ্যের খুঁটিনাটি তথ্যাদি বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। অনেকগুলি সতীদাহ অনুষ্ঠানের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী :—

In the kingdom of Gujarat as far as Agra and Delhi this is how it takes place : On the margin of a river or tank, a kind of small hut, about 12 feet square, built of reeds and all kinds of faggots with which some pots of oil and other drugs are placed in order to make it burn quickly. The woman being seated in a half-reclining position in the middle of the hut, her head reposing on a kind of pillow of wood and resting her back against a post, to which she is tied by her waist by one of the Brahmins, for fear that she should escape on feeling the flame. In this position she holds the dead body of her husband on her knees, chewing 'betel' all the time and after having been about half an hour in this condition, the Brahmin who has been by her side in the hut goes outside and she calls out the priests to apply the fire ; this the

Brahmins and the relatives and the friends of the woman who are present, immediately do, throwing into the fire some pots of oil, so that the woman may suffer less by being quickly consumed. After the bodies have been reduced to ashes, the Brahmin take whatever is found in the way of melted gold, silver, tin or copper, derived from the bracelets, earrings, rings which the woman had on ; this belongs to them as I have said. (Tavernier's Travels in India, Voll-II, Book III)

It should be remarked that a woman cannot burn herself with the body of her husband without having received permission from the Governor of the place, where she dwells, and those Governors who are Muhammadans, hold this dreadful customs of self-destruction in horror and do not readily give permission.

The Governor, seeing that all the remonstrances he makes to these women, who are urged to burn themselves even by their relatives and by the Brahmins, are ineffectual to turn them from the damnable resolution which they have been taken to die in so cruel a fashion, when his secretary indicated by a sign that he has received bribe, at length allows them to do what they wishes, and in a rage tells all the idolaters who accompany them that they may 'go to the devil'.........

Bengal : A woman in that country must be very poor if she does not come with the body of her husband to the margin of the Ganges in order to wash it after he is dead, and to bathe herself before being burnt. I have seen them come to the Ganges more than 20 days' journey, the bodies being by that time altogather putrid and emitting an unbear-

able odour. There was one of them who, coming from the north, near the frontier of the kingdom of Bhutan, with the body of her husband which she had conveyed in a carriage, travelled all the way on foot herself, without eating 15 or 16 days, till she arrived at the Ganges, where after having washed the body of her husband, which stank horribly and having bathed herself also, she had herself burnt with him with a determination which surprised those who saw it. I was there at the time. As through out the length of the Ganges and also in all Bengal, there is but little fuel, these poor women send to beg for wood, out of charity to burn themselves with the dead bodies of their husbands. There is prepared for them a funeral pile, which is like a kind of bed, with its pillow of small wood and reeds, in which pots of oil and other drugs are placed in order to consume the body quickly. The woman who intends to burn herself, preceded by some drums, flutes, and hant boys and dressed in her most beautiful ornaments, come dancing to the funeral pile and having ascended it she places herself, half-lying, half-seated. Then the body of her husband is laid across her and all the relatives and friends bring her, one a letter, another a piece of cloth, this one flowers, that one pieces of silver or copper, saying to her, give this from me to my mother, or to my brother......when the woman sees that they being her nothing more, she ask those present three times whether they have any more commissions for her, and if they do not reply, she wraps all they have brought in a 'taffeta' which she places between her lap and the back of the body of her husband, calling upon the priests to apply fire....... As soon as these miserable woman are dead and

half-burnt, their bodies are thrown into the Ganges with those of their husbands, where they are eaten by the crocodlies.

Coast of Coromondel: A large hole of 9 or 10 ft. deep and 25 or 30 ft. square, is dug, into which an abundance of wood is thrown, with many drugs to make it burn fast. When this hole is well heated, the body of the husband is placed on the edge, and then his wite comes dancing and chewing 'betel', accompanied by all her relatives and friends, and with the sound ot drums and cymbals. The woman then takes three turns round the hole, and at each time she kisses all her relatives and friends. When she completes the third turn the Brahmins throw the body of the deceased into the fire, and the woman having her back turned to the hole, is also pushed by the same brahmins and falls in backwards. (There all the relatives throw pots of oil...). In the greater part of the same Coromandel coast the woman does not burn herself with the body of the deceased husband, but allows herself to be interred, while alive, with him in a hole which the Brahmins dig in the ground, about 1 ft. deeper than the hight of the man or woman. They generally select a sandy spot and when they have placed the man and woman in this hole, each of these who have accompained them, having filled a basket of sand throw it on the bodies until the hole is full and heaped over, half a foot higher than the ground, atter which they jump and dance upon it till they conclude that the woman is smothered.

২। দক্ষিণ ভারতে মালাবার উপকূলে সতীদাহ ছিল না। শিখ ধর্মগুরুদের কাছে ও "আদি গ্রন্থ সাহেবে" ঐ সতীদাহের সমর্থন নেই :—"Suttee under

these conditions held its own through the Middle ages, when European observers began to supply numerous pictures of the horrors attending on the rite. But it never prevailed with the same intensity all over the Empire. For instance, it was never very popular in the Punjab. Cases occured, of course, in later times, as when, 300 women were cremated with the corpse of Suchet Singh of Kashmir, and four wives and seven concubines perished with Maharaja Ranjit Singh. As might have been expected, the rite was more common in the neighbouring hills. For instance, at the town of Nagar, in Kulu, there are many Suttee monuments, one containing as many as seventy names. But the real feeling of the people was shown in the touching verse of the Adi Granth, The Sikh scripture.

"—They are not satis who perish in the flame
O Nanak !
Satis are those who live with a broken heart."

It never extended as a well established, popular institution, fully south of the river Kistna. Pyvard de Laval, who records the burning of five or six Brahman widows at Calicut, could not have referred to the Nambutiri or Malabar Brahmans, among whom the custom was unknown. He probably meant to describe them as women from the Cancan (কঙ্কন). The case of the widow described by Pictro della Valle was probably that of a lady from the country north of the river Kistna. Dr. Burnell shows that whatever the custom prevailed in South India it was not derived from indigenous tribes, but was directly introduced by the Brahmans. This was probably the case at Vijayanagar, where numerous cases occured, and some

archaelogists identify the "Cinder mounds" at Bellary with these sacrifices. The practice again, was limitted in one way. In Madura, it was only the wives and concubines of princes who were expected to immolate themselves. These women, maintained the tradition that it was right for daughters of the old Indian royal race to do so, and some Brahmin widows followed their examples. But some princesses, like Mangammal, the famous regent, lived on and she inspite of her amours, left an honoured name. Much the same feeling extended over the Deccan and the west coast. It was in the country where Brahmanism was most powerful in Bengal and along the Ganges Valley, past Benaras and into Oudh and Rajputana that the rite was common."—("Things Indian"— W. Crooke)

৩। "Vaishnavism tended to discourage Suttee while Saktism enormously increased it......" কথাগুলি Edward Thomson সাহেবের তাঁর সতীদাহ সম্পর্কিত গ্রন্থে। রামমোহন রায বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের কঠোর সমালোচক ছিলেন ; অথচ বৈষ্ণবধর্মে সতীদাহের সমর্থন নেই। এড্ওযার্ড টমসন্ লিখেছেন (পৃঃ ৭০-৭১) : "......It is clear to me, from consideration of the district where Suttee prevailed most and from such knowledge of India and of Hinduism as I have that the custom was one which Vaishnavism tended to discourage, while Saktism enormously increased it, in spite of the fact that the Tantras (তন্ত্র) forbade it. In the strongly Vaishnava district of Vishnupur, a kingdom which existed from about A. D. 600 to the end of the Eighteenth Century and was, and is fervently Hindus with hardly a Christain in it (district) and few Mohammedans, and those uninfluential, there are traditions of Suttee, but they are vague. They only definite

one that I traced during many years of familiarty with the place was the story that supplied the germ-thought of my drama "The Clouded Mirror" (Vide Three Eastern Plays). I was told of a Suttee in the neghbouring village of Maliara about a century ago, and I heard occasionally of others dimly remembered elsewhere and I know places where a suttee must have been the orginal event that has been twisted into a different tale. When we remember that this district is scarcely a hundred miles from Calcutta, it is strange that it should be without Suttee-stones, even at the Sangam (junction) of rivers. There are Suttee-stones, but the people have forgotten what they are and explain them otherwise. But the Jungle-Mahals in which the district lay, returned comparatively few suttees in the awful records of a century ago , and Midnapur, which lies still nearer to Calcutta, returned still fewer. I am aware that the rite must have occured oftener than men now recall, and in the country districts the people have kept a name for a "Sati-āgunkhākī," - "one who has eaten fire". Where the word 'Sati' is misunderstood or an answer refused, this less sacred word will enlighten at once and bring out such records as the village memory has kept. But the rite was rare where Vaishnava influence reigned ; the Satis died most numerously in Calcutta, its suburbs and the towns that cling to its outskirts, and in Nadiya (নদীয়া), the metropolis of Bengali history and Hindu learning and enthusians. Calcutta Hinduism though cherishing a literary and sentimental fondness for Vaishnava poetry, in its deeper and fiercer currents in Sakta and worships the terrible Goddess Kali, as does Rajasthan. The great Vishnava Devotee of Rajasthan, the Queen Mira Bai,

had to leave her home and family, and live and die in exile. She was a Vaisnava from her childhood and for her religion was persecuted and driven from Chitor."

৪। Alexander Kinloch Forbes তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Rās MĀLĀ" or "Hindoo Annals in Western India"-তে লিখেছেন :—"A woman, on the death of her husband, breaks the bracelets which were placed on her arms at the time of her marriage. If she be a Brahminee she causes her head to be shaved on the tenth day after the funeral. For a whole year she mourns seated in a corner of the house ; at the end of that time her relations come 'to put an end to her mourning' and take her with them hone. If no house be open to receive her she makes a pilgrimage to Boncherajees to Prubhas, or the Nerbadda (নর্মদা). The widow absents herself from all caste entertainments. At the present day, however, in case she has not attained the age of fifteen years, her marriage bracelets are allowed to remain and she is not treated as a widow ; but when she is thirty years old, the occurrence of a death among her near relations—as for instance that of her father, or her brother, is considered as a proper season for her retirement into the state of widowhood. This widow if she be wealthy, replaces her marriage bracelets with gold ones ; if of the Rajpoot blood, she wears black clothes ; if of the Brahmin or Waneea castes, she adopts a dress of any sombre colour, unadorned by a figure. The Shastras, however, prescribe a white dress to the widow, and forbid her to use any ornaments."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তরফে সতীদাহ বিষয়ে প্রথম প্রশাসনিক তৎপরতা—সতীদাহ প্রসঙ্গে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশের কাছে ১৭৮৯ সালে শাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ব্রুক সাহেবের পত্র—কর্নওয়ালিশের উত্তর—ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রদ্বয় (আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত)—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সতীদাহ বিষয়ক ঘটনা (আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত)—শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরীর সতীদাহ-সংখ্যা নিরূপণে প্রয়াস—সতীদাহ বন্ধের জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে কেরীর আবেদন—সতীদাহ সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য জানতে গভর্নর জেনারেলের কাছে গয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এলফিন্‌স্টোনের পত্র—সতীদাহ শাস্ত্রীয় কিনা বিচারের জন্য নিজামত আদালতের প্রতি সরকারের নির্দেশ—আদালতের উত্তর সতীদাহ শাস্ত্রীয়, অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে সহমরণ অশাস্ত্রীয়—আদালতের প্রস্তাব—১৮১২ সালে বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াকপ সাহেবের আর একটি পত্র—গভর্নর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ (আদালত কর্তৃক)—সরকারের উত্তর—আদালত কর্তৃক বিধিনিয়ম প্রবর্তনের জন্য খসড়া তৈরী—১৮১৩ সালে অশাস্ত্রীয় সহমরণ বন্ধে আইনের প্রবর্তন—সরকারী অফিসারদের জন্য নিয়মবিধি—আশ্চর্যের বিষয় আইন প্রবর্তনের পর সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি—কেন? বিশ্লেষণ—সরকারী গণনা রিপোর্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার—১৮১৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সতীদাহের বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন।]

মনু সতীদাহ শাস্ত্রীয় নয় বলেছেন (প্রথম পর্ব : তৃতীয় পরিচ্ছেদ) এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণার্থে আট রকমের হিন্দু বিবাহ প্রথা উল্লেখ করেছেন। …"The Hindu law gives recognition to eight different forms of marriage" ('Manu'—Ch 3, Verse 20/ সতীদাহ' প্রসঙ্গ এই শ্লোকান্তর্গত)। মনু বলেছেন :—(1) In the Brahma form the parents invite a learned and virtuous young man and make over their daughter to the latter along with cloths and ornaments. (2) In the Daiva form, the father of the bride performs a sacrificial ceremony and the learned Brahmin who officiates in the ceremony, is not paid any *dakshina*, but is offered the

bride, properly decorated and bejewelled (সালঙ্কারা) as his fee. These two forms of securing wives are considered 'holy' and 'divine' and as such very desirable. (3) The Arsha form of marriage is based on a system of barter, in which the father of the bride receives from a young man a pair of cattle or two, in exchange for his daughter whom he weds to the latter. (4) The Prajapatya form is not attended with any solemnity or ceremony, the bride is given away to a young man of choice extolling the virtue of the married state and praying that the union may turn out to be happy and prosperous. (5) In the Asura form, which is practised by the aboriginal tribes even today and also by the backward communities, the relatives of the bride receive money from the bride-groom and there is no limit as to the amount required to be paid. The Asura form differs from the Arsha in the nature of the transaction. Whereas in the Arsha form the bride receives a pair or two of cattle, in the Asura form the bride price is settled by the parties and there is no custom controlling such exchange. (6) The Gandharva form which is marriage by mutual choice, obviates the role of the parents as the couple decide to marry without even consulting their guardians. (7) The Rakshasa from of marriage is by abducation, sometimes carefully planned and executed but sanctioned by legal code. Predatory life as well as rivalry and hostility between groups lead to constant warfare, as is the custom among the Naga tribes, and the invading group overwhelms the invaded, kill the men and carry away the women. Such conditions necessitated recognition of unions of men from the invading group with women of the invaded and thus it is made a

legal form of wedlock. (8) The last form is known as the Paisacha (পৈশাচ বিবাহ) by which even raped women have been given a social status, and the man who rapes a woman in sleep (কোন নারীকে নিদ্রিত অবস্থায় কোন পুরুষ যদি বলপূর্বক যৌন সম্ভোগ করে) or when she is incapable of protecting herself, is allowed to keep the woman as his lawful bride (কোন নারী যদি কোন পুরুষের বলপূর্বক যৌন সম্ভোগ তৃপ্তির হাত হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়,—উভয় ক্ষেত্রেই বলাৎকারে ধর্ষিতা নারী ঐ পুরুষের শাস্ত্রানুমোদিত সহধর্মিনীরূপে হিন্দুসমাজে স্বীকৃতা হন—ইহাই মনুর বিধানে পৈশাচ বিবাহ)।
—'Races and Cultures of India'—by D. N. Majumdar/ pp. 170 –173/chap –IX—'Marriage and Sex'.

প্রথম পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোগল সম্রাট আকবর সতীদাহ প্রথা বিলোপে সচেষ্ট হন। তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর সতীদাহ রদে আইনের সহায়তা নিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের পৌত্র সম্রাট ঔরঙ্গজেব আর একধাপ এগিয়ে এলেন,—তাঁর রাজকীয় আদেশে বলা হোল,—"..... in all lands under Moghul Empire of my control, never again should be the officials of my Government allow a woman to be burnt......" (according to Manucci). মারাঠা-রাজ বীর পেশোয়া বাজীরাও তাঁর এলাকায় সহমরণ নিষিদ্ধ করলেন। এইসব রাজকীয় নির্দেশ ও সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও বিক্ষিপ্ত আইন পাসের দ্বারা এই অমানুষিক প্রথার রাশ টেনে রাখা সম্ভব হয়নি—পরিবর্তে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী, ডাচ, ড্যানিশরা তাঁদের শাসনাধীন ছোট ছোট এলাকায় (চন্দননগর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর) সতীদাহ প্রথা বিলোপ বা বন্ধে আইন প্রণয়ন করলেও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৩৮—১৮০৫) সতীদাহ সম্পর্কে প্রথম প্রশাসনিক নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশনামায় বলা হল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন সকল রাজকর্মচারী তাঁদের শাসিত এলাকায় সতীদাহের উদ্যোগে 'ঐকান্তিক অমত' প্রকাশ করবেন,—কিন্তু কোন কারণেই হিন্দুগণের ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, ও সংকল্পিত

সতীদাহে বাধা দেবেন না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের এটিই পরোক্ষ এবং প্রাথমিক আদেশ ও প্রয়াস। ১৮২১ সালে সতীদাহ বিষয়ে ভারত সরকার 'ব্লু বুক' (Blue Book) প্রকাশ করেন। এই প্রাচীন দলিলের একটি অংশ সতীদাহের ইতিহাস মূল্যায়নে মূল্যবান,—"......From this valuable store-house of evidence we find that the first recorded British action in this matter took place in 1772; when a captain Jomyu Trepetty in southern India hearing that a widow was about to be sacrificed, went straight away to the spot and led her away to a place of safety......But the first deliberate was the refusal, in January 1789 of a British Magistrate to permit the performance of a suttee at Shahabad. His letter to the Governor General in Conncil, Lord Cornwallis is to terse and sensible, that it is worth preserving......" এই মূল্যবান সাক্ষ্যসমৃদ্ধ কাগজপত্রে বলা হয়েছে—১৭৭২ সালে দক্ষিণ ভারতে সেনাবিভাগের জনৈক ক্যাপ্টেন সহমরণে ইচ্ছুক এক সদ্য বিধবাকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পাঠান "... কিন্তু, ১৭৮৯ সালের জানুয়ারিতে শাহীবাদের (গয়া) ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট একটি সতীদাহ অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশকে লেখা শাহীবাদের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এম. এইচ. ব্রুক সাহেবের ২৮শে জানুয়ারি, ১৭৮৯ সালের ঐতিহাসিক ও মূল্যবান চিঠিখানি লিখনশৈলীতে, মানবিক অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে সংরক্ষণের উপযোগী এক অবিস্মরণীয় দলিল।" প্রায় দুশো বৎসরের জীর্ণ প্রাচীন এ পযন্ত অপ্রকাশিত সেই মূল্যবান চিঠি সতীদাহ ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়ের যবনিকা উত্তোলন করেছে।

Letter of M. H. Brooke Esquire, Collector, Shahabad on 28th January, 1789.—

"To the Governor General, India, Lord Cornwallis.

My Lord,

Cases sometimes occur in which a Collector having no specific orders for the guidance of his condnct is necessitated

to act from his own sense of what is right. This assertion has this day been verified in an application from the relatives and friends of a Hindoo woman, for my sanction to the horrid ceremony of burning with her deceased husband. Being imprssed with a belief that this savage custom has been prohibited in and about Calcutta, and considering the sense reasons for its discontinuance would probably be held valid through act the whole extent of the East India Company's authority. I positively refused my consent. The rites and superstitions of the Hindoo religions should be allowed with the most unqualified tolerance but a practice at which human nature shudders I cannot permit within the limits of my jurisdiction, without particular instructions. I beg, therefore, my Lord, to be informed whether my conduct in this instance meets your approbation. I am Sir, etc. Sd/-M. H. Brooke, Collector, Shahabad, 28th January, 1789. ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ব্রুক সাহেব বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশকে লিখলেন…"কখন কখন এমন কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যেক্ষেত্রে কোনরকম পূর্বনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম না থাকার দরুন জেলার কালেক্টর বা জেলা শাসককে পুরোপুরি নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হয়। এই উক্তির যথার্থতা আজই প্রমাণ হয়ে গেল। কিছু হিন্দু প্রজা একজন সদ্য বিধবাকে তাঁর স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ করার বীভৎস প্রথা অনুষ্ঠানের জন্য আমার অনুমতি চেয়েছিল। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই নিষ্ঠুর প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে মনে করে এবং কোম্পানির শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলে একই কারণে এই প্রথা বন্ধ করা উচিত মনে করে আমি এ বিষয়ে সম্মতি দিইনি।" (অনুবাদ লেখককৃত)। তিনি আরও লিখলেন—'The rites and superstitions of the Hindoo religion should be allowed with the most unqualified tolerance but a practice at which human nature shudders I cannot permit within the limits of my jurisdiction, without particular instructions. I beg, therefore, to be informed, whether my conduct in this

instance, meets your approbation.' জবাবে ব্রুক জানতে পারলেন, এক্ষেত্রে তাঁর কাজ সমর্থিত হলেও এই প্রথা বন্ধে কোনরকম সরকারী হস্তক্ষেপ কাম্য নয়—কারণ এর ফলে সতীদাহ বৃদ্ধি পাবার আশংকা বর্তমান। Lord Cornwallis's reply informed Mr. Brooke that the Govt. approved of his refusal to grant the application for permission of the suttee ; but they did not deem it advisable to authorize him to prevent the observance of it by coercive measures, or by any exertion of his official powers ; as the public prohibition of a ceremony, authorized by the tenets of the religion of the Hindoos, and from the observance of which they have never been restricted by the ruling power, would in all probability rather to increase than diminish their veneration for it, and consequently prove the means of rendering it more prevalent than it is at present.

কোর্ট ইউলিয়াম কলেজে সতীদাহ প্রসঙ্গ (১৮০৩):—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ১৮০৩ সালের ২৯শে মার্চ, মঙ্গলবার কলেজের মাননীয় পরিদর্শক এবং মহামান্য গভর্নর জেনারেল সাহেবের উপস্থিতিতে প্রাচ্য ভাষায় দ্বিতীয় বিতর্ক সভা নবনির্মিত গভর্নমেণ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঘড়িতে দশটা বাজার কিছুক্ষণ আগেই সপারিষদ গভর্নর জেনারেল, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যগণ, কলেজের কর্মসচিবগণ, গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত সহচরগণ মার্বেল হলের দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করলেন। গভর্নর জেনারেল ঘরের পশ্চিম প্রান্তে আসন গ্রহণ করলেন। মহামান্য পরিদর্শকের সামনেই কতকগুলি আসনে অধ্যাপকগণ ও বিশিষ্ট ছাত্রগণ উপবেশন করলেন। যাঁরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করবেন, অথবা পারিতোষিকাদি এবং সম্মানসূচক উপাধি লাভ করবেন এমন ছাত্রগণই সামনের সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন।

মাননীয় গভর্নর জেনারেল আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সভার কর্মসূচী ও বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু হল। হিন্দুস্থানী ভাষায় দ্বিতীয় বিতর্কের বিষয়—"হিন্দু বিধবাগণের আত্মবিনাশ"—তথা "মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর সহমরণ প্রথা মানবতাবিরোধী আচরণ এবং নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার"। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য

পেশ করলেন—(১) মাদ্রাজের ডব্লিউ. চ্যাপলিন এস্কোয়ার, বোম্বাই শহরের আর. টি. গুডউইন্ এস্কোয়ার, মাদ্রাজের আর. সি. রস. এস্কোয়ার। বিতর্ক প্রস্তাবের জুরী ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক শ্রীজন গিলক্রাইস্ট। ১৮০৩ সালের ২৯শে মার্চের এই বিশেষ ঘটনা কোনদিনই আলোচিত হয়নি। সতীদাহ আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনা এক অভূতপূর্ব সাক্ষ্য রূপে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষানবিস সিবিলিয়ন ছাত্রদের মনে সুদূর ১৮০৩ সালেই সতীদাহ প্রথা রহিতের সম্ভাবনা অংকুরিত হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে এইসব ছাত্রগণই শাসনকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সতীদাহ আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

An Account of the second Public Disputations in the Oriental Languages. Fort William College—July 25, 1803. —On Tuesday, the 29th of March, 1803 last, being the day appointed by His Excellency, the visitor for the public Disputations in the Oriental Languages, the Governors, officers, professors and students of the College assembled at nine o'clock at the New Government House.

At a little before ten, His Excellency the visitor accompanied by the Honourable the Chief Justice, the members of the Supreme Council, the members of the College, and the officers of His Excellency's suite entered the room. In front of His Excellency, seats were placed for the professors, and for such students as were to maintain the Disputations, or tc receive prizes and Honorary Rewards.

As soon as His Excellency had taken his seat, the Disputations commenced in the following order :—

Second Disputation/Disputation in the Hindoostanee Language :

Position : "The suicide of Hindoo Widows by burning themselves with the bodies of their deceased Husbands is

practice repugnant to the natural feelings and inconsistent with moral duty."

Defended by : Mr. W. Chaplin, Madras.
Chief opponent : Mr. R. T. Goodwin, Bombay.
Second opponent : Mr. R. C. Ross, Madras.
Moderator : Mr. John Gilchrist, Professor of Fort William College., Calcutta.

Prizes awarded for the disputation to students :

1. Mr. W. Chaplin............Medal and Rs. 1000/=
(Madras)
2. Mr. T. Newnham............Medal.
(Madras)
3. Mr. J. Sprott............Medal.
(Calcutta)
4. Mr. R. C. Ross............Medal.
(Madras)

"On the custom of Hindoo Widows burning themselves on the funeral pile of their husbands

১৭৮৯-এর দীর্ঘ বারো বছর পরে লক্ষ্য করি শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন। ১৮০৩ সালে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) কলকাতা ও তার চারদিকে ৩০ মাইল বৃত্তাকার স্থানে সতীদাহের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের জন্য লোক নিযুক্ত করলেন। দেখা গেল, সতীদাহের মোট সংখ্যা ৪৩৮। পরের বছর তিনি ঐ এলাকাকে দশ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক এলাকায় একজন করে বিশ্বস্ত কর্মচারী পাঠালেন—আরও নির্ভুল হিসেবের আশায়। কিন্তু প্রথম ছ'মাসের রিপোর্টে দেখা গেল সতীদাহের সংখ্যা আগের চেয়ে কম। কেরী সাহেব এই গণনা রিপোর্ট ও সতীদাহ-বিরুদ্ধ কয়েকটি শাস্ত্র বাক্য কাউন্সিলের সভ্য মি. উডনির মারফত গভর্নর জেনারেলের কাছে পেশ করলেন—উদ্দেশ্য এই অনুষ্ঠান বন্ধ করা।

"Soon after the 19th century opened the Dutch administration prohibited suttee in Chinsura, and the French

at Chandernagar and at Serampur, without making it an offence, suppressed it by administrative interference. Hindu residents in these towns had to take their widows into British territory and to get a British Magistrate's sanction before burning them.

In February 1789 Mr. M. H. Brooke, the Collector of Shahabad, forcibly prevented a suttee and reported his action. Govt. approved but told him that he must not resort to 'Coercive measures' or exercise of authority, but use private authority only. (The Cal. Rev. 1867, suttee anonymous article). In 1803 W. Carry the Missionary took a census of suttees occuring within a circle extending thirty miles from Calcutta. The returns were necessarily inadequate, but came to 438. Next year he placed ten reliable men at intervals throughout the same extent of country, each man being given a definite station and area of obsservation. They sent in monthly reports for six months. The no. of suttes reported was less, but showed that between 2 and 3 hundred widows were burnt. Carry placed these results before the Gov. Gen, Lord Wellesley who was shocked and strongly inclined to prohibit the rite. Instead, in August 1805, he submitted the matter to the Supreme Court, who replied two years later, recommending that Govt. guides its policy by the religious opinions and prejudices of the natives," [Cal. Rev. 1867]. In this way Govt. entered, on its course of vacillation and timidity which lasted for a quarter of a century." এর পরে প্রায় সাত বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ নীরব রইলেন। শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কলেট তাঁর রামমোহন জীবনীতে এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয় : ..."but one which was probably owing, at least in part to the

frequent changes in the personnel of the Govt. during the period......

১৮০৫ সালে সতীদাহ প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত হল। জানুয়ারি মাসে গয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর. এলফিনস্টোন বারো বছরের এক বালবিধবাকে এই নৃশংসতার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। ব্রুক সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এলফিনস্টোনও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সঠিক কর্তব্য কি জানতে চাইলেন। " ...Sixteen years later (1789), in January 1805, Mr. J. R. Elphinstone, a magistrate of Zillah Behar, acted in a similar way, forbidding the sacrific of a young widow of only twelve years old (who was 'extremely grateful for my interposition") but as he was 'not aware of the existence of any order or any regulation to prevent such a barbarous proceeding', and as native prejudices might cause trouble, he wrote to headquarters, requesting definite instructions on the subject. Hereupon Lord Wellesley sent a letter (Feb. 5th, 1805) to the Nizamat Adalat, the chief judicial authority in India at that time, requesting that court to ascertain the precise amount of sanction given by the Hindu Sastras to the practice of Suttee. The Nizamat sent in its reply in four months, enclosing the opinion of a Pandit suggesting certain rules for the guidance of Govt. officials which might slightly restricted the range of the practice."

১৮০৫ সালেই শ্রীরামপুরের মিশনারি উইলিয়ম কেরীকে একখানি চিঠিতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন—"ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেকটরগণ যতই দ্বিধাবোধ করুন না কেন, আমি সতীদাহকে নরহত্যার অপরাধের সমতুল্য মনে করি"—। ..... "All this time while the Government fiddled and widows burnt an intimation from one of the judges of the old Supreme Court to the effect that he would simply treat Suttee as murder, had completely prevented the practice in the limited tract

bordered by the river Hooghly and Marhatta ditch, widows might well be reduced to ashes on one side of Circular road, but not on the other, at Garden Reach but not at Chandpal Ghat, at Howrah but not in the Esplanade."

বিচলিত বোধ করলেন কোম্পানি সরকার। ৫ই ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির আদেশে বিচার বিভাগীয় প্রধান ডাউডসওয়েল নিজামত আদালতের কাছে এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বক্তব্য ও বিচারকদের মতামত জানতে চাইলেন। নিজামত আদালতের তরফ থেকে ৫ই জুন, ১৮০৫ অস্থায়ী রেজিস্ট্রার বেইলি সাহেব সরকারকে জানালেন—পণ্ডিতদের অভিমত যাচাই করে কোর্টের এই ধারণা হয়েছে যে সতীদাহ হিন্দুধর্ম অনুমোদিত। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বাধানিষেধ আছে। যেমন, যদি বিধবা রমণী গর্ভবতী, অপ্রাপ্তবয়স্কা বা ঋতুমতী হন সেক্ষেত্রে সতীদাহ নিষিদ্ধ। বিধবা নারী যদি শিশুসন্তানের জননী হন এবং তার ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত কেউ না থাকেন, তবে সেই নারী সহমরণে যেতে পারবেন না। মদ, সিদ্ধি, গাঁজা ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য সেবন করিয়ে কোন নারীকে সতীদাহে রাজি করানো অশাস্ত্রীয়। এদেশের মানুষের ধর্মমত ও কুসংস্কার সম্বন্ধে ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্টের অভিমত, এই প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করলে তা অত্যন্ত গর্হিত আচরণ হবে। কারণ এর ফলে হিন্দু প্রজাদের ধারণা হবে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এবং ফলস্বরূপ প্রচণ্ড অসন্তোষ সৃষ্টির আশু সম্ভাবনা। কোর্ট তাই কতকগুলি নিয়মবিধি প্রবর্তনের প্রস্তাব দিলেন প্রথমতঃ কোন স্থানে সতীদাহ অনুষ্ঠিত হলে সংশ্লিষ্ট স্থানের পুলিস অফিসার তৎক্ষণাৎ বিশদ খবরাখবর নেবেন। দ্বিতীয়তঃ, কোথাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ সতীদাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে পুলিস অফিসার তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবেন। তৃতীয়তঃ এ সম্পর্কে প্রত্যেক পুলিস অফিসার তাঁর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মাসিক রিপোর্ট পাঠাবেন এবং কোন ক্ষেত্রে বাধা দিলে তৎক্ষণাৎ তার কারণসহ আসল ঘটনা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে আনবেন এই মাসিক রিপোর্ট থেকে বিভিন্ন স্থানে সতীদাহের প্রাবল্য কতখানি তা জানা যাবে—যা ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের সহায়তা করবে।

Letter from the Nizamat Adalat to Government

communicating their required opinion re : prohibition of Suttees, and suggesting some instructions that may be issued to the Magistrates for preventing any legal practice of it. (June 5, 1805). Para 1—Sir,—I am directed by the Court of Nizamat Adalat to acknowledge the receipt of your letter dated 5th February last.

2. For the purpose of obtaining the information required by His Excellency the most noble the Governor General in Council, the Nizamat Adalat proposed a question to the pundits at the court ; and subsequently made a further reference to them ; the answers to which together with translations, are submitted for the information of His Excellency the Governor General in Council.

3. It appears to the Court, from the opinions delivered by the law-officers that the practice of widows burning themselves with the bodies of their deceased husbands, is founded on the religious notions of the Hindoos, and is expressly stated, with approbation, in their law. The practice, as they recognized, is voluntary on the part of the widow, and grounded on a prejudice respecting the consequent by the Hindoo law in certain circumstances, though encouraged in others ; and the administering of intoxicating drugs to women about to burn themselves is pronounced by the pundits of the court to be illegal, and contrary to usage. It does not appear that a woman having declared an intention of burning herself, but receding from it at any time before the commencement of the prescribed ceremonies, would forfeit her rank in life, or suffer any degradation in point of caste ; but it may be concluded from the answer of the law officers, that, if she recede after the

ceremonies are begun she would be an outcast until a severe penance has been undergone by her.

4. The courts are fully sensible how much it is to be wished that this practice, horrid and revolting even as a voluntary one, should be prohibited and entirely abolished. Various incitements especially that of promised happiness in another world, presented to an afflicted mind at the instant of the greatest sorrow, must too often induce a woman hastily to declare her intention of burning herself, and the fear of contempt and degradation may make her persist in the design through the very short interval which follows until its accomplishment. It cannot be doubted that persuasion is, at least sometimes, employed (though the contrary is said to be more frequent) to induce a widow to declare the design of burning herself, or to persist in it after making that declaration ; and the instance reported by the acting Magistrate of Zillah Behar, is a sufficient ground for supposing that most unwarrantable means are sometimes used to give the appearance of a voluntary act to that which the woman neither intended nor consented to.

5. The court being aware that some usages which were formerly prevalent, and which were authorized, or even enjoined by the Hindoo Law, have either gradually fallen into disuse, or been actually prohibited by Hindoo princes, thought it expedient to make enquiries, with the view of ascertaining whether this custom, though sanctioned by Hindoo Law, might not be immediately abolished, without greatly offending the religious prejudices of the people From these enquiries, conducted with caution, lest an

alarm should be excited, the court have reason to believe that the prejudices in favour of this custom, are at present so strongly impressed on the minds of the inhabitants, in most parts of these provinces, that all castes of Hindoos would be extremly tenacious of its continuance. In others, (particularly in Tirhoot) more rational opinions are prevalent; and this inhuman custom has there almost entirely ceased; while, in some districts, the usage may be considered as nearly confined to particular castes (the khetree and kayuth especially), being either discountenanced, or little practised, in the other tribes.

6. Under this information, the court apprehend that it would be impracticable at the present time, consistently with the principle invariably observed by the British Government, of manifesting every possible indulgence to the religious opinion and prejudices, of the natives, to abolish the custom in question; whilst such a measure would, in all probability, excite a considerable degree of alarm and dissatisfaction in the minds of the Hindoo inhabitants of these provinces. The courts are accordingly of opinion that, the immediate adoption of a measure of the above nature would be *highly inexpedient. It appears, however, to the* court, that hopes may be reasonably entertained that this very desirable object may be gradually effected, and at no distant period of time.

7. With this view, and for the purpose of preventing any illegal, unwarrantable and criminal practices, such as occured in the instance reported by the acting Magistrate of Zillah Behar, the Nizamat Adalat propose, should it be approved by His Excellency the Governor General in

Council, to issue instructions to the magistrates of the several cities and Zillahs to the following purport :—

"That the magistrates shall direct the police officers under their authority, to use their utmost care to obtain the earliest information whenever it is intended to burn a woman with the body of her husband.

"That the police officers be directed to take immediate measures on receipt of such information, either by repairing in person to the place where the woman may be, or by deputing one of the police officers under them, to ascertain the circumstances, and particularly the age of the woman, and whether her intention of burning herself be entirely voluntary.

"In the event of the declaration having been forced from her, or of its being retracted by her, or of her being desirous of retracting it, or of her being found to be in a state of intoxication or stupefaction, as also in the case of her youth, or her being in a state of pregnancey, which would render the intended act illegal, it will be the duty of the police officer to take the necessary measures to prevent her being burned with her husband's body ; apprising the relations, or other persons concerned. that they will be dealt with as criminals if they take further steps towards the effecting of their criminal and illegal design.

"Should no circumtances occur to require his immediate interference, he shall never the less continue his vigilance ; and in the event of any compulsion being subsequently used, or drugs administered, producing intoxication or stupefaction, it will be his duty by all means in his power, immediately to stop so criminal a procceding, and prevent its accomplishment.

"The officers in charge of the police will include in their monthly report to the magistrate, every instance which may occur within their respective jurisdictions, of a woman burning herself; and will seperately report their proceedings, in every instance in which they may interfere for the prevention of it, immediately after the case shall have occurred.

"The magistrates should give particular attention to enforce a strict observance of these instructions by the police officers under their authority.

8. The Nizamat Adalat are of opinion, that in addition to these instructions to the magistrates, it might be useful for the end proposed, to publish a notification, under the authority of Government, strictly prohibiting the practice of administering drugs productive of intoxication or stupefaction, and the use of any other illegal or unwarrantable means to procure the burning of a woman with the body of her husband; and declaring that, persons charged with offences of the above nature, will be liable to be committed for trial before the court of circuit; and, on conviction, to such punishment as the law directs.

9. The court hope that, by the adoption of the measures now proposed by them, the abuses which may have been hitherto sometimes practised, will be prevented for the future, and that after information has been obtained of the extent to which the practice is found to prevail and of the districts in which it has fallen—into disuse, or in which it is discountenanced by the principal and most respectable classes of Hindu inhabitants, it may be immediately abolished

in particular districts, and be checked and ultimately prohibited in the other parts of these provinces.

I am etc.

Fort William, (signed) WM. B. BAYLEY
5th June, 1805. Acting Registrar.

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এই পত্র পাওয়ার পর দীর্ঘকাল সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

বিশিষ্ট যৌনতত্ত্ববিদ্ ও কামশাস্ত্রবিশারদ প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ড. রিচার্ড্ লিউইনসন (Dr. Richard Lewinson) তাঁর লেখা জার্মান ভাষায় গ্রন্থ 'Eine Weltgeschichte der Sexualitat', ১৯৫৬ খ্রী. প্রকাশিত—বলেছেন —"সতীদাহ প্রথা বিধবা নারীর এক ধরনের যৌন দাসত্ব— পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর পক্ষে এই প্রথা একধরনের যৌন বিকৃতির কুৎসিত রূপকল্প।······This sounds both poetical and heroic—a sort of affineation of the mystery of wedlock and of marital fidelity stronger than the fear of death. The gesture loses something of its grandeur, however, when we reflect that it is the consequence of an unparalleled sexual slavery imposed on women by men and by society.... The cruellest of all the sexual practices known in antiquity comes from India, the land of patience and non-persistance. Suttee, the Indian practice of self-immolation by widows (this word means literally 'The virtuous women') represents the attachment (sex) of the woman to the man carried to its logical extreme. A woman who has been pledged to a man must remain with him for ever in the next world as in this, uniterruptedly. Mourning, adoration of the dead, even celibacy are not enough. A woman who has been truly devoted to her husband may not part from him, even physically. If death calls him to another world, she must go with him and mingle her ashes with his on the day on which his body is cremated. (ইংরেজী অনুবাদ

মি. আলেকজাণ্ডার মে—"সতী অ্যাণ্ড দি আর্ট অফ লাভ"—পরিচ্ছেদ / পৃঃ ৩৩-৩৭)।

পর্দা উঠলো ১৮১২ সালে। তেসরা অগস্ট বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়াকপ নিজামত আদালতের কাছ থেকে পূর্বসূরীদের মত একই প্রশ্ন রাখলেন। নিজামত আদালত পূর্বোক্ত চিঠির প্রস্তাবাবলীর পুনরাবৃত্তি করে গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রাকে চিঠি লিখলেন, সঙ্গে পাঠালেন বুন্দেলখণ্ড ম্যাজিস্ট্রেটের পত্র। তারিখ ছিল তেসরা সেপ্টেম্বর। সরকারের তরফ থেকে চীফ সেক্রেটারি ডউড্‌স্ওয়েল্ ৫ই ডিসেম্বর এই চিঠির উত্তরে জানালেন, সরকার সাধারণভাবে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চান না, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ সতীদাহ রোধে ইচ্ছুক। নিজামত আদালতের প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া নিয়মবিধি প্রণয়নের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হল। ১৮১৩ সালের ১১ই মার্চ সেই খসড়া সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হল। এপ্রিল মাসে তদনুযায়ী কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপিত হল। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার ভাষায় বলি—'The Govt. and the Sudder court were, in fact, getting into a dilemma by attempting to introduce justice and law into what was, in itself, the highest kind of illegality, the most palpable injustice and the most revolting cruelty'. (1867, page-235). অবশ্য সতীদাহের বিরুদ্ধে এই প্রথম সরকারী বলিষ্ঠ (!) পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে ১৮১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমান জেলায় একটি ঘটনায় আড়াই বছরের এক শিশুসন্তানের জননী পুলিসের বাধা অমান্য করে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিলেন। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই ঘটনা নিজামত আদালতের গোচরে আনা হয়। আদালত তাঁর বেতনভোগী পণ্ডিতদের সাহায্যে বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করে কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্টকে এক পত্রে এই ঘটনা অশাস্ত্রীয় বলে জানালেন। ১৮১৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি একটি নতুন নির্দেশ এল, কোন নারী তিনবছরের কম বয়সের শিশুসন্তান ফেলে আত্মাহুতি দিতে পারবেন না, অবশ্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে সেই শিশুর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে সেই রমণীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে কোন বাধা থাকবে না। ১৮১৭ সালে নতুন নিয়ম হল, যুগী তথা নাথ সম্প্রদায়ের বিধবায়া আত্মাহুতি দিতে পারবেন না।

সরকারী নিয়মগুলি প্রবর্তনের ফলে সতীদাহের সংখ্যা কিন্তু হ্রাস পাওয়ার

পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। রক্ষণশীল সমাজপতিরা গোপীমোহন দেব ও জয়নারায়ণ মিত্র প্রমুখ ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী নিয়মের বিকৃত অর্থ করে দেখালেন সতীদাহ সরকার অনুমোদিত ত বটেই, পরন্তু সরকার সতীদাহ অবশ্যকৃত্য ঘটনা বলে ঘোষণা করেছেন। সতীদাহ সমর্থকদের শাপে বর হল। বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন স্থানে সতীদাহের মোট সংখ্যা সরকারী হিসেব অনুযায়ী নীচে দিলাম।

স্থান	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	মোট
কলকাতা	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	১,৫২৮
ঢাকা	৩১	২৪	৫২	৫৮	১৬৫
মুর্শিদাবাদ	১১	২১	৪২	৩০	১০৪
পাটনা	২০	২৯	৪৯	৫৭	১৫৫
বেনারস	৪৮	৬৫	১০৩	১৩৭	৩৫৩
বেরিলী	১৫	১৩	১৯	১৩	৬০
মোট	৩৭৮	৪৪১	৭০৭	৮৩৯	২,৩৬৫

বিভিন্ন জেলার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে সরকারকেই দায়ী করলেন।

১৮১২-১৮১৩ খ্রীঃ নিজামত আদালতের নির্দেশে সতীদাহ বন্ধের সরকারী প্রয়াস ও আনুষঙ্গিক আইন প্রচার সত্ত্বেও কয়েক বৎসর সারা ভারতে সতীদাহ ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল। নিম্নবঙ্গে একমাসে ৬০০ সতীদাহ হল, গড়ে দশ বছরেও আগে ৬০০ হয়নি। "The court of Directors of the Hon. East India Company in a letter to the Governor General in Council, under date, London, June 1823, thus express their opinion upon the subject of partial interference". "To us it appears very doubtful (and we are confirmed in this doubt by respectable authority) whether the measures which have been already taken, have not tended, rather to increase than to diminish the frequency of the practice. Such a tendency is, at least, not unnaturally ascribed to a Regulation which, prohibiting a practice only in certain cases,

ppears to sanction it in all others. It is to be apprehended hat where the people have not previously a very enthusiastic ttachment to the custom, a law which shall explain to hem the cases in which it ought not to be followed, may e taken as a direction for adopting it in all others. It is noreover, with much reluctance that we can consent to nake the British Government, by a specific permission of he Suttee an ostensible party to the sacrifice ; we are averse ılso to the practice of making British Courts expounders ınd vindicators of the Hindu religion, when it leads to acts vhich not less as legislators, than as Christians, we abounate ..." (Parliamentary Papers Vol. 3/page 45 ; Parliamentary Papers Vol 5/ page 158 ; and Bombay Courier October, 1824/ Parliamentary Papers Vol 5/ page 242 ; Parliamentary Papers Vol 1/ page 212).

১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে সতীদাহ সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করলেন। ১৮১৯ সালের অক্টোবর সংখ্যা মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকা থেকে জানতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় লিখেছিলেন— 'মীমাংসা দর্শনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে সর্ববিধ আত্মনিগ্রহ পাপ। সাংখ্য মতে আত্মহনন নিঃসন্দেহে মহাপাপ। এমনকি শাস্ত্রানুমোদিত হলেও সংজ্ঞার্থে হত্যা কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ বলে বিবেচিত, কারণ এই হত্যা জীবাত্মাকে ধ্বংস করে। মীমাংসা দর্শন উভয় পথকে স্বীকৃতি দিলেও সাংখ্যের নির্দেশ বিধবার আবশ্যিক কৃত্য ব্রহ্মচর্য ও শাস্ত্রবিধিযুক্ত সংযম। কিন্তু বেদান্তের নির্দেশ কঠোর ভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে মুক্ত থাকা ; সুতরাং পরলোকে দাম্পত্য জীবনের অলীক সুখ কামনায় বিধবা নারীর আত্মাহুতির ঘৃণ্য প্রথা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হওয়া বিধেয়' (অনুবাদ লেখককৃত)। এই প্রথম সতীদাহ সম্পর্কে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতামত প্রকাশ্যভাবে জানতে পারলাম, যদিও তাগিদ এসেছিল চাকরিদাতার কাছ থেকে।

The Pandit of the Supreme Court (Mrityoonjay) states

that, according to the Jutta Mala Bilas "ascending the funera pile is a voluntary act and not an indispensible one". "Th alternative of leading an austere life being mentioned an any objection adverse to it, being removed by the comparisoı cited in the text, this alternative seems evidently to b recommended by the favoured side of the argument." (P. 182 "In a person who is careless about absorption and desires t obtain a paradise of temporary and inconsiderable bliss th act of *anoogaman* (following the husband) is justifiable, bu from this reasoning it appears evident that the leading of virtuous life is preferred as the superior alternative an that the act of *anoogaman* is held to be of inferior merit. (P. 182) "No difference prevails with regard to the propriet of leading life of austerity." "Not the slightest offenc attaches either to the women who depart from thei resolution of (burning) or to those who persuade them t relinquish their intentions."

If we look further into the consequences arising fron the successful exertion of European Orientalists, in transla ting Sanskrit works, in various branches of literature, int the English language, we find that the public is no longeı entirely at the mercy of the Brahmins, in the interpretatioı of the Hindoo law, and religious doctrine. For example, th translation of the institutes of Manu, by Sir William Jones which is before the public and which, to use the language oi that immortal work, is a "system of duties, religious and civil and of law, in all its branches, which the Hindoos firml believe to have been promulgated in the beginning of the tim by Manu the son or grandson of Brahma or in plain languag the first of created beings, and not the oldest only, but the

holiest of legislators, a system so comprehensive and so minutely exact, that it may be considered as the institutes of Hindoo law." (Sir W. Jone's Works. Vol. VII, P. 76, Preface).

This great legislator in prescribing the duties of widows, thus ordains: "Let her (the widow) CONTINUE TILL DEATH forgiving all injuries, performing harsh duties, avoiding every sensual pleasure, and cheerfully practising the incomparable rules of virtue, which have been followed by such women, as were devoted to one only husband"; (Chap. V, Verse 158, P. 271) and like those abstemious men, a virtuous wife ascends to heaven though she have no child if after the decease of her lord, she devote herself to pious austerity." (Ver. 160). "But a widow who from a wish to bear children, slights her deceased husband by marrying again, brings disgrace upon herself here below and shall be exchanged from the seat of her lord." (Ver. 161).

Here Manu by the expression "Let her continue till death", imperatively commands the widows to live a life of virtue, piety and austerity, discountenances her marrying again, and does not admit the idea of any such alternative as that of burning with the corpse of her husband.

It cannot be alleged that the *veda* may have justified the practice and superseded the authority of Manu since the *veda* itself declares that whatever Manu pronounced was a medicine for the soul. (Vide Sir W. Jone's Works, Vol. VII. P. 83, lines 21 and 23).

Nor can it be alleged that, Ungira and some other legislators who recommended widow burning and also profess to found their doctrines on the *veda*, should be considered

of equal authority to Manu, since on the contrary the *veda* itself in the text above quoted, the authority of which all acknowledge to be supreme, sanctions every precept of Manu, and in addition to this, Vrihaspati declares that, Manu held the first rank amongst legislators; because he had expressed in his code the whole sense of the *veda*; that no code was approved which contradicted Manu." (Sir W. Jone's Works, Vol. VII. P. 83, lines 25).

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেঁনেসার ইতিহাসে ১৮১৭ খ্রীঃ স্মরণীয় অধ্যায়। গরাণ-হাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মহামতি হেয়ার সাহেবের স্কুলগুলিতে ছাত্রর ভিড় সামলাতে নাজেহাল হচ্ছেন স্বয়ং হেয়ার। তাঁর পাল্কীর পিছনে নিত্যদিন দৌড়চ্ছে লেখাপড়ায় আগ্রহী বালকেরা—"মি. পুঁযোর স্যার, টেক মি ইয়োর স্কুল স্যার"—বালক কৃষ্ণমোহন তাঁর ঠনঠনিয়ার স্কুলের ছাত্র। রামমোহন কলকাতায় তখন সুপরিচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ও ভূমিকা ছিল না—এ যুক্তি অশ্রদ্ধেয়। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহন দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দাবিতেই রামমোহন রায় হিন্দু কলেজে প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হননি। হিন্দু কলেজ স্থাপনে তাঁর ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাসকল পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পরিক্রমা

অপ্রকাশিত একটি মূল্যবান দলিল ঃ

১। ২৯শে মার্চ, ১৮০৩ খ্রীঃ মঙ্গলবার নবনির্মিত গভর্ণমেণ্ট হাউসের মার্বেল হলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণ অধ্যাপক গিলক্রাইস্টের নেতৃত্বে 'সতীদাহ' বিষয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় বিতর্কসভার অনুষ্ঠান করেছিলেন একথা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুষ্ঠিত এই বিতর্ক প্রসঙ্গের অনুবাদ করেন ইংরেজী ভাষায় মিঃ ডব্লিউ. চ্যাপলিন :—তিনি স্বর্ণপদক ও নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার লাভ করেন। English Translation of the THESIS on Suttee by Mr. W. Chaplin :—

"...In a Society of Christians or even among civilized nation of any persuasion, one would imagine that no argument could be adduced against the position I have now laid down. To my mind, Gentlemen, it presents irresistible conviction of a self-evident truth. Althogh fully aware I possess not sufficient powers in a difficult and foreign language to do ample justice to the present subject, I shall endovour to remove any doubts that may remain in your minds ; and I feel perfectly convinced that when you have deliberately weighed all the pernicious consequences of the practice to which I allude, your ideas will perfectly coincide with mind regarding its injustice, barbarity and immorality.

The matrimonial state in all civilized countries implies such a reciprocity of mutual good offices and endearing sacrifices between the husband and wife, that every principle of equity seems evidently to have been violated when we find that the helpless female alone is devoted to destruction on the death of her spouse.

The chief design of marriage in civil society is in every way adverse to this sacrifice, whether it be compulsory or voluntary. If the protection of his offspring be an act of common justice in the father, enfroced by the laws of every well-regulated state, certainly when necessiated by death to surrender up that trust, his wife is doubly bound to exert herself in fulfilling all the duties of a good parent. Even the Moosulman, whose oppression of woman is proverbial, have never yet carried their tyranny beyond the pale of life, by consiging the widowed relict to an untimely grave.

On the head of injustice, then Gentlemen, I do not apprehend that it is necessary to take up more of your time.

Laws and customs of many nations may be found which fall far short of the morality inculcated by the religion of our saviour ; but still there are few, if any, whose tendency is so barbarous as the immolation of a wife at the shrine of her departed Lord. It is in fact impossible to reconcile it with the idea of civilization and humanity ; we must therefore, suppose it originated in that state of barbarism, when mankind were either strangers to all the nobler feelings of the soul, or allowed them to be perverted by a sanguinary religion, which in the course of ages has stiffed the voice of nature in those very domestic walks of life, where affection had rendered it most amiable. We may search animated creation in vain for a similar instance of depravity. I may surely therefore be allowed to term that action barbarous in the extense which would disgrace even the nature of brutes, shall man then, a rational animal to whom religion has taught benevolence and humanity, shall he I say, under the flimsy veil of religious duty, persist in the murder of a disconsolate widow, a mother, sister or a friend ? Nay, with a glow of transport shall be triumph in the commission of an enormous crime ? I start with horror at the thought and fervently implore the pitying eye of heaven to prevent in furure, by the diffusion of religious truth, a custom so truely iniquitous and abominable.

That it is a custom repugnant to the natural feelings, is evident, when we consider that by its evil consequences, the bonds of maternal affection are torn asunder ; and that the pleasing and hopeful scene which displays a kind mother engaged in training up her beloved infants in the practice of religion and moral duty, is prematurely clouded by the gloom

of a funeral pile. It is not reason which leads the window to this sacrifice, for reason could never sanction a practice so glaringly inhuman. No, it is in the bosom of superstition alone, that such horrors could have been engendered. It is the Voice of the Brahmin, that unfeeling priest of an idolatrous religion, celebrated in other respects for his charity and benevolence, which enjoins her to this practice, allows her no leisure for consideration, no time to overcome the despair attendant on the loss of a beloved husband. Do I address a heart which does not join me in deprecating the sacrifice of so many innocent females annually devoted to this detastable ceremony ? If you be man, I can hardly doubt your humanity ; if Christians, that were impossible. I want words to express my utter abhorrence of such crimes ; the atrocity of which is aggravated by the endeavour of the priest to cloak them under the sacred sanction of a religion and law. But alas ! how iniquitous that ordinance which to preserve a purity of morals, impiously over-turns the grand sentiment of self-preservation, which God hath implanted in our natures, probably as a bar to the inhuman practice of suicide.

It is to be wished that some means could be discovered to check the prevalence of a custom so immoral and destructive. Great would be the triumph of reason and humanity and glorious to our age and nation, could any plan be suggested, which might tend to so desirable an event. Experience, however, teaches how difficult it is to remove prejudices once firmly rooted in the mind. If anything ever could succeed amongst a people so much the slaves to bigotry and superstition, it must be the divine influence of the Chirstian

religion. But time alone can effect this great object, and it would be equally unjust and impolitic to make use of power to deprive men of the enjoyment of religious freedom. Mildness and persuasion in such cases, are the only powerful advocates with the mind, which revolts against every species of violence in matters of faith and conscience, that are supposed to be connected with the eternal felicity of mankind.

To add more would be unnecessary as I feel convinced that your mind must be impressed with nearly the same sentiments as my own on this subject. I am now impatient to hear what arguments my opponents can have devised against the truth of proposition. ["Primitiae Orientales—Calcutta-1803]

২। ১৮১৬ খ্রীঃ প্রকাশিত "Manners and Customs of the people of India" গ্রন্থে গ্রন্থকার A. Dubois লিখেছেন,—"...সিথিয়ানদের সঙ্গে হিন্দুর সতীদাহের বিস্তর ফারাক। কিন্তু, থ্রেসিয়ান্‌দের অন্ত্যেষ্টিপ্রথার সঙ্গে প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নিঃসংশয়ে বৈদিক যুগে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না;—আমার মনে হয়েছে, এ প্রথা বৈদিক রীত্যনুযায়ী হলে ব্রাহ্মণেরা কখনই প্রথা থেকে মুক্তি পেতেন না।......The Brahman women no longer continue the practice of burning themselves alive with the bodies of their husbands. This custom is relinquished to other castes, as well as many others which require the endurance of bodily pain.........

পাদটিকাঃ (১) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের এই বিতর্কসভার (১৮০৩ খ্রীঃ) মূল্যবান তথ্য পূর্বে কোন গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হয় নি। ফোর্ট উইলিয়ামের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য তথ্য কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংরক্ষণ বিভাগে" সংরক্ষিত রয়েছে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় আমার সহযোগী তরুণ গবেষক শ্রীমান দেবব্রত রক্ষিত এই দুষ্প্রাপ্য তথ্য খুঁজে বার করেছেন এবং ইতিহাসের একটি মূল্যবান ঘটনার পুনঃপ্রকাশে সহায়তা করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[রাজা রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমন ও তাঁর মানসিকতার ক্রমবিবর্তন—রামমোহনের নেতৃত্বে সতীদাহ আন্দোলনের শুরু—ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ—সতীদাহ উচ্ছেদ কামনায় রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থ স্বামীর লেখা চিঠি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত—সতীদাহের বিপক্ষে রামমোহনের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ—বইটির আলোচনা—ইংরেজী অনুবাদ—রক্ষণশীল গোষ্ঠীর উত্তর-পুস্তিকা 'বিধায়ক নিষেধের সম্বাদ' প্রকাশ—বইটির আলোচনা—রামমোহনের প্রত্যুত্তর—দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ—আলোচনা, অনুবাদ]।

ভারতীয় সংস্কৃতি-ধর্ম-সাহিত্য-ইতিহাসের পাতায় চিরায়ত অমর নাম রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৪-১৫ সালে উনবিংশ শতাব্দীর তমসাবৃত কলকাতায় তাঁর স্থায়ী আবির্ভাব। সেই মহৎ আবির্ভাব যেন আশ্চয সেই মন্ত্রধ্বনিতে মুখরিত—

"ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সতং বদিষ্যামি তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতুমাম্। অবতুবক্তারম্।"

"· মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন, বরুণদেব সুখপ্রদ হউন, অর্যমা সুখবিধায়ক হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন, বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদিগের সুখপ্রদায়ক হউন। ব্রহ্মরূপী (পরোক্ষ) বায়ুকে নমস্কার, হে বায়ু (প্রত্যক্ষ), তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, তোমাকে ঋতস্বরূপ বলিব, তোমাকে সত্য-স্বরূপ বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন। বক্তাকে রক্ষা করুন। (১/১, তৈত্তিরীয়ো-পনিষৎ)।........."

উনবিংশ শতাব্দীর সেই 'বাবু কলকাতা'—"যেখানে সন্দেশের গোল্লার উপর ফরাস বিছাইয়া বৈঠকী সঙ্গীতের আসর বসে,—শোভাবাজারে ক্লাইবের

মুন্সী রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব-বিবির সান্ধ্য মজলিসে খানা পিনার নিত্য সমারোহ,—পাথুরিয়াঘাটার বাবু খেলাৎ ঘোষের ভবনে নিত্য রাতে বাঈজীর নূপুর নিক্কনে গঙ্গার তটভূমি প্রতিধ্বনিত হয়,—(প্যারীচাঁদ মিত্রের ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত)—ঘড়ির কারিগর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী, কলকাতায় নবাগত (১৮০০ খ্রীঃ) তরুণ ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) বাবুদের ঘরে ঘরে যাতায়াত করেন,—স্বপ্ন দেখেন এ দেশের নবজাগৃতির।" ভারতপ্রেমিক হেয়ার একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় সেদিন আগ্রহাকুল। এই পটভূমিকায় রামমোহনের কলকাতায় স্থায়ী আগমনের কথা মনে রাখা দরকার।

"······The German name for Prince is Furst in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight, the last in flight, such a 'Furst' was Rammohan Roy, a true Prince, a real Raja···"

রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) চরিত্রের বিশালত্ব পরিমাপ করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার ('মোক্ষমুলর'—স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ করতেন বাংলায়) সাহেবের এই বিশ্লেষণ যথার্থ সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের প্রথম সোজা মেরুদণ্ডের পুরুষ ছিলেন রাজা। জড়তাগ্রস্ত মধ্যযুগীয় সমাজে প্রাণচাঞ্চল্যের স্পন্দন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল বিদ্রোহ,—বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি সমাজের যা কিছু দূষিত, গলিত, পূতিগন্ধময় তার প্রতি—যা কিছু জীর্ণ-শীর্ণ তার বিরুদ্ধে ছিল রামমোহনের প্রচণ্ড আক্রমণ। এই সংগ্রামে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। দেশের অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকেই রক্ষণশীল মনোভাব আঁকড়ে ধরে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, দু'বার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছিল। রক্ষণশীলদের প্রচারে ভুলে স্বদেশবাসীও তাঁর কার্যপ্রণালীকে সমর্থন জানান নি,—কিন্তু অবিচলিত রামমোহন তাঁর নতুন চিন্তাধারাকে সঙ্গে করে দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলেছিলেন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে"—ব্রতে ব্রতী রামমোহন আমাদের অন্ধকার জীবনে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বালতে চেয়েছিলেন, এবং সক্ষমও হয়েছিলেন। আজ নতুন ভারতবর্ষের আত্মায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে যে অন্তঃসলিলা আধুনিক প্রাণচেতনা তার সূচনা রাজা রামমোহন রায়ের

আবির্ভাবে।" ("বিচিন্তা ভারতী"—পৌষ-চৈত্র, ১৯১৯ / "রামমোহন ও তুহফত"—গোরাচাঁদ মিত্র/পৃঃ ২৭৪-২৭৯)।

রামমোহন পূর্ববর্তী যুগ আজ অতীতের দুঃস্বপ্ন। সে যুগের সঠিক চিত্র কল্পনায় উপস্থাপিত করা অত্যন্ত দুরূহ বলে আমরা সেই কালকে ভুলে গিয়ে নিজেদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবন অনুধ্যানে ব্যাপৃত হই। এ ভুল শোধরাবার সময় আজ এসেছে।

রামমোহন-পূর্ব যুগে ভারতবর্ষ যেন পরিণত হয়েছিল জড় প্রস্তরখণ্ডে। চরৈবেতি মন্ত্রকে সে করেছিল বাক্সবন্দী। হারিয়েছিল আত্মবিশ্বাস। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক ব্যভিচার ও রাজনৈতিক কুশাসনে ভরে গিয়েছিল দেশ। সেই মাৎস্যন্যায়ের দিনে মধ্যযুগীয় অচল কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে ভারতবাসীর অন্তরে জ্ঞানের অনির্বাণ শিখা জ্বালাতে চেয়েছিলেন তিনি। সত্যকে জানবার ও জানাবার স্পৃহা নিয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর উন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্ট হয়েছিল নতুন প্রাণস্পন্দন। বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে যে নবসৃষ্টির উন্মাদনার জোয়ার বইছে তার আদিপুরুষ হলেন রামমোহন।

সংস্কারকরূপে রামমোহন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। ধর্মের সংস্কার না হলে সমাজের সংস্কার হওয়া সম্ভব নয়, রামমোহন তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে হিন্দু ধর্মের সংস্কার প্রচেষ্টা দিয়ে তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের শুরু। নিজে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র ও আচারবিধির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল বাল্য বয়সেই। এজন্য নিজের ধর্মের দোষত্রুটিগুলো তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। অনেকের ধারণা, ধর্মসংস্কারক রামমোহন সংস্কারের নামে হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এই অমূলক ধারণার প্রতিবাদ-স্বরূপ রামমোহনের আত্মজীবনীমূলক পত্রের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি। রামমোহন লিখছেন—"আমার সমস্ত বিতর্কে আমি কোনদিন হিন্দু-ধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ।" এখন দেখা যাক, রামমোহন হিন্দুধর্ম বিষয়ক

কি কি কাজ করেছিলেন—প্রথমতঃ, ১৮০৩-৪ সালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 'তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ প্রকাশ। এই গ্রন্থ রচনায় কোন শাস্ত্রভাবনাই তাঁর মনে স্থান পায়নি। ১৮১৫ সালে তাঁর কলকাতায় আগমন এবং বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ। তারপর তিনি ১৮১৬ সালে কেনোপনিষৎ ও ঈশোপনিষৎ, ১৮১৭ সালে কঠোপনিষৎ ও মাণ্ডুকোপনিষৎ এবং ১৮১৯ সালে মুণ্ডকোপনিষৎ-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। মুণ্ডকোপনিষৎ ছাড়া অন্যান্যগুলির ইংরেজী তর্জমাও তিনি করেন। ইতিমধ্যে রক্ষণশীল পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিষয়ক বিতর্কও পুরোদমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই শাস্ত্র অনুবাদ ও বিতর্কের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য ছিল, এতদিন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যা ছিল তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা এবং এই শাস্ত্রানুশীলনে সাধারণ মানুষ যাতে আসল সত্য কি তা জানতে পারে। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার গোঁড়ামির কোনগুলি শাস্ত্রানুমোদিত বা অননুমোদিত তা সাধারণ দেশবাসী যেন বিচার করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি ইংরেজী বেদান্তসার গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই কৈফিয়ত দিচ্ছেন—"My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry which more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them to contemplate with devotion in unity and omnipresence of nature's God.

"হিন্দুর বিশেষ পৌত্তলিক ধর্মাচার অন্যান্য ধরনের পৌত্তলিক ধর্মাচারের সঙ্গে তুলনায় সমাজ-বন্ধনের পক্ষে আরো বেশি হানিকর; হিন্দু পৌত্তলিকদের সেই সব অস্বস্তিকর, শুধু অস্বস্তিকর নয় ক্ষতিকর, আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনা, আর দেশবাসী হিসেবে তাদের জন্য মমতা আমাকে বাধ্য করেছে তাদের এই ভুলের স্বপ্ন থেকে জাগাবার জন্য সব রকমের চেষ্টায় তৎপর হতে, আর তাদের যে ধর্মশাস্ত্র (মূল) তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অধীশ্বর তাঁর একত্ব ও সর্বত্রবিদ্যমানতা অনুরাগের সঙ্গে ধ্যান করতে তাঁদের সমর্থ করতে" (অনুবাদ—কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার নব জাগরণ, পৃঃ-৯)। সর্বোপরি, রামমোহনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্ম-

সংস্কারের মাধ্যমে স্বদেশবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে যেন দেশের প্রতিটি মানুষ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে,—রাজনৈতিক চেতনা যেন তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এর ফলে তাদের সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনাও ত্বরান্বিত হবে। ১৮২৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারি এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখছেন—"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindoos is not well-calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise......It is, I think necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort." ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান সকলকে একই পতাকাতলে সম্মিলিত করার জন্য রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজ বা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এক এবং অদ্বিতীয় সেই পরম ব্রহ্মকে উপাসনার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানালেন। রামমোহনের আশা ছিল, সকলে এক ঈশ্বরের উপাসক হলে সেই একতাবদ্ধ শক্তি দূর করবে আমাদের সকল সামাজিক গ্লানি—আর্থিক দৈন্য। এর চেয়ে বড় স্বদেশের হিতকামনা কী হতে পারে ?

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁকে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। সতীদাহ প্রথার অমানুষিক বীভৎসতায় সেদিনের ভারতবর্ষ লাঞ্ছিত। রামমোহন সেদিন নারীত্বের এই অপমান নীরবে সহ্য করতে পারেন নি। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করলেন সতীদাহবিরোধী কয়েকটি পুস্তিকা। শাস্ত্র ও যুক্তির ধারালো অস্ত্রে সতীদাহ প্রবর্তকের সমস্ত যুক্তি ছিন্নভিন্ন করে ভারতবর্ষের নারীকে মুক্তির পথ দেখালেন তিনি। ১৮২৯ সালে আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হল। জয়লাভ করলো দশ বছরব্যাপী রামমোহনের অক্লান্ত পরিশ্রম।

তৎকালীন পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী ছিলেন চরম অবহেলার পাত্রী।

পুরুষের কাছে তাঁরা অল্পবুদ্ধি, ধর্মভয়শূন্য, অস্থিরচিত্ত ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হতেন। কিন্তু নারীকে এ বিশেষণে ভূষিত করতে রামমোহন রাজী ছিলেন না। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে ভারতীয় নারী যে পুরুষের সমকক্ষ, তা প্রথম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন রামমোহন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, নারীমুক্তি আমাদের উন্নতির অন্যতম একটি সহায়। পরবর্তীকালে আর এক মহাপুরুষ, স্বামী বিবেকানন্দ হরিপদ মিত্রকে এক চিঠিতে লিখছেন—"আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচবে না।" প্রাচীন শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে রামমোহন প্রমাণ করেছিলেন, মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রের মত বিধবা নারীরও সমান অধিকার। ভারতবর্ষের নারী আজ যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত সেজন্য নারীসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের অবদান অনেকখানি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে দেশবাসীকে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা দিতে হবে। গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে রামমোহন অভিমত দিচ্ছেন, এদেশের মানুষের অন্তরে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করাই যদি ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে 'প্রাচীন সংস্কৃত' প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে ভারতবাসীকে প্রাকৃত বিজ্ঞান, অঙ্ক শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিতে শিক্ষা দেওয়া হোক। পাশ্চাত্যের নবীন জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করা হোক তাদের জন্য। শেখানো হোক নতুন যুগের নতুন বাণী। রামমোহন কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল কামনায় তাদের মানসিক উন্নতির জন্য প্রকৃত শিক্ষা দিতে, 'টোল' পদ্ধতির সাহায্যে যা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে রামমোহন বেদান্ত শিক্ষার জন্য নিজে বেদান্ত কলেজও স্থাপন করেছিলেন। তৎকালে রামমোহনের যুক্তি অবহেলিত হলেও পরে তাঁর উল্লিখিত শিক্ষাপদ্ধতিই ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। দেশের একটি বৃহত্তম গোষ্ঠী ইংরেজ মনোভাবাপন্ন হয়ে যাবার জন্য বর্তমানে অনেকেই রামমোহনকে দায়ী করেন। কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত, রামমোহন কোনদিন ইংরেজ-তোষণ মনোভাবের প্রচারক ছিলেন না। ইংরেজদের অন্ধভাবে অনুকরণ তিনি কখনই করতেন না। এটি বুঝতে না পারা আমাদের অল্পবিদ্যার বিষময় ফল।

বিভিন্ন দেশের নবজাগৃতিতে সংবাদপত্রের দান অপরিসীম। জনমত শৃঙ্খলিত করার অন্যতম বাহন সংবাদপত্র,—এ সম্পর্কে রামমোহন ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। তাই এদেশে নবচেতনার উন্মেষ ঘটাতে সংবাদপত্রকে হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। রামমোহন তাঁর 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মীরাট-উল-আখবার' পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকারের সমস্ত রকম জনহিতকর কার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন তেমনি অন্যদিকে সরকারের দোষত্রুটির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে রামমোহন সব সময় চেষ্টা করেছেন সাধারণের জানবার স্পৃহাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে। সম্পাদক রামমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য নিম্ন উদ্ধৃতিতে পরিস্ফুট—"My only object is that I must lay before the public such articles of intelligence as may increase their experience and tend to their social improvement; and that to that extent of my abilities I may indicate the rulers a knowledge of the real situation of their subjects and make the subjects acquaint with the established laws and customs of their rulers; that the rulers may be more readily find an opportunity of granting relief to the people and the people may be put in possession of the means of obtaining protection and redress from their rulers." এই আদর্শ থেকে তিনি কোনদিনই বিচ্যুত হননি। ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন এডাম এক কড়া প্রেস আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করলেন। নিয়ম হল, সরকার অনুমোদিত সংবাদ ছাড়া কোন কিছু কাগজে প্রকাশ করা চলবে না। গর্জে উঠলেন স্বাধীনতাপ্রেমী রামমোহন। সুপ্রীম কোর্টে ও ইংলণ্ডে রাজার কাছে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন। কিন্তু প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রেস আইন অনুমোদিত হল। রামমোহন 'মীরাট' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। মীরাটের এক বিশেষ সংখ্যায় তিনি লিখলেন—

গদা-এ গোশা নশিনি! হাফিজা! মাখরোশ্

রুমুজ-ই মস্‌লিহৎ-ই খেশ্ খুসরোয়ান্ দানন্দ্।

অর্থাৎ—'হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারীমাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।'

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হল। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের আরও একটি প্রচেষ্টা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—যেমন, কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে আন্দোলন, জুরী প্রথায় সর্বধর্মের সমান অধিকার, সরকারী প্রশাসনে এদেশীয়দের ন্যায্য অধিকার দাবি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে—"Rammohan was the first Indian to place the grievances of his country before the British authorities. He may be justly regarded as the pioneer of organised political movement in India and the method followed by him marks the beginning of what come to be known in latter days as constitutional agitation. (History of Freedom Movement in India, Vol-1, Page 312). রামমোহন স্বদেশের মঙ্গলচিন্তায় কতখানি উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পেলাম।

বিভিন্ন দেশের মুক্তিপাগল মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। নেপালবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের ব্যর্থতার খবরে তিনি যেমন মর্মাহত হয়েছিলেন তেমনি অন্যদিকে স্পেনের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির খবরে তিনি হয়েছিলেন উল্লসিত। এই উপলক্ষে নিজের বাড়িতে একটি স্মরণীয় ভোজসভারও তিনি আয়োজন করেছিলেন। নেপালবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের ব্যর্থতার খবর কলকাতায় এসে পৌঁছলে রামমোহন অন্যতম সুহৃদ সিল্ক বাকিংহামের সঙ্গে পূর্বনির্দিষ্ট সাক্ষাৎকার বাতিল করে দেন। এ বিষয়ে এক পত্রে তিনি বাকিংহামকে লিখছেন— "স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের বন্ধুরা কোনদিন জয়ী হয়নি এবং কোনদি হবেও না"। রামমোহন-মানসিকতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। তাহলে রামমোহন চান নি কেন? এক্ষেত্রে তাঁর কালের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করতে হবে। রামমোহনের যুগে সকলেই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে গা ভাসাতেন। সেক্ষেত্রে রামমোহনের মানবমুখী কর্মবৈচিত্র্যের প্রকাশ চরম বিদ্রোহ। রামমোহনের বিশেষ বন্ধু উইলিয়াম এডামের ১৮৩৮ সালে বোস্টন নগরে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাবের বিশদ পরিচয় পাই। প্রসঙ্গতঃ, অংশটি উদ্ধৃত করলাম—"তার চোখে পড়ছিল—তাঁর মতো প্রখর বুদ্ধি ও স্থানীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিফ-

হাল ব্যক্তির চোখে না পড়ে পারবেই বা কেন—ইংরেজরা ভারত শাসন ব্যাপারে স্বার্থপর হয়ে, নিষ্ঠুর হয়ে, প্রায় পাগলের মতো যে সব ভুল করে চলেছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর চোখে এও পড়েছিল যে, ইংরেজদের শাসনব্যবস্থায় ও নীতিতে এমন সমস্ত ভালো গুণ বর্তমান, যা দেশীয় কোন শাসনব্যবস্থায় ছিল না। ধ্বংস না করে, তাই তিনি চেয়েছিলেন সেই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করতে; তাঁর দেশবাসীদের অন্তরে অসন্তোষ বা অপ্রীতি না জাগিয়ে তিনি চেষ্টা করেছিলেন নির্দোষ ধর্মনীতি শিক্ষা দিয়ে আর উন্নত ধরনের শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা তাঁর দেশবাসীরা এ পর্যন্ত যে সব নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছিল তাদের তার চাইতে আরো বিস্তৃততর অধিকার ভোগের যোগ্য করতে।" (অনুবাদ—কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, পৃঃ ৩৮)। রামমোহনের সময় কোন ইউরোপীয়ান ভারতে বসবাস করতে চাইলে, তাকে কোম্পানির অনুমতি নিতে হতো। রামমোহন এ প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানিয়েছিলেন। তখন শাসক-গোষ্ঠীর অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল ইউরোপীয়দের এদেশে অবাধ বসবাসের ফলে যে মিশ্র জাতির উদ্ভব হবে তা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হবে না তো? রামমোহন এ প্রসঙ্গে যা উত্তর দিয়েছিলেন তার ভাবার্থ হল—কুশাসনের দরুনই আমেরিকা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ও স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সুশাসিত হলে এরকম ঘটতো না। এর প্রমাণ—কানাডা। রামমোহন লিখেছেন—"The mixed community of India, in like manner, so long as they are treated liberally, and governed in an enlightened manner, will feel no disposition to cut off its connection with England, which may be preserved with, so much mutual benefit to both countries. Yet, as before observed, if events should occur a seperation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make prediction) still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept between two..........."

রামমোহন-মিশনারি বিতর্ক সম্বাদ :—

জ্ঞানের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আলোকে রাজা রামমোহন রায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি মানুষের চিত্তকে। তাঁর সমগ্র জীবন সমস্ত রকম অন্ধ গোঁড়ামি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—কোন ধর্মকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রত্যেক ধর্মেরই কোন না কোন কুসংস্কার তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে ধরা পড়েছিল। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেশবাসীর আর্থিক ও সামাজিক গ্লানির হেতু। প্রাচীন ভারতের শাশ্বত দর্শন অধ্যয়ন করে রামমোহন আঘাত হানলেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, যে পৌত্তলিকতা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আমাদের প্ররোচিত করে—যে পৌত্তলিকতা আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের গঠনমূলক কর্মে উদ্যোগী হতে বাধা দেয়। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রতি আপন প্রত্যয়ে অটল থেকেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারকে তিনি 'তু-হফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' বা 'একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি উপহার' গ্রন্থে শাস্ত্র বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন চিঠিপত্রাদিতে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদের অসারত্ব প্রমাণে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি।

উনিশ শতকের প্রথম বৎসরগুলিতে বিভিন্ন কারণে কলকাতা যাতায়াতের সূত্রে রামমোহনের সঙ্গে অনেক বিদেশীর পরিচয় ঘটে। ১৮১৫ সালে রামমোহন যখন স্থায়িভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আসেন তখন বেশ কয়েকজন খ্রীষ্টান পাদরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। তাঁদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রামমোহন বিশেষভাবে অংশ নিতেন। কলকাতায় এসেই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিতর্কে নামলেন। তাঁর এই মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা। বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রামমোহন প্রশংসিত হলেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। অনেক মিশনারি অনুমান করলেন—রামমোহন বুঝি বা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের প্রীতির বহিঃপ্রকাশ প্রথমে ঘটে এককালীন মনিব ও অকৃত্রিম সুহৃদ জন ডিগবিকে লেখা এক পত্রে। এই চিঠিতে রাজা লিখছেন —"ধর্মীয় সত্য অন্বেষণে আমার দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন গবেষণার পরিণতিতে আমি

উপলব্ধি করলাম যে খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষা অন্যান্য আমার দেখা ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে নৈতিক সত্যের অনেক বেশী অনুকূল এবং বিদেশী মানুষের প্রয়োজনে অধিক উপযোগী" (অনুবাদ লেখককৃত)। কাজেই পাদরীদের অনুমান আপাতচক্ষে অমূলক ছিল না নিশ্চয়। কিন্তু রামমোহন-চরিত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় তাঁদের তখনও ঘটেনি। যীশুখ্রীষ্টের মহিমাময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট রামমোহন ১৮২০ সালে দেশের মানুষের মধ্যে যীশুর অমৃতময় বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন 'দি পারসেপ্টস্ অব্ জেসাস্—দি গাইড টু পীস্ অ্যাণ্ড হ্যাপীনেস' বা 'যীশুর উপদেশসংগ্রহ—সুখ ও শান্তির সহায়ক।' বইটি মুদ্রিত হয় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। বইটির ভূমিকা থেকে জানতে পারি রামমোহন 'যীশুর উপদেশসংগ্রহ' পুস্তকের বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুবাদগুলি পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে অনেকের অভিমত রামমোহনের মনে অনুবাদ প্রকাশের বাসনা থাকলেও পরবর্তীকালে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পূর্বাহ্নেই তিনি 'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। এ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় যীশুর উপদেশ সংগ্রহ রাজার জীবনে সুখ ও শান্তি আনয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে নিয়ে এল মানসিক অশান্তি। প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়লেন রামমোহন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত এল শ্রীরামপুরের মিশনারি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এর কারণ রামমোহন তাঁর সংকলনে যীশুর অলৌকিকত্ব বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়েছিলেন। কারণস্বরূপ রাজা ভূমিকায় লিখছেন—"আমি মনে করি যে নিউ টেস্টামেণ্টের অন্যান্য বিষয় থেকে নৈতিক চিন্তার বস্তুগুলি আলাদা করে বেছে নিলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের মন ও হৃদয়ের ওপর তার সুপ্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক এবং আরও কতকগুলি বিষয় স্বাধীনচেতা ও খ্রীষ্টধর্মবিরোধী লোকদের সন্দেহ ও বিতর্কের বস্তু হতে পারে। বিশেষ করে টেস্টামেণ্টের অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলি এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথাগুলির মতো চমকপ্রদ মোটেই নয়, সুতরাং তাদের প্রভাবও অতি সামান্য হতে বাধ্য। অপরপক্ষে নৈতিক শিক্ষাগুলি বিরাট মানব-সমাজের শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখার অনুকূল, দার্শনিক চিন্তাবিকৃতির ভয়মুক্ত ও শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে সমভাবে সহজবোধ্য। ধর্ম ও নীতির সাধারণ নিয়মগুলি মানুষের আদর্শকে ভগবানের উচ্চ ও উদার চিন্তায় উন্নীত করার

পক্ষে এত অনুকূল, নিজের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে সেগুলি প্রচলনে ভালো ফল ফলবেই আমি আশা করি' (সোমেন্দ্র বসুকৃত অনুবাদ)। রামমোহনের এই উদার-নীতি মিশনারি সম্প্রদায় কিন্তু সমর্থন করলেন না।

১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাসিক ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় 'একজন খ্রীষ্টান মিশনারি' যীশুর উপদেশ সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব থেকেই মিশনারিরা মূল রচনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই অনুমান দৃঢ় হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ—বইটি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল। মিশনারি মতের বিরোধী পুস্তক মিশনারি প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়া সন্দেহজনক বইকি। ছদ্মনামের আড়ালে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় সমালোচক ছিলেন Rev. Deocar Schmidt. কিন্তু পূর্বে Schmidt সাহেব রামমোহনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় রামমোহন অনুদিত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তিনি রামমোহনের সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্ছুক হন। এবং ১৮১৯ সালের এপ্রিল মাসে এক পত্রে রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিঠিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' অগস্ট মাসে লিখেছিলেন—"By the careful perusal of the letter we would earnestly recommend to Rammohan Roy, whom we higly esteem, for his courageous opposition to error and corruption of manners, as far as it has extended, and should rejoice to see him make the word of God, the man of His Counsel......' অবস্থা ততদিনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক যশুয়া মার্শম্যান যীশুর উপদেশসংগ্রহ পুস্তকের সমালোচনার সঙ্গে কয়েকটি কটু মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এই সমালোচনা সমগ্র মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। মার্শম্যানের মতে এই পুস্তিকায় রচয়িতা জগতের উদ্ধারকর্তা যীশুখৃষ্টকে কনফুসিয়াস বা মহম্মদের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন এবং মানুষের উদ্ধারকর্তা সর্বময় প্রভু হিসাবে সম্মানিত করার পরিবর্তে সংকলক তাঁকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর প্রবর্তক ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করেছেন। ক্রোধে অন্ধ মার্শম্যান রামমোহনকে আখ্যায়িত করলেন—'একজন বুদ্ধিমান হিদেন যার মন পরমেশ্বরের মানবাকারে অবতীর্ণ

হওয়ার মহৎ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী'—বলে। এই সমালোচনায় রামমোহন দুঃখ পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ১৮২০ সালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রকাশ করলেন 'ফার্স্ট অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' বা 'খ্রীষ্টান জনগণের প্রতি প্রথম আবেদন।' মার্শম্যানের কটূক্তিতে ব্যথিত রামমোহন প্রথম আবেদনের গোড়াতেই লিখলেন—"যীশুর উপদেশসংগ্রহ পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচকের মতামতের ভিত্তি কী তা যাচাই করার পূর্বে সম্পাদকের অসভ্য ও খ্রীষ্টান-বিরোধী চরিত্রের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক মহাশয় সংকলকের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁকে হিদেন রূপে অভিহিত করেছেন। খ্রীষ্টান-বিরোধী বললাম এই কারণেই যে সম্পাদক মহাশয় 'হিদেন' শব্দ ব্যবহার করে, আমার মতে সত্য, ঔদার্য ও বদান্যতা, যা খ্রীষ্টধর্মের মূল ভিত্তি তা ভঙ্গ করেছেন।' কিন্তু গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যদি সম্পাদক মুক্ত মনে বিচার করতেন, তাহলে দেখতেন সংকলক শুধুমাত্র একেশ্বরবাদেই নয় খ্রীষ্টান ধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রতিও সমানভাবে বিশ্বাসী।" সমালোচকের মত যাচাই করতে গিয়ে রামমোহন লিখছেন—'গোঁড়ামির বিভিন্ন ব্যাখ্যাই যীশুর অনুগামীদের মধ্যে এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেছে। সেগুলি শুধুমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যই নষ্ট করেনি, খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের চাইতেও ভীষণ আকারের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মূল কারণও এই ধর্মীয় গোঁড়ামিসকল। খ্রীষ্টান দেশগুলির ইতিহাসের দিকে সামান্য নজর দিলেই পাঠকগণ আমার উক্তির সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। তদুপরি যে স্থানে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিগত বিশ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে খ্রীষ্টীয় ধর্মের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের অংসখ্য কপি নিষ্ফলভাবে বিলি করে চলেছেন, সংকলক সেখানকার অধিবাসী। কাজেই তাঁদের বিফলমনোরথ হওয়ার অসংখ্য কারণ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। লেখক ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠা কিংবা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত বিরাট অঙ্কের টাকার হিসেবের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, ধর্মীয় চার্চে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোঁড়ামি ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা এদেশীয়দের মনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা ধর্মপ্রচারকদের হিতৈষী আদর্শের পরিপন্থী। কারণ এদেশের মানুষ এ সকল অত্যাশ্চর্য ঘটনা গ্রহণে মোটেই ইচ্ছুক নন। জ্ঞানালোকের দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষের

মনের অন্ধকার দূর করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা এতই সতর্ক এবং অবিবেচনা-প্রসূত যে দেখে মনে হয় তাঁরা কোন খ্রীষ্টান দেশে আনীত মানুষের সঙ্গে তাঁদের নাবালকত্বপ্রসূত ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধতা নিয়ে বিতর্কে রত' (অনুবাদ লেখককৃত)। ফলে এদেশবাসীর কোন ধর্মীয় উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয় নি। তাই খ্রীষ্টীয় সত্যকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন যীশুর উপদেশসংগ্রহ সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ সমালোচনা স্মরণে রেখে রামমোহন প্রথম আবেদনের উপসংহারে প্রার্থনা জানালেন—'May God render religion destructive differences and dislike between man and man conductive to the peace and union of mankind—Amen.' মার্শম্যান সাহেবও প্রস্তুত ছিলেন। মাসিক ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মে মাসে তিনি রামমোহনের 'প্রথম আবেদনের' ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখলেন। মার্শম্যান তাঁর পূর্ব বক্তব্যে অটল থাকলেও, এই সমালোচনায় তাঁর সুর অনেক নরম, আচরণ সংযত। সমালোচনার উপসংহারে মার্শম্যান লিখছেন—'আলোচনাকালে আমরা অতি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মত প্রকাশ করেছি যাতে তাঁর মনে সামান্যতম আঘাতও না লাগে। আমরা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি যদি কোন কু-ইঙ্গিত তাঁর নজরে আসে তাহলে তা সম্পূর্ণ অনবধানতাবশতঃ এবং এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য যেন তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, কারণ নির্মল সত্য প্রকাশই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য' (লেখককৃত অনুবাদ)। ১৮২১ সালে রামমোহন প্রকাশ করলেন 'সেকেণ্ড অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' বা 'খ্রীষ্টান জনগণের প্রতি দ্বিতীয় আবেদন'। মার্শম্যানের বক্তব্য উপস্থাপন রামমোহনের কাছে 'মাইল্ড' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান লাইক' বলে মনে হল। কিন্তু তাতে মূল বিতর্কের বিন্দুমাত্র সুরাহা হল না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর রামমোহন লিখলেন—'যদি খ্রীষ্টধর্ম ত্রীশ্বরবাদ সমর্থন করে এবং কখনও ঈশ্বর মানুষের আকারে, কখনও বা পাখির আকারে দেখা দেন এরূপ উপদেশ দেয়, তাহলে আমার মতে যে সকল হিন্দু সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত তাঁরা *হিন্দুধর্মের পরিবর্তে খ্রীষ্টধর্ম দ্বারা কোন প্রেরণা লাভ করবেন না।* কারণ হিন্দুধর্ম এক পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান দিলেও, আধুনিক হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সেই কারণেই আজ এই শোচনীয় অবস্থা। আমি কিন্তু মনে করি খ্রীষ্টানধর্ম সর্বরকম পৌত্তলিকতামুক্ত। তাই সুখ ও শান্তির

সহায়রূপে এই ধর্মের নীতিগুলি প্রকাশের অনুমতি আমি আমার বিবেকের কাছ থেকে পেয়েছি।' বিরোধ চরমে উঠল। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ 'বিভিন্ন ভাবে হিন্দুধর্মের ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ হানলেন। হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সমাচার দর্পণ পত্রিকার ১২ই জুলাই সংখ্যায় কোন বিজ্ঞব্যক্তি দ্বারা দূর দেশ থেকে প্রেরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হল। পত্রটিতে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে ছয়টি প্রশ্ন পেশ করা হল। পত্রলেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী পত্রিকা সম্পাদক প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রত্যাশা করলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান সমাজপতিরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। পরিবর্তে রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্মাঃ' নামে প্রশ্নগুলির দীর্ঘ উত্তর পাঠালেন। কিন্তু দর্পণ-সম্পাদক সেই পত্র প্রকাশের সাহসিকতা প্রদর্শনে অক্ষম হলেন। ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল সম্পাদকের বিবৃতি—'শ্রীযুত শিবশর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পৌঁছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অনেক অজিজ্ঞাসিতাবিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ বহিস্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা নাই, অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।' খ্রীষ্টান সমাজের এই মনোভাবে ক্ষুব্ধ রামমোহন ১৮২১ সালের শেষার্ধে প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মণ ও মিসনারি সম্বাদ' বা Brahminical Magagine নামে একটি দ্বিভাষী সাময়িক পত্র। এবং সেই পত্রিকায় দর্পণের প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা বাংলা ও অপর পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হতো; *ব্রাহ্মণসেবধি* বাংলা ভাষায় তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত এবং ইংরেজী ভাষায় চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণসেবধির প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় দেশবাসীর ধর্মবিষয়ে ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে রামমোহন লিখছেন—"শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এ দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে

ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন।" প্রথম প্রকার নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে তা এই দেশবাসীর মধ্যে বিলি করছেন এই মিশনারিরা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি শুধুমাত্র 'হিন্দুর ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ।' দ্বিতীয় প্রকার মিশনারিরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অথবা প্রকাশ্যে রাজপথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে খ্রীষ্ট-ধর্মের উৎকর্ষ এবং অন্যান্য ধর্মের অপকৃষ্টতা প্রমাণে ব্যস্ত। তৃতীয় প্রকার অর্থের লোভ দেখিয়ে অন্য ধর্মের গরীব মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখাচ্ছেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণী শোষিত শ্রেণীর ধর্মের প্রতি উপহাসে মত্ত এবং শোষিতকে তাঁদের ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে ইংরেজ মিশনারিদের এই ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস 'অসম্ভাবনীয়' নয়। "কিন্তু ইংরেজরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না।" এ দেশবাসীর ঘাড়ে জোর করে খ্রীষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মিশনারিরা যদি বিচার বলে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন তাহলে অনেকেই তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আর্থিক দুর্বলতা দেখে মিশনারিরা যেন তাঁদের উপেক্ষা না করেন। কারণ 'সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে'। ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম দুটি সংখ্যায় রামমোহন সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলি সমেত তার উত্তর প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় খ্রীষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ প্রসঙ্গে তিনি মিশনারিদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন রাখছেন—"যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যীশুখৃষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোন মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোস্ট ঈশ্বর। ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক শরীরে যীশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না।" ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৩৮ সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশিত হল। রামমোহন

ব্রাহ্মণ সেবধির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে ধর্মপ্রচারকের সমস্ত যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করলেন। দীর্ঘকাল এর কোন উত্তর প্রকাশিত হল না।

ইতিমধ্যে ১৮২১ সালের শেষাশেষি মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের 'দ্বিতীয় আবেদনের' সমালোচনা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ করলেন। মার্শম্যানের মতে 'সেকেণ্ড অ্যাপীল' পুস্তকটি 'cotains no less than an entire rejection of the doctrines of the Atonement, the Deity of Christ and the ever blessed Trinity." সমালোচনার শেষে রামমোহনের কাছে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা করতে এবং আদ্যোপান্ত মূল বাইবেল পাঠের সবিনয় অনুরোধ জানালেন মার্শম্যান। মার্শম্যানের প্রার্থনা—"মহানুভব ঈশ্বর যেন তাঁকে পরমেশ্বরকে অনুভব করার শক্তি যোগান। মার্শম্যানের সঙ্গে বিতর্ক কালে দেশীয় ভাষায় অনূদিত বাইবেলের অভাব রামমোহনকে বাইবেলের অনুবাদ কার্যে উৎসাহিত করল। রামমোহন শ্রীরামপুরের দু'জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারক রেভা. ইয়েটস ও রেভা. এডাম সাহেবকে নিয়ে বাইবেল অনুবাদে ব্রতী হলেন। কিন্তু ১৮২২ সালের মাঝামাঝি ইয়েটস্ অনুবাদ বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। বাইবেলের চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদের সময় 'dia' শব্দের অর্থ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। শব্দটির দুটি অর্থ হয়—'দ্বারা' এবং 'মধ্য দিয়া'। আলোচিত বাক্যটির অনূদিত অর্থ হয়—'সমস্ত কিছু যীশুর দ্বারা সৃষ্ট' অথবা 'সমস্ত কিছু যীশুর মধ্য দিয়া সৃষ্ট'। পূর্ববর্তী অনুবাদে প্রথম বাক্যটি গৃহীত হলেও, এঁরা সকলেই দ্বিতীয় বাক্যটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইয়েটস প্রথম অর্থ সমর্থন করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করলে খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতা করা হবে। বিচ্ছেদ অপরিহার্য হল। এডাম সাহেব কিন্তু রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ধীরে ধীরে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি এডামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বাইবেলের অনুবাদ কার্য পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

'সেকেণ্ড অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক'* গ্রন্থের বিরুদ্ধে মার্শম্যান সাহেবের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য রামমোহন হিব্রুভাষায় মূল বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করলেন। দীর্ঘ দু'বছর পর প্রকাশ করলেন 'খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শেষ আবেদন' বা 'Final appeal to the Christian Public', রামমোহনের পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে

মুদ্রিত হলেও 'শেষ আবেদন' তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বিপুল আত্মমর্যাদার অধিকারী রামমোহন নিজব্যয়ে প্রেস কিনে 'শেষ আবেদন' প্রকাশিত করলেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৯। রামমোহনের খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিষয়ক অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবত্তার আশ্চর্য পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপসংহারে রামমোহন লিখছেন—'I tender my humble thanks for the Editor's kind suggestion in inviting me to adopt the doctrines of the Holy Trinity ; I am sorry to find that I am unable to benefit by this advice. After I have long relinquished every idea of a plurality of Gods, or of the persons of the Godhead, taught under different systems of modern Hindooism, I cannot conscientiously and consistently embrace one of a similar nature, though greatly refined by the religious reformations of modern times ; since whatever arguments can be adduced aganst a Plurality of persons of the Godhead and on the other hand, whatever excuse may be pleaded in favour of plurality of persons of the Deity can be offered with equal propriety in defence of Polytheism.' ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার নবম ও একাদশ সংখ্যায় মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেও তা শুধুমাত্র গিলিতচর্বণ।

রামমোহন-মার্শম্যান বিতর্ক দেশে প্রচণ্ড ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল। 'একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী' ১৮২১ সালে ক্যালকাটা জার্নাল পত্রিকায় রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'Blessed with the light of Christianity he dedicates his time and his money not only to release his countrymen from the state of degradation in which they exist, but also to diffuse among the European masters of his country, the sole true religion—as it was promulgated by Christ, his apostles and disciples.' ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকার মতে রামমোহনের প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের আক্রমণ—'injudicious and weak,......The effect of that attack was to rouse up a most gigantic combatant in the Theological field, a combatant who

we are constrained to say has not met with his match here.

রামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক চলাকালে একটি ব্যক্তিগত পত্রে মার্শম্যান সাহেব তাঁর নিজের লেখাগুলি সম্পর্কে বলছেন—'These are the only articles on Divinity I have ever written, and some may be apt to think me, from the 'Friend of India', more of a politician than a divine; yet the study of divinity is my highest delight (Life and times of Carey, Marshman and Ward—J. C. Marshman, Vol-II, page—239).

রামমোহনের ধর্মীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিত্তের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণসমূহ আমাদের সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

রামমোহন রায়ের বেদান্ত চর্চা :—

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ বলতে পেরেছিল 'আসন্ত সর্বতঃ স্বাহা' সকলে আসুক সকল দেশ থেকে, 'শৃণন্ত বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্' আমি জানি ; এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার।...প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে, বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে আপনাকে দান করার দ্বারা।' কিন্তু 'শত শত বৎসর চলে গেল, ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হলো নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সঙ্কীর্ণ ; তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর দুরান্তরে। শুকনো নদীতে তখন জল চলে না, তখন তলাকার পাথরগুলো পথ আগলে বসে। তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হলো অবরুদ্ধ, নির্জীব হলো নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে বাধাগ্রস্ত করলে খণ্ড খণ্ড সঙ্কীর্ণ সীমানার বাহিরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।' এমন সময় ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদ। প্রাক্‌-রামমোহন যুগে বেদপাঠ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শূদ্রদের ক্ষেত্রে বেদপাঠ ছিল নিষিদ্ধ।

যুগপুরুষ রামমোহনই প্রথম গোষ্ঠীর বেড়া ভেঙে বেদপাঠ ও বেদালোচনাকে সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। 'শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে হিন্দু জনসাধারণ হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব না বুঝিয়া উপাস্য দেবতার অনেকত্ব কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অদ্বয়স্যা প্রমেয়স্য চিন্ময়স্যাশরীরিণঃ
উপাসকনোং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপাসনার মূল রহস্য ছাড়িয়া হিন্দু ক্রমেই বিকৃত উপাসনামার্গ অবলম্বন করিতেছিল। এবং তাহা ফলে হিন্দুধর্মের ভিত্তি যে অদ্বয় ব্রহ্মবাদ তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। ইহার পরিণাম জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি, এই কথাই সাহসের সহিত শাস্ত্র প্রামাণ্যের ও মানবের বিশুদ্ধ বিবেকের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সদ্যোজাগরন্মুখ নব্য ভারতের শঙ্করাচার্য রাজা রামমোহন রায় বহু শতাব্দীর পর মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন' (প্রমথনাথ তর্কভূষণ) ১। হিন্দু সমাজে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য অচলায়তন ভেঙে ফেলায় তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল বেদান্ত। এদেশে মৃতকল্প বেদালোচনাকে পুনরায় জাগ্রত করায় রামমোহনের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম বেদান্তের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮১৫ সালে ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। "ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরিক মীমাংসা বা শারীরিক সূত্র। যাগযজ্ঞাদি কর্মসমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে তদবধি আর্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ে বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞান পক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়া-ছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণ সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারবোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহুকালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য কৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র ঐরূপে গৌরব ও মহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাস সমেত সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোকমান্য

শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ"(রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ কর্তৃক প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', পৃ—৮০২)। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন—'লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক সুবোধ লোকে এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলে ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূলশাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব-পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টাপাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।' বেদান্তের অর্থ উপলব্ধি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে যাতে সহজসাধ্য হয় সেই কারণে তিনি বেদান্তের তাৎপর্য সংকলন করে ১৮১৫ সালেই বেদান্তসার প্রকাশ করেন। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হল বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ—Abridgement of the Vedanta or Resolution of all Vedas। বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং রামমোহনের চিন্তাধারার সার্থক প্রতিফলন। ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বেদান্ত প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামমোহন লিখলেন—The greater part of Brahmans, as well as other sects of Hindoos, are quite incapable of justifying that idolatry which they continue to practice. When questioned on the subject they conceive it fully sufficient, to quote their ancestors as positive authorities. ......In order therefore to vindicate my own faith and that of our early fore-fathers, I have been endeavouring for sometime past to convince my countrymen of the true meaning of our sacred books...ইংরেজীতে অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে রামমোহন য়ুরোপীয়দের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, 'the superstitious practices which deform the Hindoo religion have nothing to do with the pure spirit of its

dictators'. রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন, 'both in their writing and conversation, many Europeans fee a wish to palliate and soften the features of HindooIdolatry; and are inclined to inculcate that all objects of worshippers considered their votaries as emblematical representations of the Supreme Divinity.' এই প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হিন্দুধর্মের সত্য রূপটিকে পরিস্ফুট করাই ছিল রামমোহনের উদ্দেশ্য। ১৮১৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি গভর্নমেণ্ট গেজেট বেদান্তসারের ভূমিকাটি মুদ্রিত করে মন্তব্য করলেন—The pamphlet is exceedingly curious and whatever its intrinsio merits may be in a theological point of view, displays the deductions of a liberal, bold and intrepid mind. বেদান্তসারের ভূমিকা পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে প্রচণ্ড কৌতূহলের সৃষ্টি করায় ৮ই ফেব্রুয়ারি গভর্নমেণ্ট গেজেট সম্পূর্ণ বেদান্তসার (ইংরেজী) মুদ্রিত হল। ১৮১৭ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হল বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ। ভূমিকা লিখলেন রামমোহনের একদা মনিব ও সুহৃদ জন ডিগবী। এই কৌতূহলোদ্দীপক ভূমিকায় ডিগবীসাহেব রামমোহন জীবনের উপর বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করলেন। ঐ বৎসরেই রামমোহনের বেদান্তসার জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে Auflosung des Wedent নামে প্রকাশিত হয়। রামমোহন 'বেদান্তসার' ও বেদান্তসারের হিন্দুস্থানী অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন।

বেদান্ত প্রকাশের অপ্রত্যাশিত আঘাতে সেদিন জড়তাগ্রস্ত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। চারদিক থেকে তাঁরা রামমোহনকে আক্রমণ শুরু করলেন। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'মিশনারি রেজিস্টার' থেকে জানতে পারি ব্রাহ্মণগণ তাঁর (রামমোহনের) প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সতর্ক ছিলেন (সেপ্টেম্বর, ১৮১৬)। তথাপি সমস্ত ভয়ডর উপেক্ষা করে কেন তাঁকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয়েছিল তার জবাব আমরা পাই নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে—

My constant reflections on the inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu Idolatry which more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion,

for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error ; and by making them acquainted with their scriptures, enable them to complete with devotion the Unity and Omnipresence of Nature's God." (ইংরেজী বেদান্তসারের ভূমিকা)। প্রচণ্ড বাধা দেওয়া সত্বেও রক্ষণশীলরা কিছু মানুষকে সত্যবিমুখ রাখতে পারলেন না। রামমোহন অনুগামীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। ১৮১৬, সেপ্টেম্বর মাসের মিশনারি রেজিস্টার থেকে জানতে পারি—"He (Rammohan) spread his doctrine to a considerable extent and has several Hindoos of high caste and fortune in league with him who maintain his opinion. They call themselves a society and are bound by certain rules, one of which is, that no man shall be admitted into their society except with this condition that he renounce idol worship." রেজিস্টার থেকে আরও জানা যায় সেই সময় রামমোহন অনুগামীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। লণ্ডন থেকে বেদান্তসারের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বে বন্ধু জন ডিগবী কে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন নিজেই লিখছেন—'several of my countrymen have risen superior to their prejudices ; many are inclined to seek for the truth ; and a great number of those who dissented from me have now coincided with me in opinion.'

বেদান্তসার প্রকাশের পর রামমোহন সামবেদের তলবকার উপনিষদ্ (কেনোপনিষদ্, ১৮১৬), যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদ্ (১৮১৬) ও কঠোপনিষদ্, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ (১৮১৭) এবং অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদ্ (১৮১৯) শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে প্রকাশ করলেন। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন লিখলেন—'ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদয় বেদ এক বাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে।' মাণ্ডুক্যোপনিষদ ছাড়া

অন্যান্যগুলির ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। (২) মাণ্ডুক্যোপনিষদ প্রকাশ হবার পর ১৮১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' রামমোহনের মূল্যায়ণে লিখলেন—If the labours of Luther in the western world are entitled to be commemorated by Christians—the Hercular effort of the individual, we have alluded to must place him among the benefactors of the Hindoo portion of mankind. রামমোহনের মতে—Idol worship—the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles as countenancing criminal intercourse, sucide, female murder and human sacrifice (perface to Munduk Upanishad). "বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোকসকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিলেন এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর।" ঈশোপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন এর জবাবে লিখলেন—'কোন শাস্ত্রকে বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি বিবরণ-কর্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালী ভাষায় এবং হিন্দোস্থানী ভাষায় কয়েকজন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্তিবাস আর মহাভারতের কথক কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য অন্য দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিসকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্র শ্রমপূর্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোকসকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন…… …"।

১৮১৬ সালের ১৯শে নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেট' রামমোহনকে 'Discoverer and Reformer' আখ্যায় ভূষিত করলেন। ২৬শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ কুরিয়র পত্রিকায় রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার সমর্থনে একটি পত্র প্রকাশিত হল। পত্রলেখক ছিলেন শঙ্কর শাস্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল—রামমোহনকে Discoverer and Reformer আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ

বেদে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বিধান রয়েছে। শঙ্কর শাস্ত্রী একটি উপমা দিয়ে লিখলেন—রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে যেমন রাজকর্মচারীর সাহায্য প্রয়োজন, তেমনি নিরাকার ব্রহ্ম সাধনার জন্য সাকার উপাসনার প্রয়োজন। শুরু হল মসীযুদ্ধ। রামমোহন 'A defence to Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for idolatry at Madras' পুস্তিকা প্রকাশ করে শঙ্কর শাস্ত্রীর পত্রের যোগ্য জবাব দিলেন। পুস্তিকাটি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পত্রপত্রিকায় বিতর্কের মাধ্যমে জনমতগঠনের প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম। পুস্তিকার প্রথমেই রামমোহন, সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে কেন ইংরেজী ভাষায় বিতর্কের সূত্রপাত করা হল, শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে তার জবাব চাইলেন। এবং অনুমান করলেন পত্রলেখক একজন ইংরেজ। 'Discoverer and Reformer' প্রসঙ্গে রামমোহন যুক্তি দেখালেন—"It is not impossible that from the perusal of the translations above alluded to, the Editors of the Calcutta Gazettee, finding the system of idolatry into which the Hindoos are completely sunk, quite inconsistant with the real spirit of their scriptures, may have imagined that their contents had become entirely forgotten and unknown ; that I was the first to point out the absurdity of idol worship, and to inculcate the propriety of the pure divine worship, ordained by their Vedas, their Smritis and their Puranas. From this idea and from finding in his intercourse with other Hindoos, that I was stigmatised by many, however unjustly, as an innovator, he may have been, not unnaturally, misled to apply to me the epithets of 'discoverer and reformer'. রাজা ও রাজকর্মচারীর উপমা প্রসঙ্গে রামমোহনের বক্তব্য ছিল—"I must observe, however, in this place that the comparison drawn between the relation of God and those attributes and that of a king and his ministers, is totally inconsistant with the faith entertained by Hindoos of the present day, who so far from considering these objects

of worship as mere instruments by which they may arrive at the power of contemplating the God of Nature, regard them in the light of independent gods, to each of whom, however, absurdly, they attribute almighty power and an object to worship solely on his own account." শঙ্কর শাস্ত্রীর আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল—"Reading the scriptures in vulgar languages is prohibited by the Puranas." রামমোহন এর প্রতিবাদে রঘুনন্দনের উক্তি উদ্ধৃত করলেন —'He who can interpret, according to the ratio of the understanding of his pupils, through Sanskrit or through vulgar languages or by means of the current languages of the country is entitled to be spiritual father."

রামমোহনের বেদান্তসার প্রকাশিত হবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত (পরে স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকনটেনের অধীনে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বইটি বাংলা এবং ইংরেজী উভয় ভাষায় লেখা। পুস্তকটি রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থে' প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ। রামমোহন প্রত্যুত্তরে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ৬৪ পৃষ্ঠার বইটির প্রকাশকাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শকাব্দ। কয়েক সপ্তাহ পরেই বইটির ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। (৩) 'ভট্টাচার্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের সম্ভাবনার কথা ভেবে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকার ভূমিকায় রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করলেন যাতে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকায় কয়েকটি বিষয়ে তিনি নিবৃত্ত হন। প্রথমতঃ 'প্রগাঢ় প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়'। দ্বিতীয়তঃ 'দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন।' কারণ প্রথম গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্লোক ও প্রমাণ উদ্ধৃতিগুলি কোন গ্রন্থের 'কোন অধ্যায়ের কোন

পাদের হয় তাহা লিখেন না'। 'তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দেশপূর্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।' ভূমিকার শেষে রামমোহন লিখেছেন—'ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।' রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের সমস্ত মত খণ্ডন করে গ্রন্থশেষে প্রশ্ন করেছেন—"এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র ইহাই নিশ্চয় কর তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান আমার তুষ্টির জন্য সর্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্ধেক আমাকে দেও আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর একজন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া লোকের সংমুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা...ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত তাহারি কেবল সম্মান করিবে যাহার ঈশ্বরে ভয় ও নীতি ভাল দেখহ এ দুয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়।" মৃত্যুঞ্জয় দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকা লিখেছিলেন বলে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামমোহন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মধ্যে বেদান্ত বিষয়ক বাদানুবাদ প্রধানত শঙ্কর মত এবং রামানুজ মতের মধ্যে বিতর্ক। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে এই বাদানুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন—মনে হয় ভট্টাচার্যের চোখে ধর্ম মুখ্যত একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ। এরূপ পদ্ধতির অনুসরণে, মানুষের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিছু হবে কি না সেটি যেন তাঁর ভাবনার বিষয় নয়, ধর্মকর্ম যেন মন্ত্র প্রয়োগ করে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা—একটা তুকতাকের ব্যাপার। অপর পক্ষে রামমোহন তাকাচ্ছেন ধর্মকর্ম একটি সদ্‌যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কি না সেদিকে, বিশেষ করে তাতে অনুষ্ঠাতার নৈতিক সমুন্নতির সম্ভাবনা আছে কিনা। ধর্ম বলতে রামমোহন যে নৈতিক বা আত্মিক উন্নতি বিশেষভাবে বুঝতেন তার পরিচয় রয়েছে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে ড. ডাফের কাছে তিনি যে উক্তি করেন তাতেও। সেই উক্তিটি এই—All time education ought to be religious, since the

object was not merely to give information, but to develop and regulate all the powers of the mind, the emotions, and the workings of the conscience. 'সব রকমের যথার্থ শিক্ষা হওয়া চাই ধর্মানুগত, কেন না তার লক্ষ্য শুধু তথ্য সরবরাহ নয় বরং তার লক্ষ্য হচ্ছে চিত্তের সমস্ত শক্তির অনুভূতিসমূহের আর বিবেকের ক্রিয়ার বিজ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ' (পৃঃ-১৪)।

ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিচারের পর শুরু হয় গোস্বামীর সঙ্গে বিচার। কোন এক গোস্বামীজী 'পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর' রামমোহন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নামক ৫০ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থে দেন। এই গ্রন্থে রামমোহন বৈষ্ণব ধর্মকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন। বইটির প্রথম কয়েকটি লাইনের মাধ্যমেই বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে যুক্তিবাদী রামমোহনের ধারণা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে ভগবদ্‌গৌরাঙ্গ-পরায়ণেরা 'অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী যে পরমব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব-বিশিষ্টের ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য চেষ্টা করেন'। শাস্ত্র ও যুক্তির মোট দশটি প্রমাণ পেশ করে রামমোহন সিদ্ধান্ত করেন—'বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভগবানের সম্পর্কমাত্র নাই।' রামমোহন 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থের ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় লিখছেন—'শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছেন যদিতোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করি-তেছেন এমন যে কোন গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণচর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিতেন। বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্বলোক-বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞ লোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন।' এ প্রসঙ্গে রামমোহন শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি, রাসলীলা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তদুপরি তিনি লিখছেন—'বেদান্তসূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামের লেশো নাই' সুতরাং শ্রীভাগবতের সঙ্গে বেদান্ত-সূত্রের সম্পর্ক নেই। বৈষ্ণব সাধনার প্রতি রামমোহনের অশ্রদ্ধার প্রধান কারণ তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী বৈদান্তিক। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থে বৈষ্ণব সাধনা ও রামমোহন প্রসঙ্গে লিখছেন—'বেদান্তে এই অখিল বিশ্বের চরম তত্ত্বাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা দৃষ্ট হয়। রামমোহন বেদান্ত বলিতে শঙ্করের অদ্বৈত ও মায়াবাদই বুঝিতেন। বলা আবশ্যক শঙ্কর-ভাষ্যই একমাত্র বেদান্ত সিদ্ধান্ত নহে। বৈষ্ণবের যে লীলাবাদ তাহাও বেদান্তমত ও বেদান্ত-ভাষ্য। এই লীলাবাদ ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে যে অভিনবভাবে বিরাজমান তাহা নিশ্চিতই বেদান্তানুগামী ও বেদান্ত-ভাষ্য। শঙ্কর-ভাষ্যের সহিত যাহা কিছু মিলিবে না তাহাই বেদান্ত-ভাষ্য হইতে পারিবে না রামমোহন যদি এই সিদ্ধান্তের অনুপাতে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্ত-ভাষ্য না বলিয়া থাকেন তবে তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ববাদীসম্মত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ভগবান কাষ্ঠলোষ্ট্র নহে। যে ননীচুরির কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন বিদ্রূপ করিয়াছেন সেই ননীচুরির প্রসঙ্গেই যখন মা যশোদা কৃষ্ণকে আত্মজ্ঞানে উদূখলে বন্ধন করিতে যাইতেছেন তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিটি এইরূপ—

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্যং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যা জগচ্চ যঃ॥

১০।৯।১২-১৩

'যাহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্বাপর অন্তর বাহির তথা আপনি জগতের স্বরূপ' ইহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুখ নাসিকাদি বিশিষ্ট পরিমিত দেবতার ধ্যান? (পৃঃ—৫৪—৫৭)

গোস্বামীর পর কলমযুদ্ধে নামলেন কবিতাকার। কবিতাকারের অশ্লীল ভাষায় আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন 'কবিতাকারের সহিত বিচার' গ্রন্থে লিখছেন—"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানা প্রকার কটূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দ্বেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি দুর্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোকসকল হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে মধ্যে দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তকে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপি আমাদের কোন কোন আত্মীয়ের আপাতত বাসনা ছিল যে ঐ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার

কখনে লোকত ও ধর্মত বিরুদ্ধ জানিয়া মহাভারতীয় এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন অস্মান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে। তথা পরিবদন্নন্যান্ হৃষ্টো ভবতি দুর্জনঃ॥ পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি যেমন দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আহ্লাদিত হয়।" (পৃঃ ২)। কবিতাকারের প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করে রামমোহন গ্রন্থশেষে লিখেছেন—"কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্বাক্য কহিয়া থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বরবোধ করিয়া বহুকাল পর্যন্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাঁহাকে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানোপদেশ অবশ্যই দুঃসহ হইবেক সুতরাং দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন।" (পৃঃ—২৩) কবিতাকার কে এখনও জানা যায়নি। তাঁর প্রত্যুত্তর পুস্তকখানিও পাওয়া যায় না। রামমোহনের কবিতা-কারের সহিত বিচার গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২, উত্তর—২৩ এবং প্রত্যুত্তর—৪৯ পৃষ্ঠা।

ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার'। এই শাস্ত্রবিচারে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর প্রতিপাদ্য ছিল—বেদজ্ঞান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে না। "রামমোহন প্রতিপন্ন করেন—বেদে এমন সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সুতরাং বেদপাঠ না করেও তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিশ্বসৃষ্টি কৌশলের বিষয় অনুসন্ধান করলেই এই বিশ্ব-জগতের কর্তা যে পরমেশ্বর তাঁর ধারণা হয়, আর চিরন্তনের দ্বারা সেই ধারণায় স্থিতিলাভ করতে হয়" (কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ,' পৃঃ ১৫)। রামমোহনের উত্তর বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। চার পৃষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদের নাম ছিল An apology for the pursuit of final beautitude, independently of Brahminical observances. ১৭৪১ শকাব্দের ১৭ই পৌষ বিহারীলাল চৌবের বাড়িতে আত্মীয় সভায় সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে রামমোহনের সাক্ষাৎ হয়েছিল—এ সংবাদও পাওয়া যায়।

বেদান্ত ও উপনিষদ প্রকাশের মাধ্যমে রামমোহন ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন—যদিও ধর্মসংস্কারক রামমোহনের চিন্তাধারার সঙ্গে কবীর, নানক, চৈতন্য—এঁদের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য ছিল। মানুষের সামাজিক

উন্নতির চিন্তাই তাঁকে ধর্মসংস্কারে অনুপ্রাণিত করেছিল। Dr. Tukerman-কে লেখা এক পত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindoos is not well-calculated to promote their political interest···It is, I think necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort'. (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' পুস্তকের পৃষ্ঠা ১১৫) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সমগ্র সমাজকে জাতি ও শ্রেণীগত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে তুলে এক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল রামমোহনের ধর্মসংস্কারের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য। 'কিন্তু যে ব্রহ্মের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্মগত বিশ্বাসের ব্রহ্ম, নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম নয়' (ড. সুশীলকুমার দে : নানা নিবন্ধ : পৃঃ—২৩৭)। ধর্মসংস্কারে তাঁর হাতিয়ার ছিল শাস্ত্র ও যুক্তি। 'The Theism of Roy claims to rest on two poles—the absolute vedanta and the Encyclopaedia though of the eighteenth century—on the formless God and Reason' (Romain Rolland's 'Life of Ramkrishna,' Page 105). বৈদান্তিক রামমোহন সম্বন্ধে রামমোহনের অনুগামী কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর Phases of Hinduism গ্রন্থে লিখছেন—'Whether Rammohan Roy believed in the vedas as a revelation is very doubtful. We are inclined to think he was an ecclectic philosopher and a philanthropist. He believed in a great and living God and in His power, wisdom and goodness and what he believed he found or thought he found in the Vedas. He endeavoured to engraft on them a kind of universal unitarianism. He laboured to destroy the idolatry of the Pooranas and to revive the monotheistic doctrines of the Vedas (Page—28).

কিন্তু বেদান্তের পূজারী হয়েও রামমোহন শিক্ষাক্ষেত্রে বেদান্তের বিরোধিতা করেছেন এবং বেদান্তের মায়াবাদকে স্বীকার করেন নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রের এক

জায়গায় তিনি লিখছেন—'Neither can such improvements arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the vedant. In what manner is the soul absorbed into the Deity? What relation does it bear to the divine essence? Nor will youths fitted to be better members of society by the vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence...deserve no real affection and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better'. আমহার্স্টকে লেখা পত্রে বেদান্ত শিক্ষার বিরোধিতা করলেও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন 'বেদান্ত কলেজ' স্থাপন করেন। তাঁর এই কাজের স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বেদান্তের মীমাংসায় রামমোহন অদ্বৈতবাদী হলেও ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবে তিনি সংসারবিমুখ ছিলেন না, যদিও তাঁর ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি বৈরাগ্যভাব উত্তেজক।

বেদালোচনায় পরবর্তী ব্রাহ্ম সংস্কারকগণ রামমোহনের সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন না। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্য মর্যাদা ভ্রষ্ট করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন।...মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশ উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃতি উপদেশের প্রামান্য মর্যাদা শ্রুতি প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি প্রতিষ্ঠিতমাত্র। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও এ গ্রন্থ তাঁর নিজের। ইহার মতামত তাঁর। প্রাচীন ঋষিদিগের নহে' (বিপিন পাল, 'চরিত্র চিত্র', পৃঃ-২২৬)। 'অন্যদিকে রামমোহন বৈদান্তিক হইলেও, তাঁর পূর্বতন কোনও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে একান্তভাবে সত্য আশ্রয় করিয়া, পূর্বতন ঋষি ও মণীষিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষিপন্থার অনুসরণ করিয়া আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচীন বেদান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন' (বিপিন পাল, ঐ, পৃঃ-২২৬)। বেদালোচনায় রামমোহনের সার্থক উত্তর সাধক ব্রাহ্ম-বিরোধী স্বামী বিবেকানন্দ। যদিও উভয়ের মানসিকতায় বিশাল প্রভেদ। রামমোহনের মত স্বামী বিবেকানন্দও জাতীয় উন্নতির জন্য জাতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম প্রয়োজন—এই মত

পোষণ করতেন। স্বামীজীও ছিলেন শঙ্করানুগামী। স্থান কাল পাত্র ভেদে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রালোচনায় অবশ্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি রাজা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এমন একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ধারণার নির্মাতা।

"ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান
চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্ধ্ব সমান।
তাঁহার বিভূতিদেহ সব চিদাকার
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া করে নিরাকার॥ (শ্রীচৈতন্য)

রামমোহন রায়ের ব্রহ্মভাবনা একই প্রত্যয়ে স্থিত। তাঁর ব্রহ্মসত্য অনুধ্যানে এই ভাবনার সার্থকতম প্রতিফলন। মা 'ফুলঠাকুরাণী' শ্রীরামপুরের তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শাক্ত পিতার দুহিতা,—পতিকুল ধর্মে তিনি পরমা বৈষ্ণবী,—গোপীনাথ তাঁর ইষ্টদেবতা। তাঁর ভক্তিরসস্নিগ্ধ মানসে ঝংকৃত সেই সুর—

"কলি ঘোর তিমিরে পরাসিল জগজন
ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥"

তাঁর বিশ্ববন্দিত পুত্রের মনে এ সুরঝংকারের অনুরণন জাগেনি—এমন ধারণা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। গোস্বামীর সহিত বিচারে বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন কোন ঘটনার প্রতি রামমোহনের সুতীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক মন্তব্য যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি মানিকতলার ভবনে তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী ও তদ্‌ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সকাশে রাধাতত্ত্ব আলোচনার সেই ঘটনা সোফিয়া ডবসন্ কলেট্ ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচিত রামমোহন জীবনীতে কেন বর্জিত ও উপেক্ষিত,—সেটুকু নতুনভাবে জানার প্রয়াস আমাদের পক্ষে আবশ্যক কৃত্য (প্রথম পর্ব : পরিক্রমা-পৃঃ-৫৩-৫৫ দ্রষ্টব্য)।

"...প্রেমের পরমভাব মহাভাব জানি
সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাণী"...

"...বৈষ্ণব সাহিত্যে এই দিব্য চেতনার মূর্তিমতী প্রকাশ হইতেছেন শ্রীরাধা। তিনি হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনীর অংশ রাধা—তাঁর প্রেম আনন্দ চিন্ময় রস—প্রেমের আখ্যান। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম রসময় স্বরূপ। তিনি

হইতেছেন্ প্রেমের কারণ (মদ) সমুদ্র—তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল পবনে সহস্র লীলাময় তরঙ্গচাঞ্চল্যে চঞ্চল সেই সমুদ্র প্রতিক্ষণে বিচিত্র লীলা চাঞ্চল্যের ক্রোড়ে আছে যে আহ্লাদিনী শ্রী তাহাই হ্লাদিনী শক্তি বা রাধা। সুতরাং বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের প্রকৃতি এবং রাধাকে প্রেমের বিকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাধার এই প্রেমই রাগানুগা প্রেম বা ভক্তি। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম অবলম্বন এবং ইহা রূপায়িত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যলীলায়। অপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণলীলায় অভীপ্সাপূরণই শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিযাছেন রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্য কথিত সাধ্যসাধন তত্ত্বে। এই প্রেমই রাগানুগা প্রেম এবং রস। ইহাই ওতপ্রোতভাবে বৈষ্ণবপদাবলীকে সরস এবং শাশ্বত আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।"…(রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলি-৬, মুখপত্র বিশ্ববাণী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৮১ সংখ্যা হইতে সংকলিত-পৃঃ ১১১)।

রামমোহন মানসিকতার মূল ভিত্তি ছিল যুক্তিবাদ ও মানবহিতবাদ—এক হাতে যুক্তি এবং অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে তিনি ভাঙা ও গড়ার কাজে নেমেছিলেন। ইসলামের 'মোতা জেল' সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ, 'মুহহাদ্দিন' সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ, বেদান্ত উপনিষদ চর্চা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা রামমোহন রায় অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর বহুমুখী কর্মধারায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব কম ছিল না। এই সমস্ত বিচিত্র ভাবনা কেমন করে রামমোহনের মধ্যে সুসমন্বিত হয়েছিল—সে তত্ত্ব দুরবগ্রাহ্য।

রামমোহন জীবনী অধ্যয়ন করলে আমরা একজন তন্ত্রসাধকের সঙ্গে পরিচিত হব। ইনি শ্রীমৎ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত। সন্ন্যাস জীবনের পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮৩৪)। গোবিন্দপ্রসাদ রায় (রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অগ্রজ সহোদর জগমোহন রায়ের পুত্র) বনাম রামমোহন রায় বৈষয়িক মামলায় রামমোহন রায়ের পক্ষে সাক্ষী হরিহরানন্দের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, চোদ্দ বছর বয়সে রামমোহন হরিহরানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। রামমোহনের অন্যতম সুহৃদশিষ্য জন এডাম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন প্রসঙ্গে লিখেছেন, "…He seems to have been religiously disposed from his early youth having proposed to seclude himself as a Sannyasi (ascetic), or devotee, at the age of fourteen, from which he was only dissuaded by the entrea-

ties of his mother..." (মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেটের 'লাইফ অ্যাণ্ড লেটারস অব রাজা রামমোহন রায়'—পৃঃ ৭)। পূর্ববর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় হরিহরানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সন্ন্যাস জীবন কিশোর রামমোহনের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনেও রামমোহন তীর্থস্বামীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। হরিহরানন্দ ছিলেন একাধারে রামমোহনের গুরু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তীর্থস্বামীর শিষ্য সমাজেও রামমোহন 'তান্ত্রিক ব্রহ্মাবধূত' রূপে পরিচিত ছিলেন। (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী—পৃঃ ১৪৯)।

রামমোহনের কলকাতায় আবির্ভাব (১৮১৫) বেদান্তের অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে। এ যুগে তিনিই সর্বপ্রথম প্রায়বিস্মৃত বেদালোচনাকে পুনরায় উদ্বোধিত করেন। বেদান্তের মাধ্যমে রাজা হিন্দুধর্মের সত্য রূপটিকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন রচিত গ্রন্থাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তাঁর রচনাবলীর অনেকখানি জুড়ে আছে বেদান্ত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি। প্রকাশ কাল অনুযায়ী এগুলি পর্যায়ক্রমে হল—বেদান্ত (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), তলবকার উপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯), এবং আত্মনাত্মবিবেক (১৮১৯)। সে যুগে রামমোহন যে অন্যতম বৈদান্তিকরূপে পরিচিত তার পরিচয় আমরা পাই সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়। ২২শে মে, ১৮১৯ সালে আত্মীয় সভার বিবরণ প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণ লিখেছিলেন—'৯মে রবিবার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ('দেব' আখ্যায় অভিহিত রামমোহনের অন্তরঙ্গ সহযোগী ; পৌত্তলিক প্রবোধ, তথ্যপ্রকাশ ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা ১৭৮৪—১৮২১) ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন। ১৮৩৪ সালের ১লা মার্চ 'সমাচার দর্পণ' রাজার মৃত্যুতে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩) লিখেছিলেন,...

"বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার
শুদ্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার।
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত
দর্শন দর্শিতহীন হইল নিশ্চিত ॥......"

বেদান্তের মীমাংসায় রামমোহন ছিলেন অদ্বৈতবাদী এবং নিজেকে তিনি আচার্য শঙ্করানুগামী বলে গৌরব অনুভব করতেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি

'যেমন বৈরাগ্যভাব উত্তেজক এমন কোন ব্রহ্মসঙ্গীত নহে' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৯৯ শক, পৌষ সংখ্যা)।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উল্লেখ করছি।

"...গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে
তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত
বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে কিম্বা ধনজনবলে
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে।
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্যপরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।......"

আশ্চর্যের বিষয় অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হয়েও রামমোহন সংসারবিমুখ ছিলেন না। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা যেখানে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সেখানে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বেদান্তের বৈরাগ্য ভাবধারায় পুষ্ট হয়েও জীবনের পার্থিব দিককে তিনি অস্বীকার করেন নি। শঙ্করপন্থী হয়েও গৃহীত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে শঙ্করের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য রয়েছে।

রামমোহন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন (পৃঃ ৮০/চতুর্থ সংস্করণ)..."গৃহস্থও ব্রহ্মোপসনার অধিকারী এই সত্য প্রচার করিয়া রামমোহন রায় ভারতে নবযুগ প্রবর্তিত করিয়াছেন।"...রাজা 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' (১৮২৬ খ্রীঃ পুস্তকখানি প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত স্বর্গত উপেন্দ্রনারায়ণ পালের সংগ্রহে রক্ষিত) নামে একখানি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। রামমোহনের এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মূলে ছিল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্র ও বেদান্ত, উভয়ের লক্ষ্য এক হলেও, দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরবিরোধী।..."বেদান্ত যেখানে সংসারকে, পার্থিব জীবনের সুখদুঃখকে অসার জ্ঞান করে, সংসারবিমুখ হয়ে মোক্ষ সাধনায় মনপ্রাণ নিয়োগ করতে উপদেশ দেয়, তন্ত্র সেখানেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে ও সংসারকে স্বীকার করে নেয়। মানুষের ভোগবাসনাকে মোক্ষের পথে চরম বিঘ্ন জ্ঞান করে নিবৃত্তিমার্গের সাধনার নির্দেশ দেয় বেদান্ত। অপরপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় মানবমনের অন্তরতম প্রবৃত্তিগুলিকে স্বীকার করে নেওয়ার এক বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা..(দিলীপ বিশ্বাস, 'রাজা রামমোহন ও তন্ত্র', 'দেশ' পত্রিকা, ১৩৫২ সাল, ১৭শে জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৬৪)।

তন্ত্রশাস্ত্রবিদ আর্থার এভালন বলেছেন,...The Raja based his teachings of the Brahmo Dharma on the first three chapters of this Maha Nirvan Tantra,...(Introduction of Maha Nirvan Tantra, P. VII.). ব্রাহ্ম সমাজ নামটির উৎপত্তি হয়েছে মহানির্বাণ তন্ত্রের নিম্নোক্ত শ্লোকটি থেকে।

"...পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা
ব্রহ্মতৎপরাঃ
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ
সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥
নির্বিকারা নির্বিকল্প
দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ
সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত
এবাত্রাধিকারিণঃ ॥...
(অষ্টম উল্লাস/২০৬-৭)

..."যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম তৎপর, পবিত্রান্তঃকরণ, সর্বপ্রাণীর হিতাচরণে রত, শান্ত নির্বিকার, তন্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী (রামমোহনের গুরুবাক্যে প্রত্যয়!), দয়াশীল, দৃঢ়ব্রত, সত্যসঙ্কল্প এবং ব্রাহ্ম তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রের অধিকারী (পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ)।"... এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিশেষ অবস্থার সাধকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত সাধকদের 'ব্রাহ্ম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে পারঙ্গম এবং বিশেষভাবে মহানির্বাণ তন্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত রামমোহন যে তাঁর নবধর্মমণ্ডলীর নামকরণের সময় শেষোক্ত তন্ত্রদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে... (দিলীপ বিশ্বাস, 'দেশ' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ সাল)।

সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা ছিল মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক,"...ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্" (১০/৭৯) ...তন্ত্রই নারীপুরুষকে সমানাধিকার দিয়েছে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রামমোহনের অন্তরে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবের ফল। রামমোহন তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহ সমর্থন করতেন।..."যথা বয়োজাতির্বিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"... (মহানির্বাণ তন্ত্র)..."শৈব বিবাহে বয়স ও জাতিবিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা না হয়, এবং

সভর্তৃকা না হয়, তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক” (রামমোহন রচিত চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ২৬)।

১৮১৮ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীদাহের বিরুদ্ধে একটি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেন। তেলিনীপাড়ার (হুগলী) অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের সহযোগী, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ট্রাস্ট ছিলেন। ১৭৮০ খ্রীঃ শ্রীরামপুর চাতরার ঘাটে তাঁর মা ‘সতী’ হন, অন্নদাপ্রসাদের বয়স তখন পাঁচ বছর মাত্র। বিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত অন্নদাপ্রসাদ স্বাভাবিক ভাবেই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে কৃতসংকল্প হন। ১৮১৩ সালে ভারতসচিব ডাউডসওয়েলকে এক চিঠিতে তিনি সতীদাহ প্রথা বিলোপে সর্বতো সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পুস্তিকা তাঁরই অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। বইখানি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। বিভিন্ন জেলা আদালতের ও সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিতদের কাছেও বইখানি পেশ করা হয়েছিল। ঐ বছরেই ২৭শে মার্চ, ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় রামমোহন রায়ের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর লেখা সতীদাহ সম্পর্কে একটি পত্র প্রকাশিত হল। রুষ্ট তীর্থস্বামী লিখছেন,…… “I must call on those Baboos and Pandits either to vindicate their conduct by the sacred authorites, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shusters ; as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind and changeable custom which deserves no more to be regarded with respect in this instance, than in the case of child murder at Ganga Sagar, which was long ago been suppressed by Government”…ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত মূল চিঠিখানির পুরো বয়ান পরিচ্ছেদ শেষে মুদ্রিত হলো। তৎকালীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের গোচরে এল প্রখ্যাত পণ্ডিত হরিহরানন্দের চিঠি এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাতে বিচলিত হলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ কলকাতার নাগরিকদের তরফ থেকে গভর্নর জেনারেলের কাছে দুটি পৃথক আবেদনপত্র পেশ করা হল,—একটি সতীদাহ বিষয়ক সরকারী নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের, অন্যটি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় আবেদনপত্রের যুক্তি, রচনা-শৈলী দেখে অনেকে মনে করেন এটি

রামমোহন রায়ের রচনা। বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত পুস্তিকা এবং হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর ইংরেজী চিঠি, এ দুটিরও পেছনে রামমোহনের উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

অবশ্য 'সতীদাহ' বিতর্কে রামমোহনের প্রকাশ্য প্রবেশ "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" পুস্তক রচনার মাধ্যমে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সতীদাহ প্রথাকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হলে জনমত গঠন করা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। গ্রন্থাদি প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জনসাধারণকে জানানোই শ্রেষ্ঠ পন্থা। "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" পুস্তকের সঠিক প্রকাশকাল জানা না গেলেও ১৮১৮ খ্রীঃ শেষাশেষি যে বইখানি মুদ্রিত হয়েছিল তা জানতে পারি ঐ বছরের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা থেকে। "...কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক কিছু লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"—আলোচ্য গ্রন্থে সতীদাহের প্রবর্তক ও নিবর্তকের মধ্যে বাক্যযুদ্ধের মাধ্যমে রামমোহন তাঁর বক্তব্য সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সতীদাহ সমর্থক তার কাজের সমর্থনে অঙ্গিরা, ব্যাস, হারীত, বিষ্ণু ইত্যাদি ঋষির শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করলে নিবর্তকরূপে রামমোহন তার জবাবে বলছেন, "...এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে...কিন্তু বিধবা কর্মে মনু প্রভৃতি যা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর॥ কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥ পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্পফলমূল তাহার ভোজনের দ্বারা শরীরকে কৃশ করিবেন এবং অন্যপুরুষের নামও করিবেন না॥ আর আহারাদি বিষয়ে নিয়মযুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাদের যে ধর্ম তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন॥" "মনুস্মৃতির বিপরীত" অন্যান্য স্মৃতি গ্রাহ্য নয়, কারণ—"বেদে কহিতেছেন॥ যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং॥ যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি॥ মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥ মনু স্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে।" বিশেষতঃ বেদে বলেছেন, "যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে

আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্তে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না।” সেইজন্য “স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন।” সতীদাহ প্রবর্তক বিরুদ্ধ যুক্তি দেখাইয়াছেন,…“মনু যে কর্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না।” যেমন মনু সন্ধ্যা করতে বিধান দিলেও হরিসংকীর্তনের বিধান দেন নি, কিন্তু ব্যাস হরিসংকীর্তনের বিধান দিয়েছেন, এক্ষেত্রে “ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত নহে।” এবং এ যুক্তি ব্রহ্মচর্য ও সহমরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে প্রবর্তকের সিদ্ধান্ত। উত্তরে নিবর্তক বলছেন যে, হরিসংকীর্তন ও সন্ধ্যার ক্ষেত্রে একের বিধি অন্যের বাধক নয়, কিন্তু ব্রহ্মচর্য ও সহমরণের ক্ষেত্রে একের অনুষ্ঠান করলে অন্যের অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। পরবর্তী পর্যায়ে নিবর্তক বেদ, মনু, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে যথাযথ উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রবর্তকের সমস্ত যুক্তি ছিন্নভিন্ন করেছেন। শেষে প্রবর্তক বলতে বাধ্য হয়েছেন,··“এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহারকে (অর্থাৎ সতীদাহ প্রথাকে) নিবর্ত করিতে দিব না।” ··কারণ লৌকিক আশঙ্কা,“…স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে…।” রামমোহনের যুক্তি, স্বামী দূরদেশে থাকলেও এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া,…“পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক…।” সুতরাং প্রবর্তকের আশঙ্কা অমূলক। রামমোহন আলোচ্য গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। সতীদাহ সম্পর্কে ইংরেজদের মনের ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়াই ছিল তাঁর গ্রন্থ অনুবাদের উদ্দেশ্য। ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখলেন, “...An idea that the arguments it contains might tend to alter the notions that some European gentlemen entertain on this subject, has induced the writer to lay it before the British Public also in its present dress”....(Work Published by Sadharan Bramho Samaj, Page 3) ইংরেজীতে অনুদিত গ্রন্থখানির প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীঃ, ৩০শে নভেম্বর। ইংরেজী গ্রন্থখানিরও বিলি বন্দোবস্তের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থ প্রকাশে শোভাবাজার রাজপরিবারের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় বিচলিত হলেন। শ্যামবাজার নিবাসী তৎকালীন ধনকুবের কালাচাঁদ বসুর অনুরোধে ও আর্থিকদানে পুষ্ট পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রামমোহনের "সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ" পুস্তিকার জবাব "বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ" নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করলেন। নভেম্বর মাসের মধ্যেই রামমোহনের কাছ থেকে পাল্টা জবাব এলো, "...সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ"। এই গ্রন্থেও রামমোহন একই পারদর্শিতায় বিধায়কের বা প্রবর্তকের সমস্ত যুক্তির অসারত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। "সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিত্র হয় এবং মহাপাতকী যে পতি সেও মুক্ত হয়"... বিধায়কের এই যুক্তির উত্তরে রামমোহন বা নিবর্তক বলেছেন, "...শরীর দাহ করাইয়া কুলোদ্ধার করিতে অত্যন্ত শ্রম এবং দৈহিক ও মানস যাতনা হয়"...। পরিবর্তে মহাদেবকে একটি পাকা কলা অথবা বিষ্ণু কিংবা শিবকে একটি করবীফুল দিলেই তো ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার সম্ভব! কারণ শাস্ত্র বলেছেন, "......একং মোচাফলং পকং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ। ত্রিকোটিকুল সংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥ একেন করবীরেন সিতেনাপ্যসিতেন বা। হরিং বা হরমভ্যর্চ্য ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ ....."॥ সুতরাং অযথা পরিশ্রমের দরকার কি? প্রবর্তকের অভিমত,......"স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃ-করণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্য হয়......"। যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন রামমোহন রায়, "..... প্রথম বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?...তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।...বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্ট করিলে বিদিত হইবেক।...

তাহাদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে”… …(রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৫-৪৬, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)। ভারতবর্ষের নারীজাতির প্রতি কি অপার শ্রদ্ধা, অপরিসীম সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে রাজার লেখা উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে। ১৮২০ খ্রীঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারি রামামাহন রায় ‘দ্বিতীয় সম্বাদের’ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইখানি রাজা রাহমোহন আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ করেছিলেন গভর্নর জেনারেল পত্নী লেডী হেস্টিংসকে। তাঁর আশা ছিল, লেডী হেস্টিংস সতীদাহের বীভৎসতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হলে এই কুৎসিত সামাজিক পাপ থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে। উৎসর্গ পত্রে রাজা লিখলেন, “……The following tract being a translation of a Bengali Essay, publish ed sometimes ago, as an appeal to reason on behalf of Humanity, I take the liberty to dedicate to your Ladyship ; for to whose protection can any attept to promote a benevolent purpose be with so much propriety committed ?……” কিন্তু, হেস্টিংস পত্নীর সহানুভূতির পরিচয় লাভের সৌভাগ্য সেদিনে ভারতীয়দের হয় নি!

১৮২০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি শহর কলকাতার নিমতলা ঘাটের তিন মাইল উত্তরে কুলতলা ঘাটে কলকাতার অভিজাত পরিবারের মহিলা ভগবতী দাসী ‘সতী’ হন। এই শোচনীয় ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাঁর বাধাদানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজের প্রখ্যাত শিক্ষক শিবচন্দ্র বসুর (১৮১৪-১৮৮৮) খুড়ীমা ছিলেন ভগবতী দাসী। বালক শিবচন্দ্র বসু এই শোচনীয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। মর্মস্পর্শী ভাষায় ১৮৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের “The Hindoos as they are” একুশ পরিচ্ছেদের ২৭২-২৭৯ পৃঃ সেই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন রেভা. হেস্টি। বিখ্যাত লেখক ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শিবচন্দ্র বসু নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দেরও শিক্ষক ছিলেন। ড. আলেকজাণ্ডার ডাফ, স্যার চার্লস থিয়োফিলাস্ (পরে লর্ড মেট্‌কাফ), রেভা. হেস্টি প্রমুখের তিনি অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র, আহিরী-

টোলা বসু পরিবারের সুসন্তান শিবচন্দ্র ডিরোজিয়ান ও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম হলেও ইতিহাসের পাতায় বিস্মৃত নায়ক। সুগভীর প্রজ্ঞা. অসাধারণ ইংরেজী রচনাশৈলী তাঁর বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অস্থিরান্তঃকরণ, নিঃসঙ্গ, নাস্তিক ছিলেন। সারা জীবন নিকটতম প্রতিবেশী, হিন্দু কলেজে সহাধ্যায়ী অন্যতম ডিরোজিয়ান্ প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ শিবচন্দ্রের দেহান্ত হয়। তাঁর লেখা সতীদাহের ঘটনা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে মুদ্রিত হল।

দ্বিতীয় পর্ব

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিক্রমা : Shri Hurrihurananda's (Tirthswami Abadhut) letter on the Suttee in the "India Gazette", with editorial comments thereon : March 27,1818.

The Editorial Remarks.

"Several months ago, in the vicinity of Chandernagore, a female victim was immolated on the funeral pile, under circumstances peculiarly affecting. She was a young woman, who had been recently betrothed to a young man of the same town. Everything was prepared for the celebration of the nupitals, which had been fixed for the next day ; the relatives of both parties had arrived from a distance to honour the marriage with their presence ; and the circle of their friends already enjoyed in anticipation the festivities which the approaching day would usher in. On the preceding evening, however, the bridegroom was taken ill of the cholera Morbus, and in a few hours was a lifeless corpse. Information being conveyed of this malancholy event to the bride, she instantly declared her determination to ascend the funeral pile of her betrothed lord ; a long

debate was hereon held between the relations of the bride and the priests respecting the legality of the act; the result of which was that, in such cases the shastras considering the bride as bound to husband by the vow she had taken, permitted a voluntary immolation on the funeral pile. The next day, therefore, instead of the music and joy which had been anticipated the bride was led to the banks of the Ganges, amid the silent grief of her friends and relatives, and burnt with dead body of her intended husband."

"We have heard that another of those abominable human sacrifices took place on Tuesday last at Chitpore, the victim being a young widow of 24 years of age! We are imformed too that an equally horrid exhibition, called the Churuck Poojah, in which the most cruel tortures are self-inflicted by fanatical devotees, is to take place today, under a Christian Government and on the Festival of Easter! While we are actually celebrating the Resurrection of the Savior of the world!"

On this occassion we cannot refrain from giving insertion to the following letter: to show that while Christians are thus indifferent to the execution of those cruel and bloody rites, a large and powerful class of Hindoos themselves are shocked at the practice as being nothing short of wilful and deliberate Murder!"

Letter to the Editor, India Gazette, by Pandit Hariharanand Tirthswami.

"Sir,

Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent on the concremation of widows with the bodies of their deceased husbands, but ranking myself

among Brahmans who consider themselves bound by their birth, to obey the ordinances and maintain the correct observance of Hindoo law, I deem it proper to call the attention of the public to a point of great importance now at issue amongst the followers of that law, and upon the determination of which the lives of thousands of the female sex depend.

"In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government for the removal of the existing restriction on burning widows, in cases not sanctioned by any Shaster, while another body petitioned for at least further restriction, if not the total abrogation of the practice upon the ground of its absolute illegality. Some months ago too, Bykunthanath Bonoorjee,—Secretary to the Brahmya or Unitarian Hindoo community, published a tract in Bungla, a translation of which into English, is also before the public, wherein he not only maintains that it is the incumbent duty of Hindoo widows, to live as asceties and thus acquire divine absorption, but expressly accuses those who bind down a widow with the corpse of her husband, and also use bamboos to press her down and prevent her escape, should she attempt to fly from the flamy pile, as guilty of deliberate woman murder.

"In support of this charge, as well as of his declaration of the illegality of the practice generally, he has adduced strong arguments founded upon the authorities considered the most sacred.

"This tract we hear has been generally circulated in Calcutta, and its vicinity, and has also been submitted to several Pandits of the Zilla and Provincial Courts in Bengal,

through their respective Judges and Magistrates. It is reported too that consequent to the appearance of that publication some Brahmins of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise and I was therefore, in sanguine expectation that the subject would undergo thorough investigation.

"This report has now entirely subsided, and the practice of burning widows is still carried on, and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder, without attempting to show the injustice of the charge or if they find themselves unqualified to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such a charge by further perseverance in similar conduct. I feel also both surprise and regret that European gentlemen who boast of the humanity and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the impertation of murder, with the same politeness and kindness as they would show to the most respectable persons ; I however must call on those Baboos and Pundits either to vindicate their conduct by the sacred authorites, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shastrus ; as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind and changeable custom, which deserves no more to be regarded with respect in this instance, than in the case of child murders at Ganga Sagar which has long ago been suppressed by Government." —Hurrihuranand. (sd.)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[১৮১৮ সাল থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত সতীদাহের সংখ্যা বিচার-বিশ্লেষণ—নিজামত আদালত, গভর্নর-জেনারেল ও লণ্ডনে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের মধ্যে পত্রালাপ—১৮২১ সালে রামমোহনের উদ্যোগে 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ—রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা প্রকাশ—সতীদাহ প্রশ্নে দু'টি পত্রিকার মধ্যে বাদানুবাদ—সতীদাহ প্রশ্নে ইংল্যাণ্ডে চিন্তা—'ব্লু-বুক' প্রকাশ—ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদের মতামত—গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছা—সতীদাহ বন্ধে কাউন্সিলের সদস্য বেলী সাহেবের প্রস্তাব—দেশবিদেশে এই প্রস্তাবের সমর্থন লাভ—কিন্তু লর্ড আমহার্স্টের বিরোধিতা—প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি—আমহার্স্টের ভারত ত্যাগ।]

১৮১৮ সালে সতীদাহের সংখ্যা আগের বছরগুলির তুলনায় সর্বাধিক হলেও ১৮১৯ সাল থেকে সতীদাহের সংখ্যা কমতে শুরু করে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৮১৮ সালে সতীদাহের মোট সংখ্যা ছিল ৮৩৯; ১৮১৯ সালে ৬৫০; ১৮২০ সালে ৫৯৭; ১৮২১ সালে ৬৫৪ ইত্যাদি। ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে সতীদাহের হঠাৎ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সেদিন নিজামত আদালত সাফাই গেয়েছিলেন—এর কারণ, সতীদাহের সংখ্যা নিরূপণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আগের চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন ও ১৮১৭-১৮ সালে মহামারীর প্রকোপ। আদালত অবশ্য তাঁর কৈফিয়তের উপসংহারে লিখেছিলেন যে, যদি উপরোক্ত কারণ দু'টি যথেষ্ট বিবেচিত না হয়, তাহলে তাদের আশঙ্কা, সরকারী হস্তক্ষেপের দরুনই এই সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। আদালত প্রদর্শিত প্রথম দু'টি কারণের শেষেরটি সত্য। ১৮১৯ সালে সতীদাহের বিপুল সংখ্যা হ্রাস দেখে আশঙ্কা জাগে, আদালত হয়ত বা নিজেদের মান বাঁচানোর তাগিদে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিস অফিসারদের অলিখিত গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ বছর থেকে মাসিক রিপোর্টে ইচ্ছাকৃতভাবে সতীদাহের সংখ্যা কম দেখাবেন। আর একটি প্রশ্ন—গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রচার এই সংখ্যা হ্রাসে কোন সহায়তা করেছিল কি? এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে না দেওয়া গেলেও প্রচণ্ড বিতর্কিত নিঃসন্দেহে।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের উদ্যোগে 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সতীদাহের বিপক্ষে প্রচারের জন্য রামমোহন 'কৌমুদী'কে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চাইলেন। এ বিষয়ে মতভেদ ঘটল পত্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ভবানীচরণ সম্পাদক পদে ইস্তফা দিলেন এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে প্রকাশ করলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। সতীদাহ প্রসঙ্গে বাদানুবাদের বহু চিহ্ন সমকালীন 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পাতায় ছড়িয়ে আছে। রামমোহনের অন্যতম বিদেশী বন্ধু জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকায় সতীদাহের বিপক্ষে প্রচারে নেমেছিলেন। বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ইংরেজ ব্যক্তি এ সময় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য মতপ্রকাশ করলেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ইংল্যাণ্ডও তখন এ-বিষয়ে চিন্তিত। ১৮২১ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে সতীদাহ বিষয়ে 'ব্লু-বুক' প্রকাশিত হল। এদিকে ১৮২০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল সতীদাহ প্রসঙ্গে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।…"if (notwithstanding the cessation of the epidemic disorder) the reported number of Suttees should continue to augment, or should not indeed be diminished, the last-mentioned cause of the progressive increase since 1815 would acquire a high degree of probalility; and that it might eventually become proper to prohibit the officers of Govt. from exercising that active interposition, in cases of this description, which had for some years past been authorized by Govt."

উক্ত চিঠিতে ভারতের গভর্নর জেনারেল পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেন যে, সরকারের হস্তক্ষেপের দরুনই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সতীদাহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮২৩ সালের ১৭ই জুন কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এই পত্রের উত্তরে জানালেন যে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী হিসেবেই নয়, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবেও তাঁরা মনে-প্রাণে এই ঘৃণিত প্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁরা এই প্রথার উচ্ছেদ চান না—কারণ, হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের আশংকা। তাঁদের মতে—'সবচেয়ে গ্রহণীয় পথ, উপযুক্ত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে এই প্রথা সম্পর্কে বীভৎসতা ও অবাস্তবতাবোধ

জাগিয়ে তোলা। এর পরবর্তী পর্যায়ে পদমর্যাদাসম্পন্ন 'নেটিভদের' প্রয়াসেই এই এই প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব হবে' (অনুবাদ লেখককৃত)।

কোর্ট অব ডিরেকটর্স ১৭ই জুন, ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে জানালেন—'you are aware that the attention of Parliament and the public has lately been called to this subject. We are disposed to give you a large discretion in regard to the prevention of Suttees because we are persuaded that no general rule can be laid down with either safety or efficiency; and that the adoption of particular measures to local pecularities can only be effected by the Indian Govts....Assuredly the most acceptable form of success.......'

The above resolution of the court was not an unanimous affair two of its directors having struck a discordant note. Shortly after its despath a motion on the subject was brought at a meeting of the court but was defeated. But the matter did not end there. Attempts to raise stronger public opinion against the policy of allowing the practice to continue was beeing made perhaps especially by James Silk Buckingham's newly started magazine, The Oriental Herald, as it has been said a good authority that Lord Hastings would have prohibited it had he the popular voice in England in his favour (March 1827, Oriental Herald, page 555-56). দু'জন সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়া হাউসে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা পরাজিত হল। গভর্নর জেনারেলও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সঙ্গে একমত হলেন (তেসরা ডিসেম্বর, ১৮২৪ তারিখে লেখা পত্র। পরিচ্ছেদ শেষে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সরকারী তরফ থেকে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না। ১৮২৭ সালে কাউন্সিলের সদস্য ডবলিউ. বি. বেলী সতীদাহের বিরুদ্ধে পুনরায় মত প্রকাশ করলেন।

ব্যবস্থাপক সভার সহ-সভাপতি মি. কম্বারমিয়ার বেলীসাহেবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। বিভিন্ন উপায়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা হল। কিন্তু তিনি নিজস্ব মতে অটল রইলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ লর্ড আমহার্স্ট তাঁর 'মিনিটে' বেলী সাহেবের বক্তব্যের বিরোধিতা করে লিখলেন—'I would rather wait a few years for the gradual consummation of this desirable event, than risk the violent and uncertain and perhaps dangerous expedient of prohibition on the part of the Government.' ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ লর্ড আমহার্স্টের কার্যকাল শেষ হলে ৪ঠা জুলাই নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। বেণ্টিঙ্কের আগমনে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন নতুন মোড় নিল।

লর্ড আমহার্স্টের পরবর্তীকালের ভূমিকা বেদনাদায়ক। জুলাই ১৮৩১, লণ্ডনের পার্লামেণ্টে হাউস অব লর্ডস্ সভায় লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড লীচ, লর্ড গ্রাণ্ট ও লর্ড গ্রাহাম—এই চার ব্যক্তি ভারতীয় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষে সতীদাহের পুনঃ প্রবর্তন চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহনের উপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে লর্ড ল্যান্সডাউন সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনের সমর্থনে দরখাস্ত পেশ করেন। লর্ড লুসিংটন তাঁকে সমর্থন জানান। এসব প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

Letter from the Governor General, India (Lord Amherst) in council to the Court of Directors (East India Comany, London) communicating their resolutions on Suttees, (Dec. 3, 1824).

(Lower Provinces).

1. Mr. Harrington's Minute and Enclosures, 28th June, 1823.

2. Letter and Enclosures from Register, Nizamat Adawlut, 4th July, 1823.

3. Letter and Enclosures from Register, Nizamat Adawlut, 25th July, 1823.

4. Letter and Enclosers from Acting Register, Nizamat Adawlut, 23rd July, 1824.

5. Letter and Enclosures from Acting Register, Nizamat Adawlut, 24th September, 1824.

6. Resolution of the present date.

Honourable Sirs,

We have the honour to transmit to your honourable court. an extract from our proceedings, containing the reports of Suttees for the years 1822 and 1823, received from the court of Nizamat Adawlut, together with various others documented with the same subject; and a copy of the resolutions which we have this day passed, on an anxious consideration of the important questions which they involve.

2. We take the present opportunity of acknowledgeing your honorable court's letter upon this subject, under date the 17th June, 1823, and of expressing the gratification which we have derived from the confidence reposed in us by your honourable court, in leaving to our discretion the adoption or suspension of measuers directed to the abolition of the barbarous practice of Sutte.

3. We entirely participate with your honourable court in the feelings of detestation with which you view the rite, and in your earnest desire to have it suppressed; and we beg to assure you that, nothing but the apprehension of evils infinetely greater than those arising from the existence of the practice, could induce us to tolerate it for a single day.

4. Although, as is remarked by your honourable court, the practice varies very much in different parts of the country, both as to the extent to which it prevails and the enthusisam by which it is upheld, yet it cannot be doubted but that it is sufficiently general to have a strong hold on the feelings

of the native population throughout the greater part of our possessions.

5. In fact, the whole difficulty of the question consists in determining the amount of the influence of this fanatical spirit, and it is only upon a sober and careful consideration of native modes of thinking upon the subject, that any safe attempt at legislation can be founded.

6. The difficulty of arriving at any sound practical conclusions, in legislating on subjects connected with religious prejudices is sufficiently obvious in any country; and the peculiar disadvantages under which your servants here must conduct their inquiries on such subjects have been so frequently and so clearly stated that, it seems unnecessary to repeat them in this place.

7. We have reasons, however, to believe that, in the eyes of the natives the great redeeming point in our Government, the circumstance which reconciles them above all others to the manifold inconveniences of foreign rule, is the scrupulous regard we have paid to their customs and prejudices. It would be with extreme reluctance that we adopted any measures tending to unsettle the confidence thus reposed in us. In native opinion, the voluntary nature of the act of Suttee diminishes the right of the Government to interfere; and it must be remembered that the safety and the expediency of suppressing the practice must be judged by reference chiefly to native, and not to European habits of thinking.

8. Were we to be guided by the sentiments which we happen to know exist generally among the higher classes of natives, at the place most favourable for ascertaining their

real sentiments, we mean at the Presidency, we should indeed almost despair of ever seeing the suppression of the practice. The well meant and zealous attempts of Europeans to dissuade from and to discourage the performance of the rite, would appear to have been almost uniformly unsuccessful and prove but too strongly, that even the best informed classes of the Hindoo population are not yet sufficiently enlightened to recognize the propriety of abolishing the rite.

9. Your honourable Court will be gratified by perceiving from tne returns now submitted that, in the interior of the country the practice has been slowly but gradually decreasing.

10. These statements do not promise the early cessation of the practice, under the operation of existing causes ; but we shall anxiously look to the future returns, to ascertain if they exhibit a continued diminition.

11, We do not affect to conceal that such a result would be peculiarly acceptable to us. The whole course of our proceedings has been, in conformity with the principle enjoined by your honourable Court to interfere as little as possible ; and in a subject so beset with difficulty, and in which the risk of advancing appears to us so considerable it would be gratifying to find that the safest and most moderate course was also likely to prove an effectual one.

12. For the reasons assigned in our resolutions of this date, we are decidedly of opinion that the adoption of any new measures of importance is particularly inexpedient at the present moment ; and we hope that the additonal information obtained may eventually enable us to proceed with more confidence.

13. Your honourable Court have been already apprised of the plans for the encouragement of native education, recently adopted, under the orders of Government. These measures depend, in no small degree, for success on the scrupulous exclusion of all reference to religious subjects, and it would appear injudicious to render our first interference with a religious rite simultaneous with the introduction of a system of general education.

14. We entirely concur with your honourable Court in considering that success, arising from increased intelligence among the people, (which can only be brought about, we conceive, by improved education) would be the most acceptable form in which the cessation of the practice could be exhibited.

15. In the meantime your honouurable Court will remark that we have been preparing, should we deem it expedient at a favourable moment, to adopt, in particular places, those measures of partial prevention which you have recommended to our consideration.

16. Something, we hope. has been effected. We have safely and quietly ascertained the extent of the practice, and have guarded against violence being offered to the victims of it ; and, considering that the practice is the growth of many hundred of years, and that it was disregraded by ourselves for the first half century during which we held the government of the country, we think the progress made in nine years, in a matter of such extreme delicacy, is not altogether unstisfactory.

17. We do not wish to pledge ourselves for the future, even by sketching any specific plan for the approbation of

your honourable Court. We hope we have satisfied your honourable Court, that we anxiously desire to see the abolition of the practice ; that reasonable doubts may be entertained of the safety of suppressing it ; that present moment is particularly unsuitable to such an attempt ; that something has been effected by us ; that the subject continues to receive its full share of our attention ; and that we shall keep our minds open to avail ourselves of favourable circumstances, or useful information. Further than this we are not at present prepared to go ; and we have the gratification to belive that these sentiments are comfortable to those expressed in the despatch of your honourable Court to which we are replying (Parliamentary Papers, 1825, Vol 24, page 6).

We have

Fort William, K. C. AMHERST.
3rd December, 1824 EDWD. PAGET.
JOHN FENDALL.

রামমোহন রায়ের পত্রিকা "সংবাদ কৌমুদী" এবং বাকিংহাম সম্পাদিত "ক্যালকাটা জার্নাল" সতীদাহ রদে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেন। 'সংবাদ কৌমুদী' দিনের পর দিন সতীদাহের বীভৎসতা প্রচার করতে লাগলেন। সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকা নিয়ে নানা বাদানুবাদ ও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। অথচ, 'সংবাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত বাদানুবাদের নানা তথ্যচিত্রের যথোচিত মূল্যায়ণ হলেই রামমোহনের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রাসঙ্গিক তথ্য-দলিল হিসাবে সম্পাদকীয় ও চারখানি চিঠি উদ্ধৃত হল,……

Denunciation of some of the illegal excesses in the Suttee practice. (March 18, 1822).

It is well-known that the custom of the Hindoo widows burning themselves with their deceased husbands, has been

carried to excess, for they not only burn those in the prime of life, but also those that are pregnant at the time ; all this is strictly forbidden in their own Shastras. And it is also reported that the widows are made to eat something which intoxicates them, and are then burnt against their inclinations. O what a horrible practice ! Such treatment is contrary to all the Shasters, to religion and to mercy ; since their own Shasters expressly declare that those widows who are pregnant or have not attained the age of maturity should not burn themselves on the funeral piles of their deceased husbands. (Sambad Cowmoody, quoted by Calcutta Journal, March 18, 1822.)

A letter in attempt of the repudiation of the above. (March 10, 1822).

To the Editor of the Summochar Chundrika.

Sir.

I write to you, with the consent of many well-bred, virtuous and rich inhabitants of Calcutta, the following subject, the insertion of which in your paper will greatly oblige me.

So much as has been written in the Sungband Cowmoody of the 5th march, No. XIV, about the violence and injustice excercised in concremation that it is beyond probability ; for if a man through malice, strength, or artifice, were to kill a person even secretly amidst a thick forest, it could not remain undiscovered ; since, besides the EYE that is ever-observing everything which passes in this world, there are Magistrates appointed to preserve order and peace in this country. And the Magistrates never allow a woman to burn herself with her husband, before they have given the

subject a serious and cool consideration, and found the woman to be devoid of all the passions, and to have a constant faith in her husband. The Editor of the Sungbad Cowmoody, merely to expose himself, has thus written in his paper that, "Those widow who are pregnant at the time, or have arrived at years of maturity are made to eat something which inebriates them, and then throw upon the burning piles of their husbands." It is a proverb among the vulgar, that a guardian is always disagreeable to a lewd woman, moonlight to a thief, Ghrytu (clarified butter) to a drunkard and a chaste woman to one of the contrary character. One cannot injure another with impunity.— A woman burns herself publicly before all her relations and friends,—I would therefore advice the Editor, rather than ridicule those who conduct themselves consistently religious principles, to mention the names and residents of the persons who brought him such intelligence, that may obtain information from them respecting such murderers, and then endeavour to make them feel the justice of the Government ; otherwise he must be held as an Infidel, or one deprived of the use of his reason. (Calcutta Journal, March 18, 1822.)

March 10, 1822. BIPRUDOSS.

Another letter on the same. (March 18,1822).

To the Editor of the Sammochar Chundrika.

Sir,

Having read in the Sungbad Cowmoody some improbable assertions advanced as to concremation, before I pass my judgement upon them, and print it in the Chandrika, I beg leave to ask the Editor of that paper the two following

questions, and if they be satisfactorily answered, I doubt not but his proposed reformation may take place. "How did he come by his information that widows who are pregnant at the time, or have not attained the age of maturity, are made to eat something which intoxicates them, and then burnt on the funeral piles of their deceased husbands ? Was this the result of the liveliness of his own imagination or has he printed that story in his Cowmoody, tending to revile the manners and customs of his own country merely to please some foreigners whose manners and customs are quite different from ours ?" (Samachar Chandrika, quoted by Calcutta Journal, March 18, 1822,)

A letter in justification of Suttees, (May 25, 1822.)

To the Spreader of the light of Intelligance, the Editor of the Summachur Chundrika,

Sir,

A letter published in the John Bull by a foreigner of that signature, and to whom the last word is applicable, containing some calumnious observations against concremation, was well replied to on the 15th of April, through the medium of the same Paper by a learned person to the great satisfaction of the religious world, and the removol of the mistakes of the injuries of religion ; but we have been much grieved in looking into the 27th paragraph of this reply. Some sensible Suttee Bidhaok had published in the same Paper of the 29th of April, in favour of the practice of concremation ; at which we were highly pleased. Shortly after on the 1st of May, an Englishman published another letter, expressing his wish to know the authorities for the justification of such a practice ; and on the second day a

person under the signature of "A Friend to the Hindoos" published in the John Bull, in the manner of an antagonist a letter finding fault with the Hindoo religion ; to which letter and the others, a proper reply was given by the aggrieved Hindoos in the John Bull of the 17th of May, which has been to us a very great comfort.

It is very improper to hold religious discussions with persons who differ in their manners and customs, and to wish to become acquainted with the authorities to justify the practice of concremation ; may it is altogether unbecoming for persons of a different faith to ridicule the religion of others. By thus attempting to find fault with one another's religion, it would do mischief to the Government, and conduce to the misery of the subjects. These condemners of religion having published some erroneous conclusions about the injunction for the practice of concremation ; the subject is now in discussion even in England, and many doubts in the Hindoo Shastras have arisen to those who are not versed in them. In order to remove those doubts we shall here cite authorities written in every Shastra, and known in every country, for the practice of concremations which is so very honest, and the means of obtaining final happiness ; and hope when the religious sceptics have made themselves acquainted with the meaning of the following passages, they will leave off those practices to which they have no right and remain silent. (Calcutta Journal, June 25, 1822.)

[Some Authorities quoted]

13th of Joyestho, Sokabda 1744.

CHUNDRIKA PAYNO

An editorial note of the "India Gazette" on an atrocious sutee case (April 12, 1824).

(A letter to the Editor of the Scotsman in the East containing an account of an atrocious suttee case is inserted. The following note is appended to the above letter.)

Note—We wish the more enlightened natives could be exited to petition Government to put a stop to this cruel and barbarous rite, which is as reproachful (being contrary to the doctrines of the religion that sanctions it) as it is abhorrent to the feelings of humanity. But the time is not, we fear, yet come, for expecting such a petition, although we hope it is. We understand a gentleman of talent and great philanthropy did at one time bring a petition forward, when the effort was lost by a opposing remonstrance. (India Gazette, April 12, 1824)—Ed.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পরিক্রমা

১। শিবচন্দ্র বসু (১৮১৪-১৮৮৮) যে সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শী (উদ্ধৃতি : "The Hindoos as they are"—Published by W. Newman, Calcutta and London, 1881, Preface by Rev. Hastie) :

Chapter XXI and Pages 272-279 on Suttee,

"...Fifty years ago (1831), when the British Government was endeavouring to consolidate its power in the East, and when the religious prejudices of the Natives were alike tolerated and respeted, there arose a great man in Bengal who was destined by providence to work a mighty revolution in their social, moral and intellectual condition. The great man was Ram Mohan Roy, the pioneer of Hindoo enlightenment." Having early enriched his mind with

European and Eastern erudition, he soon rose by his energy, to a degree of eminence and usefulness which afterwards marked his career as a distinguished Reformer and a benevolent Philanthropist. He was emphatically an Oasis in this sterile land, a solitary example of a highly cultivated mind among many millions of men grovelling in ignorance. To his indefatigable exertions we are indebted for the abolition of the inhuman practice of Sutttee, the very name of which evokes a natural shrinking from the diobolical dead, which appallingly and suddenly expunged a tender life from the earth, and severed the dearest life of humanity. It was the severest reflection on the Satanic Character of a religion that ignores the first principle of devine law. Women are of an impressionable nature, their enthusiasm is easily fanned into intensity, and superstition and Priest-Craft took advantage of it.

No content with sending a sickman to the river-side to be suffocated and burnt alive to ashes, a narrow-minded hierarchy lent its sanction to the destruction of a living creature, by burning. The Hindoo widow with the dead body of her husband, the fire being kindled perhaps by the hand of one, whom she had nurtured and suckled in infancy. It is awful to contemplate how the finest sensibilities of our nature are some times blunted by a false faith.…

My apology for dwelling on this painful subject now that the primary cause of complaint has long since been removed by a wise Legislature is no other than that I had been an eye-witness of a melancholy scene of this nature the dreadful atrocity of which it is impossible even of this distance of time to call to my mind without horror and

dismay. As the tale I am going to relate is founded in real life its truthfulness can be thoroughly relied upon.

When I was a little boy reading in Pathsala at home, my attention was one morning roused by hearings from my mother that my aunt was going to be a 'Suttee'. The word was then scarcely intelligible to me. I pondered and thought over and over again in my mind what could the word 'Suttee' mean Being unable to solve the problem I asked my mother for an explanation ; she with tears in her eyes," told me that my aunt (living in the next house) 'was going to eat fire'. Instanly I felt strong curiosity to see the thing with my own eyes, still labouring under a misconeption as to what the reality could be. I had then no distinct notion that life would be at once annihilated. I never thought for a moment that I was going to lose my dear aunt forever. My mind was quite unsettled, and I felt an irresistable desire to look into the thing more minutely. I ran down to my aunt's room and what should I see there, but a group of sombre-complexioned women with my aunt in the middle. I have yet after fifty years, a vivid recollection of what I then saw in the room. My aunt was dressed in a red silk 'sari' with all the ornaments on her person, her forehead daubed with a very thick coat of 'Sindoor' or vermillion, her feet painted red with 'Alta', she was chewing a mouthful of betel and bright lamp was burning before her. She was evidently wrapped in an ecstacy of devotion, earnest in all she did, quite calm and composed as if nothing important was to happen. In short, she was then at her matins, anxiously watching the hour when this mortal coil should be put off. My uncle was lying a corpse

in the adjoining room. It appeared to me that all the women assembled were admiring the virtues and fortitude of my aunt. Some licking the betel (পান) out of her mouth, some touching her forehead in order to have a little of the 'sindoor' or vermillion, while not a few falling before her feet, expressed a fond hope that they might possess a small particle of her virtue. Amidst all these surroundings, what surprised me most was my aunt's stretching out one of her hands at the bidding of an old Brahman woman and holding a finger right over the wick of the burning lamp for a few seconds until it was scorched and forcibly withdrawn by the old lady who bade her do so, in order to have a foretaste of the unshaken firmess of her mind. The perfect composure with which she underwent this fiery ordeal fully convinced all that she was a real suttee, fit to abide with her husband in Boyekuntha paradise (বৈকুণ্ঠধাম). Nobody could notice any change in her countenance or resolution after she had gone through this painful trial.

It was about eleven o'clock when preparations were made for the removal of the corpse of my uncle to the Ghaut (ঘাট). It was a small mourning procession, nearly thirty persons, all of respectable families of Calcutta, some volunteers to carry the dead body alternately on their shoulders. The body was laid on a 'charpoy' (চারপায়া যুক্ত দড়ির খাটুলি/উল্লেখযোগ্য, সেকালে দরিদ্র, ধনী নির্বিচারে হিন্দুগণের সকলেই সংস্কারানুযায়ী দড়ির খাটুলি শবদেহ বহনের জন্য ব্যবহার করতেন, পরবর্তী কালে আভিজাত্যের দম্ভের প্রতীক ভাল খাটে অর্থাৎ সুদৃশ্য কাঠের খাটে শবদেহ বহনের প্রথা নতুন প্রচলিত হয়, হিন্দু সংস্কারের পরিপন্থী এই নতুন প্রথা ; আজও বহু অভিজাত পরিবারে দড়ির খাটুলি ব্যবহৃত হয়, পল্লীগ্রামে কাঁচা বাঁশে তৈরী 'চাঙ্কি' বা একধরনের মাচার মত শয্যায় শবদেহ বহন করা হয় ;

বাঙালী ব্যতীত অন্যপ্রদেশের হিন্দুগণ শবদেহ বহনে প্রাচীন প্রথার অনুগামী), my aunt followed it, not in a closed but an open 'Palki' (পালকি). She was unveiled (মাথায় ঘোমটা নেই !) and regardless of the consequences of a public exposure. She was in a manner, dead to the external world. The delicate sense of shame so characteristic of Hindoo females was entirely suppressed in her bosom. In truth, she was evidently longing for the hour when her spirit and that of her husband should meet together and dwell in heaven. She had a 'Toolsee Mala' ('তুলসীমালা,—string of basil beads) in her right hand which she was telling and she seemed to enjoy the shouts of "Harree, Harree bol" (হরি হরি বল) with perfect serenity of mind. How can we account for the strange phenomenon wherein a sentient being in a state of full consciousness was ready to surrender at the feet of 'Hari,' the last vital spark of life forever, without a murmur, a sigh, or a tear ? A deep, sincere religious faith, which serves as a sheet-anchor to the soul amidst the storms of life, can only unriddle the engima and disarm death of its terrors. We reached Nimtala Ghat about twelve and after staying ten or fifteen minutes, sprinkling the holy water on the dead body and all prceeded slowly to Kooltala Ghat about three miles north to Nimtalla. On arriving at the destination which was the dreamy abode of Hindoo undertakers, solitary and lonesome, the police Darogah (who was also a Hindoo) came to the spot and closely examined my aunt, in various ways attempting if possible, to induce her to change her mind, but she, like 'Joan of Arc', was resolute and determined. She gave an unequivocal reply to the purport that "such was her predestination," and that "Hurree had

summoned her and her husband into the 'Boykonto' (বৈকুণ্ঠধাম)." The police Darogah amazed at the firmness of her mind, being made for a funeral pile, which consisted of dry fire-wood faggots, pitched with a lot of sandal wood, Ghee etc, in it to impart a fragrant odour to the air. Half a dozen bamboos or sticks were procured also, the use of which we afterwards understood and saw. We little boys were ordered to stand aloof. The Brahmin undertaker came and read a few 'mantras'. The dead body wrapped in new clothes being placed on the pyre, my aunt was desired to turn seven times round it (সাতবার মৃত পতির চিতা প্রদক্ষিণ করলেন), which she did while strewing a lot of flowers, cowries (shells : কড়ি) and parched rice on the ground. It struck me at the time that at every successive circumambulation, her strength and presence of mind failed, whereupon the police Darogah stepped forward once more and endeavoured even at the last moment to deter her from her fatal determination, but she, at the very threshold of ghastly death, in the last hour of expiring life, the fatal torch of Yoma (Pluto) before her, calmly ascended the funeral pile and lying by the side of her husband with one hand under his (husband's) head and another on his breast, was heard to call, in voice half suppressed, on "Hurree, Hurree,"—a sign of firm belief in the reality of eternal beatitude. When she had thus laid herself on the funeral pyre, she was instantly covered or rather choked with dry wood, while some stout men held and pressed down the pyre, which was by this time burning fiercely on all sides, with the bamboos. A great shout of exultation then arose from the surrounding spectators, till both dead and living bodies were converted into a handful of dust and ashes ! When the

tragic scene was brought to a close and the excitement of the moment subsided, men and women wept and sobbed, while cries and groans of sympathy filled the air.

If all religions be not regarded as 'splendid failures', that outlook into the future, which sustains us amid the manifold griefs and agonies of a troublous life, holds out the sure hope of a blessed existence hereafter. My aunt, Bhuggobutty Dosee, though a victim of superstition, had never the less a firm, unalterable faith in the merciful dispensations of 'Hurree' which prompted her to renounce her life for the salvation of her own and her husband's soul. giving no heed whatever to the importunity of her friends or the admonition of the world. The sincerity of her religious conviction immeasurably out-weighed every other wordly considerations, and no fear or temptation could deter her from her resolute purpose despite its singularly shocking character. It was the depth of a similar religious conviction and earnestness of purpose that led 'Joan of Arc' to suffer martyrdom on a funeral pile ! When asked by the executioner if she believed in the reality of her misson, 'yes' she firmly replied, while the flames were ascending arround her. "My voices were of God. All that I have done was by the command of God. No, my voice did not deceive me. My revelations were of God."—"Nothing more was heard from her but invocations to God, interrupted by her long drawn agony. So dense were the clouds of smoke that at one time she could not be seen. A sudden gust of wind turned the currrent of the whirlwind and Jenne was seen for a few moments. She gave one terrific cry, pronounced the name of Jesus, bowed her head, and the spirit returned to God who gave it. Thus

perished Jenne, the maid of Orleans, and thus perished Bhuggobutty Dossee, my aunt."

শিবচন্দ্র বসু তাঁর খুড়ীমার 'সতী' হওয়ার মর্মস্পর্শী বিবরণে বলেছেন, "...আমি তখন পাঠশালায় পড়ি। হঠাৎ ভোরে একদিন বাড়ীতে কান্নার শব্দ শুনে বিচলিত হলাম। আমার খুড়োমহাশয় মারা গেছেন। আমার খুড়ীমা 'সতী' হবেন শুনে ভাবলাম সেটা কি ব্যাপার? মা বললেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, 'তোমার খুড়ীমা আগুন খাবেন'! কৌতূহল ও বেদনা, দুই তীব্র হল।... বেলা ১১-৩০টা নাগাদ ত্রিশ চল্লিশ জন আত্মীয় বন্ধু, সকলেই কলকাতার অভিজাত পরিবারের লোক, শোকযাত্রা করে খুড়োমহাশয়কে নিমতলা দাহ ঘাটে নিয়ে চললেন। পিছনে খোলা পাল্‌কিতে আমাব খুড়ীমা চলেছেন সতী হতে। পরনে লালপাড় গরদের সাড়ী, সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলংকার, কপালজুড়ে সিঁদুর, পায়ে লাল আলতা, মুখে পান, হাতে হরিনামের জপমালা, গলায় তুলসীমালা খুড়ীমা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা! আমরা ছোট বালকেরাও চলেছি। নিমতলাঘাটে শবদেহ স্নানাদি করার পরে আরো উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে কুলতলা ঘাটে আমরা শবদেহ নিয়ে উপস্থিত হলাম। (সুপ্রীম কোর্টের এলাকায় 'সতীদাহ' নিষিদ্ধ থাকায়, সীমানার প্রান্তে কাশীপুরে চিত্তেশ্বরী দুর্গাদেবীর মন্দিরের কাছে কুলতলা ঘাটে সতীদাহের ব্যবস্থা হয়েছিল।) জনৈক হিন্দু পুলিস দারোগা সদলে উপস্থিত হলেন। নানাভাবে আমার খুড়ীমা'কে এই শোচনীয় অনুষ্ঠানে বিরত হতে অনুরোধ করলেন,—ইংরেজ সরকারের এসব অনুষ্ঠানে সমর্থন নেই সেকথা বারবার বোঝালেন। খুড়ীমা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি। বাধা দেবেন না।' যথাবিধি চিতা রচিত হলো, হরিসংকীর্তনের তুমুল শব্দের মধ্যে মৃত স্বামীর পাশে বসে তাঁর মাথা কোলে তুলে নিলেন খুড়ীমা ভগবতী দাসী। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হোল, ঘৃতসংযুক্ত বিপুল পরিমাণ চন্দন কাঠের চিতা ধূধূ জলে উঠলো! আমার খুড়ীমা হরি ধ্বনির মধ্যে জীবন্ত দগ্ধ হলেন। আজ (১৮৭৫) প্রায় ৬০ বছর পরেও সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য ভুলতে পারি নি, আমার খুড়ীমা ভগবতী দাসী এক কুৎসিত সামাজিক প্রথার শিকার হয়েছিলেন; তাঁর অমূল্য জীবন শেষ হয়ে গেল, এ বেদনা বড়ই বেশী!"...

২। বাগবাজারে বিষ্ণু গাঙ্গুলীর মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। গভীর রাতে কাশীমিত্র ঘাটে

পুলিস দারোগা, কয়েকজন ইংরেজ ভদ্রলোক এবং রামমোহন রায়ের উপস্থিতিতে তাঁদের সর্ববিধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল—'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২২ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ) এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করেন ও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। সমাচার চন্দ্রিকা কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করেন! প্রকৃত পক্ষে এই মহিলাকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল! প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় রামমোহন ক্ষুব্ধ হন ও মন্তব্য করেন।

৩। কোন কোন কট্টর সমলোচকের মতে রামমোহন-পরবর্তী কালে বাংলার নবজাগরণের ধারা রামমোহনের অভিলষিত পথে হয়নি। একথা অবশ্য স্বীকার্য তিনিই এ জাতির বুদ্ধির জড়তাকে সজোরে আঘাত করে-ছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই সর্বাগ্রগণ্য মুক্তিপিপাসু মানুষ। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন রামমোহন। দেশের নবজাগৃতিতে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে রামমোহন সজাগ ছিলেন, তাই এদেশে নবচেতনার উন্মেষ ঘটাতে তিনি সংবাদ-পত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন। সাংবাদিক রামমোহনের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ। সম্পাদকের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা সুস্পষ্ট, "...My only object is that I may lay before the public such articles of inteligence as may increase their experience and tend to their social improvements and that to that extent of my abilites I may indicate the rulers a knowledge of the real situation of their subjects and make the subject acquaint with the established laws and customs of their rulers; that the rulers may be more readily find an opportunity of granting relief to the people and the people may be put in possession of the means of obtaining protection and redress from their rulers"...

সতীদাহ আন্দোলনের পটভূমিকায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর সম্পূর্ণ এ দেশীয় পরিচালনায় ও সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হল সংবাদ কৌমুদী; পত্রিকার শিরোদেশে মুদ্রিত শ্লোকটি রামমোহন মানসিকতা বিশ্লেষণে সহায়ক;

"......দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনাং ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥......"

পত্রিকাটি সাপ্তাহিক, প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, মাসিক চাঁদা দু'টাকা। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু দিনের মধ্যেই সহমরণের প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ভবানীচরণের মতবিরোধ ঘটল। ভবানীচরণ পদত্যাগ করলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে শোভাবাজার রাজপরিবারের এবং জয়নারায়ণ মিত্রের অর্থানুকূল্যে ভবানীচরণ প্রকাশ করলেন সমাচার চন্দ্রিকা। চন্দ্রিকা প্রকাশের ফলে কৌমুদী ক্ষতিগ্রস্ত হল সত্য কিন্তু বাঙ্গালী মানসের জাগরণে সংবাদ কৌমুদীর অবদানের মূল্য অপরিমেয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[নারীজাতির স্বাধিকার রক্ষা ও সতীদাহ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের বিবিধ প্রয়াস—গভর্নর জেনারেল রূপে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভারতে আগমন—সতীদাহ উচ্ছেদে বেণ্টিঙ্কের নানা প্রয়াস ও তৎপরতা—অধ্যাপক উইলসনের কাছে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানার জন্য বেণ্টিঙ্ক'এর পত্র প্রেরণ—আইন প্রণয়নের বিরোধিতায় উইলসনের পত্র—রামমোহনের সঙ্গে বেণ্টিঙ্কের সাক্ষাৎকার—রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক তৃতীয় পুস্তিকা প্রকাশ—সিপাহী বিদ্রোহের আশঙ্কা সম্পর্কে সামরিক দপ্তরে বেণ্টিঙ্কের পত্র—১৮২৯ খ্রীঃ লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডাইরেকটরদের কাছে বেণ্টিঙ্কের 'মিনিট' পেশ—সতীদাহ উচ্ছেদ আইন (রেগুলেশন/১৭ অফ ১৮২৯ খ্রীঃ)—রামমোহন গোষ্ঠীর উল্লাস—বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান—বিমর্ষ রক্ষণশীল হিন্দুগণ কর্তৃক আইন প্রত্যাহারে লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে আবেদন—আবেদন নাকচ বা খারিজ—রক্ষণশীল হিন্দুগণের ধর্মসভা স্থাপন ও অর্থ সংগ্রহ—প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীলদের আবেদন পেশ—রামমোহন গোষ্ঠীর পাল্টা আবেদনপত্র রচনা ও রামমোহনের ইংলণ্ড গমন—লণ্ডনে রামমোহনের গ্রন্থপ্রকাশ—হাউস অফ লর্ডসে এই আবেদন পত্র পেশ—রক্ষণশীলদের আবেদন নাকচ—রামমোহন-পন্থীগণের উল্লাস—রক্ষণশীলদের আক্ষেপ—সিপাই বিদ্রোহের ভয় দেখানো ইত্যাদি]

ভারতীয় রেনেসাঁর ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের যথোচিত মূল্যায়ণ হয় নি। তাঁর বিবিধ ভূমিকায় বিচিত্র নানা কর্মের সার্থক প্রয়াস ও ও রূপায়ণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক অভিমত সংহত ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। রাজার

প্রথম প্রামাণ্য জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩) ইংরেজী ভাষা সংযত নিরপেক্ষভাবে তাঁর জীবনী রচনা করেন (১৮৪৫ খ্রীঃ)। পরবর্তী কালে এই জীবন-প্রসঙ্গ ও লেখক সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পান নি কিশোরীচাঁদের সংগৃহীত উপাদান সম্পর্কে সমালোচকগণের অনেকেই তাঁ বিশ্লেষণে মুখর। একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখযোগ্য,—কিশোরীচাঁদের পিতৃদে রামনারায়ণ মিত্র (১৭৮২-১৮৪২) রামমোহন রায়ের বৈষয়িক সুহৃদ ছিলেন দুই পরিবারের অন্তরঙ্গতা অবশ্যই ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ কিশোরী চাঁদের উপাদান সংগ্রহে পিতা রামনারায়ণের সহযোগিতা অসম্ভব নয়। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রামমোহন রায়ে জীবন-চরিত' কয়েকটি সংস্করণই গণসমাদরে সমাদৃত। কিন্তু এই একমাত্র বা বাঙালীর সম্বল জীবন চরিতের এক একটি সংস্করণ নানা পরস্পরবিরোধ অনৈতিহাসিক ভ্রান্ত তথ্যে ভারাক্রান্ত! একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখই এ প্রসঙ্গে যথোচিত হবে,—"পুণ্য" পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন সম্পাদনা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী,—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রীগণে অন্যতমা এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুহিতা, আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়) ৫ম খণ্ডের, ১১, ১২ সংখ্যায় (পৃঃ ২৭৮-২৭৯ দ্রষ্টব্য) স্বর্গত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) ব্রাহ্মসমাজ ও রাজ রামমোহন রায় সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 'পুণ্য' ঠাকুর পরিবারে প্রচারিত পত্রিকা। ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো হইতে 'পুণ্য যন্ত্রে, এবাদত আলি খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। অগ্রিম দে বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ছয় আনা—গ্রাহক সংখ্যা ছিল এক হাজারের মত "পুণ্য" পত্রিকায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,—"......রামমোহন রায়কে আমি দেবতার আসনে স্থান দিতে পারিব না। তিনি ছিলেন একটি পূ মানুষ এবং মানুষের মধ্যে অসাধারণ, মহাপুরুষদিগের অন্যতম। আমাদের দেশে জীবনী-লেখকগণ প্রাণপণে লেখ্য ব্যক্তিগণকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে চড়াইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। নিরপেক্ষ অত্যুক্তিহীন জীবনী এদেশে অতীব বিরল। আমরা দেখিতে চাই অমুক মহাপুরুষ সত্য সত্য কিরূপে মহাপুরুষত্ব লাভ করিলেন এবং কি কি কারণেই বা তাঁহার কার্য সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত অতি উপাদেয়

পুস্তক। প্রয়োজনমত আমিও এই গ্রন্থ হইতে রামমোহন রায়ের জীবনসম্বন্ধীয় অনেকগুলি উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। তথাপি আমি একথা বলিতে বাধ্য যে নগেন্দ্রবাবু রামমোহন রায়কে দেবতার স্থান প্রদানে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সেই কারণে স্থানে স্থানে অত্যুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

"তৃতীয় সংস্করণের ১৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে, 'রামমোহন রায় কাশীধামে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রেরিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে বেদাদিশাস্ত্রে আশ্চর্য রূপ জ্ঞান উপার্জন করেন।'.. আবার ঐ সংস্করণেরই ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে, '...বিংশতি (২০) বৎসর বয়সে তিব্বত ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পরে রামমোহন রায় অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অল্পকালের মধ্যে আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।'...প্রথমোদ্ধৃত উক্তি নিতান্তই অত্যুক্তি। প্রথমতঃ রামমোহন রায় এ বয়সে বেদ তো অধ্যয়ন করেনই নাই, উপনিষদাদি যে এ সময়ে পড়িয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ অত্যুক্তির দোষ এই যে, অল্পবুদ্ধির লোকেরা এইরূপ অত্যুক্তি পড়িয়া ভাবিয়া থাকে যে, ষোড়শবর্ষ বয়সের মধ্যে বেদাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং সে বিষয়ে চেষ্টা করাই বৃথা। 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে' যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহাতে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিও দেখিতে পায় যে, এরূপ বিরাট ঘটনা কিরূপে সংস্থাপিত হইল এবং কেনই বা এখন ইহাতে অবশ্যম্ভাবী পতনের লক্ষণ দেখা দিতেছে এবং সুতরাং কি উপায়ে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা যাইতে পারে, কোন ঔষধের গুণে ইহার মুমূর্ষু প্রাণে নবযৌবনের তেজ দেওয়া যাইতে পারে......।"

হিন্দুনারীর স্বাধিকার রক্ষায় রামমোহন রায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন। এই ভূমিকার তাৎপর্যটুকু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সতীদাহ আন্দোলনে তাঁর মহনীয় ভূমিকা সামগ্রিকভাবে নারীর স্বাধিকার রক্ষায় তাঁর প্রয়াসের পরিপূরক। ১৮২২ খ্রীঃ কলকাতার ইউনিটেরিয়ান প্রেস থেকে মুদ্রিত হল তাঁর গ্রন্থ "Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females." হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ও সতীদাহের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন রামমোহন তাঁর এই বইখানিতে। পুস্তিকাটি মুদ্রিত হল সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে।

ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এক স্মরণীয় নাম। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর নামটির সংযুক্তি ভারত ইতিহাসের অমর স্বীকৃতি। ভারতপ্রেমিক বিদেশীয়গণের অন্যতম পুরোধাপুরুষ উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে আমরা মনে রাখিনি। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে তাঁর অনন্য ভূমিকার কথা আমরা যথোচিত মর্যাদায় স্মরণ করি না, ভাবি না কি অসম সাহসিকতায় রক্ষণশীল ইংরেজ শাসকদের, হিন্দুসমাজের গরিষ্ঠ শীর্ষনেতৃত্বের বিরূপ মনোভাব উপেক্ষা করেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিতর্কসভার লক্ষ্য হতে হয়েছিল তাঁকে। ভারতবিদ্যাবিদ্‌ ড. হেরেস হেম্যান উইলসন ও স্বয়ং রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে লর্ড বেন্টিঙ্কের দ্রুত আইন প্রণয়নের সমর্থনে ঐক্যমত হতে পারেননি।

লর্ড আমহার্স্ট চেয়েছিলেন এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা ধীরে ধীরে এই প্রথার অবলুপ্তি। অন্যদিকে দৃঢ়চেতা বেন্টিঙ্ক বুঝলেন, আইন করে এই বীভৎস প্রথা উচ্ছেদের সময় উপস্থিত। পদে আসীন হয়েই বেন্টিঙ্ক সতীদাহ বিষয়ে সমস্ত আনুপূর্বিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মতামতের জন্য আহ্বান জানালেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ উচ্ছেদে যে দৃপ্ত, দৃঢ় মানসিকতায় ও অননুকরণীয় মানবতাবাদে, আন্তরিক প্রত্যয়ে পরিচালিত হয়েছিলেন সেটুকু অনুভব করলেই ভারতীয় সমাজ-সংস্কারে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের মনে। Demetrices C. Boulger তাঁর লেখা গ্রন্থ 'India in the Ninteenth Century' তৃতীয় পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৮৩—৮৬) "The first epoch of Reform" অধ্যায়ে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের যথোচিত মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "The adoption of English as the official tongue, in 1835 A. D, was accompanied by Lord William Cavandish Bentink's (1774-1839) strong recommendation in favour of throwing open the higher posts of Civil Service to natives. As Sir Charles Trevelyan said in his evidence before a committee in 1853: ...To Lord Wilkam Bentink belongs the great praise of having placed our dominion in India on its proper foundation, in the recognition of the great principle that India is to be governed for the benefit of the Indians, and that the

advantages which we derive from it should only be such as are incidental to and inferencial from that course of proceedings.......It should also be recorded that Lord William Bentink was the first Governor General in India to admit native gentlemen into his intimacy. He did not exclude the leaders of native thoughts and intelligence from his splendid hospitality, and for the first time in Anglo-Indian intercourse the social barrier between the several races was removed. This practice disappeared with him, and was not revived for another thirty years. It contributed not a little to the exceptional reputation Lord William Bentink enjoys to this very hour among the natives of India."

প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল মাকুইস্ অব্ হেস্টিংস ইংলণ্ডে তাঁর এক বন্ধুকে সতীদাহ প্রসঙ্গে একখানি পত্র লিখেছিলেন। আকস্মিক ভাবে, সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত এই পত্রখানি লর্ড বেন্টিঙ্কের হস্তগত হল। এই পত্রেই সতীদাহ প্রথা মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা একথা জেনেও, হেস্টিংস অভিমত দিয়েছিলেন,......"সৈন্যদলের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আইনের সাহায্যে জোর করে এই প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে...... !" লর্ড আমহার্স্ট তাঁর লেখা 'স্মারকপত্রে' (১৮ই মার্চ, ১৮২৭ খ্রীঃ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের নিকট লিখিত) সতীদাহ প্রথা আইনের সাহায্যে উচ্ছেদে সিপাহী বিদ্রোহের আশঙ্কা করেছিলেন,..."I must frankly confess though at the risk of being considered insensible to the enormity of the evil, that I am inclined to recommend our trusting to the progress now making in the diffusion of knowledge amongst the natives, for the gradual suppression of this detastable superstition...I wish, too, that it was possible to take any means of bettering the condition of widows, so as to take away at least all the inducement to concremation, which arises from the forlorn and destitute

existence to which a widow is condemned. These are slow, but I think they are sure means of bringing this barbarous custom into desuetude ; and I would rather wait afew years for the gradual consummation of this desirable event, than risk the violent and uncertain, and perhaps dangerous expedient of a prohibition on the part of the Government (Parliamentary Papers, 1830, Vol. 28, page 133).

১৮২৮ খ্রীঃ ১০ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম সি. বেন্টিঙ্কে আদেশে ভারত সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি ক্যাপটেন আর. বেনসন এক পত্রে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ড. হেরেস্ হেম্যান উইলসনের অভিমত জানতে চাইলে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, ল বেন্টিঙ্ক ইতিমধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাক্তন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা লংকারের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় অভিমত (১৮১৭ খ্রীঃ), নানা খুঁটিনাটি সরকারী বেসরকারী তথ্যাদি, খ্রীষ্টান মিশনারিদের বক্তব্য, সবই গভীরভাবে অনুশী করেছেন। ক্যাপটেন বেনসনের চিঠির উত্তরে ১৮২৮ খ্রীঃ ২৫শে নভেম্ব একটি চিঠিতে ড. উইলসন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। অথচ ড. উইলসন সাহেবই সতীদাহ শাস্ত্রীয় ন এই যুক্তির সমর্থনে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম শ্লোকে পাঠান্তরের আবিষ্কারক। অথচ, এ চিঠিতে তিনি স্পষ্ট লিখলেন,…"আই করলেও এ-দেশীয় হিন্দুগণ তা মানবে না এবং সতীদাহের অক্লান্ত প্রচে চালিয়ে যাবে।" ড. উইলসনের এই বিতর্কিত অভিমত সতীদাহ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নির্দেশে ড. উইলসনের পত্রে মর্মার্থ রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জানালেন তাঁর সামরি সচিব ক্যাপটেন বেনসন। ড. হেরেস হেম্যান্ উইলসনের পত্রখানি এ পরিচ্ছেদের শেষে দ্রষ্টব্য। ড. উইলসনের অভিমত রামমোহন ও তাঁ সম্প্রদায়ের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হল। ১৮২৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টা মিশনারিগণ এ সম্পর্কে একটি ছোট সভা আহ্বান করলেন। রামমোহন রা দ্বারকানাথ ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যা ব্রজমোহন মজুমদার (দেব) প্রমুখ আমন্ত্রিত হয়ে এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন সুদৃঢ় মানসিকতার অধিকারী লর্ড বেন্টিঙ্ক এ সব ঘটনায় এতটুকু বিচলিত হলে

না। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (২৭শে জুলাই, ১৮২৯ খ্রীঃ) লিখেছিলেন, "...An eminent native philanthropist who was long taken the lead of his countrymen on this great question has been encouraged to submit his views of it in a written form and has been subsequently honoured with an audience by the Governor General who, we learn, has expressed his anxious desire to put an end to a custom constituting so foul a blot

অবশ্যই স্মরণযোগ্য, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে কলকাতার সাধারণ মানুষের গণচিত্তে রামমোহন সমাদরে আসনলাভ করেননি। সমকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাজনীতিক চেতনায় যতটা সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন, সামাজিক সংস্কারে, তথাকথিত ধর্মীয় মতবাদে ঠিক ততটাই বা অনেক বেশী দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন। ভারতীয় রেনেসাঁর যথার্থ প্রকৃতি, সমাজসংস্কারে নানা ঘাতপ্রতিঘাত সংযুক্ত বিবিধ প্রয়াস, রাজনীতিক স্বাধিকারের প্রতি ক্রমশঃ আকর্ষণ, এগুলির প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয়ে উনবিংশ শতাব্দীর এই কালের ইতিহাস অনুশীলনে যথোচিত সতর্কতা প্রয়োজন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভারত শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ—১৮২৮ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই। বিশেষ এই তারিখটি ইতিহাসে চিহ্নিত। এগারো বছর বয়স হিন্দু কলেজের। প্রখ্যাত অধ্যক্ষ ডি. অনসলেমের নেতৃত্বে বিশিষ্ট শিক্ষকগণ জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। তরুণ শিক্ষক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) সাহেবকে কেন্দ্র করে তরুণতম 'ইয়ং বেঙ্গল দল' সেদিন বিচিত্র ভাবনায় আলোড়িত।..."দে ওয়ার কাটিং দেয়ার ওয়ে উইথ হ্যাম্ অ্যাণ্ড বীফ অ্যাণ্ড ওয়েডিং টু লিবারেলইজম থ্রু টামব্লারস্ অব বীয়ার...।" ("শূকর আর গরুর মাংসের পথে জালা ভরতি মদ্য নিয়ে তাঁরা মুক্তির পথে চলেছেন") —'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পরিচালক খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এই পরিহাস তথা কটূক্তি ইতিহাসের বিচিত্র পথে আমাদের অগ্রগতি শ্লথ করেনি বরং দুর্বার গতি সঞ্চার করেছে সেই অগ্রগতিতে। ইউরোপীয় ছিলেন না, পর্তুগীজ রক্তের সংমিশ্রণে বর্ণসঙ্কর ইউরেশীয় তরুণ ডিরোজিও সাহেবের চিহ্নিত ছাত্রের দল সেদিন রক্ষণশীল অভিভাবকের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার,

ধর্মসংস্কার, সতীদাহ আন্দোলন প্রভৃতিকে অভিনন্দনে সমর্থন করেছেন। 'দি পার্থেনন', 'জ্ঞানান্বেষণ', প্রভৃতি 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের পরিচালিত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁরা এ সব আন্দোলনের সমর্থনে। শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের 'ব্যাঘ্র-সদনে' ('বাঘওয়ালা বাড়ী') তাঁর ঐতিহাসিক দরবার কক্ষে গভর্নর জেনারেলের আগমন (১৮২৮ খ্রীঃ, ২০শে সেপ্টেম্বর) আকস্মিক ঘটনা নয়, অথবা ব্রিটিশ রাজত্বের পৃষ্ঠপোষক ক্লাইবের মুনশি নবকৃষ্ণের পৌত্র (পোষ্যপুত্রের পুত্র) রাধাকান্তের দরবারে সৌজন্যমূলক আগমনও নয়,— এটুকু জানা দরকার। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে লর্ড বেন্টিঙ্ক হিন্দুসম্প্রদায়কে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন,—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মিশনারি পাদ্রী ছিলেন না, দক্ষ ইংরেজ প্রশাসক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৈষয়িক স্বার্থের অছি বা ট্রাস্টী। মানবতাবাদী মহান্ ব্যক্তিত্বরূপে ইতিহাসে তাঁর স্থান সুচিহ্নিত। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক অন্যদিকে উনপঞ্চাশ জন (৪৯ জন) সামরিক অফিসারের কাছে গোপন পত্র মারফত সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। তাঁদের প্রেরিত উত্তর ছিল আশাব্যঞ্জক। চব্বিশ জন সামরিক অফিসার সরাসরি সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন, বারো জন সামরিক কর্মী এই প্রথার উচ্ছেদ চাইলেও সরকারী হস্তক্ষেপ চাইলেন না, আটজন সামরিক কর্মচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে এই প্রথা উচ্ছেদে পরামর্শ দিলেন। অবশিষ্ট পাঁচজন সতীদাহের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। সিপাহী বিদ্রোহের আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হল।

১৮২৯ সালের ৮ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম সি. বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের স্বপক্ষে কাউন্সিলে এক সুদীর্ঘ 'মিনিট' পেশ করলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের এই স্মরণীয় 'মিনিট' শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সতীদাহ উচ্ছেদের ইতিহাসে নয়, মানবতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্টতম দলিলরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য (লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের এই ঐতিহাসিক 'মিনিট' পরিচ্ছেদের শেষে সংযুক্ত হল)। এই 'মিনিট' থেকেই আমরা জানতে পারি, ১৮২৮ সালে নিজামত আদালতের চারজন বিচারক সতীদাহ উচ্ছেদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বিরুদ্ধে ছিলেন মাত্র একজন জজ সাহেব। ১৮২৯ খ্রী পাঁচজন বিচারপতিই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদকে সমর্থন জানান। "আপার ও লোয়ার প্রভিন্সের" দু'জন পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট মি. ওয়াল্টারওয়ে

এবং মি. চার্লস বারওয়েল সাহেব উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আইন প্রণয়নে সমর্থন জানালেন। আবেগপ্রবণ সুসমৃদ্ধ ভাষায় লর্ড উইলিয়ম সি. বেণ্টিঙ্ক তাঁর 'মিনিটে'র উপসংহারে লিখেছেন,—"...আমার হৃদয়ের প্রথম ও অগ্রগণ্য ঈপ্সিত হচ্ছে হিন্দুদের কল্যাণ সাধন। ধর্মবিশ্বাস তাঁদের যাই হক, তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আমি সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করি আরো নির্দোষ নীতির প্রতিষ্ঠা, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আরো ন্যায়ানুমোদিত ধারণা। ধর্মবিষয়ক বিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে রক্তপাত ও নরহত্যার বিযুক্তিসাধন হবে তাঁদের উন্নততর বোধের প্রথম সোপান। যে সব উত্তেজনা মানুষকে পশুর স্তরে নিয়ে যায় সেই সব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা তখন শান্ত হয়ে ভাববেন স্বীকৃত সত্য-সমূহের কথা। তাঁরা বুঝবেন, বিশ্ববিধাতার বিধানে কোনো স্ববিরোধ ঘটতে পারে না,—জগতের সব জাতির মানুষ ঈশ্বরদত্ত রূপে পেয়েছে এই যে নির্দেশ —নির্দোষের রক্তপাত নিষিদ্ধ, তার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর যখন তাঁদের এই সর্বাগ্রগণ্য ও গর্হিততম প্রথার ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হবেন, তখন কি আশা করা যাবে না, অন্যান্য যে সব প্রথা তাঁদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে আছে সে সব দূর হয়ে যাবে, আর তাঁদের মনের ও কর্মধারার ওপরে যে সব বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে সে সব থেকে এমনিভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে এতকাল তাঁরা যে ভাবে প্রতি বিদেশীয় বিজেতাদের দাস হয়েছেন তার অবসান হবে, আর মানবজাতিসমূহের ভিতরে তাঁদের প্রাপ্যস্থান তাঁরা অধিকার করবেন..." (অনুবাদক—কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার নবজাগরণ, পৃঃ ৩০-৩১)। এই 'মিনিট' পেশ করার ২৭ দিন পরেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সরকার আইন জারী করে (রেগুলেশন নং ১৭/১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলেন (পরিচ্ছেদ শেষে, রেগুলেশনের পূর্ণ বয়ান দ্রষ্টব্য)। ভারতের ইতিহাসে চিহ্নিত তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রীঃ, —নারীমেধ প্রথার অবসান ঘটলো।

রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের আইন প্রণয়নে ঐক্য মত হতে পারেন নি, একথা সত্য। স্বয়ং উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁর ১৮২৯ সালের ৮ই নভেম্বরের 'মিনিটে' বলেছেন,..."I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions, was mentioned to me in connection by that enlightened native, Ram Mohan Roy, a warm advocate for

the abolition of suttees, and of all other superstitions and corruptions engrafted on the Hindoo religion, which he considers originally to have been a pure Deism. It was his opinion that the practice might be suppressed quietly and unobservedly by increasing the difficulties and by the indirect agency of the police. He apprehended that any public enactment would give rise to general apprehension that the reasoning would be, while the English were contending for power, they deemed it politic to allow universal toleration, and to respect our religion, but having obtained the supremacy their first act is a violation of their professions, and the next will probably be, like the Mohommedan conquerors, to force upon us their own religion'......"অনবদ্য ভাষায় গভর্নর জেনারেল সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে রামমোহনের অভিমত ও মানসিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর রামমোহন সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে প্রভূত উত্তাপ ও বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। বর্ষিয়ান ঐতিহাসিক ড. মজুমদার কোন কোন মহলে রামমোহন বিরোধীরূপেও চিহ্নিত হয়েছেন। ১৯১৯ খ্রীঃ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর রামমোহন সম্পর্বে মূল্যবান বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ("On Ram Mohan"—বিমান বিহারী মজুমদার স্মৃতি বক্তৃতা)। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃত রামমোহন জীবনের বিশ্লেষণে প্রদত্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশি 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু' ১৯১৯এ লেখা প্রবন্ধ অধিকতর উত্তাপ সঞ্চারী! ড মজুমদার যা লিখেছেন সেই বক্তব্যের যথোচিত বিশ্লেষণে তাঁর অভিমত খুঁটি পড়ার ধৈর্য অনেকেরই নেই। ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ অবশ্যই নিরপেক্ষ হও উচিত। ড. মজুমদার 'ক্যালকাটা রিভিয়্যু'—ভলিয়্যুম, ৩/নং ৩/১৯৭২ খ্রী পৃঃ ২১৮-২১৯ এ লিখেছেন, "......Ram Mohan Roy has been haile also as the 'pioneer of social reform movements in India' an reference is made to his campaign against the 'Sati', the custo of burning a widow along with the dead husband, as the mo important among them. But it is a fact, which cannot b

and has not been, disputed that the movement for the abolition of the Sati had began before the birth of Ram Mohan. It is said that Ram Mohan was deeply touched by the sight of the immolation of his elder brother's wife (Jogomhan Roy's second wife Aloke Manjari) and hence vigorously took up the cause. The story is almost certainly a later fabrication, but there is no denying the fact that Ram Mohan worked very hard to abolish this cruel practice, and deserves great credits for his effort. Sri Ramanand Chattopadhyaya (Editor, 'Pravasi' and 'Modern Review') admits that Ram Mohan was not the pioneer, but observes, ..."He (Ram Mohan) may or may not have been the central figure in that 'Sati' movement, but it must be admitted by all that but for his excertions that inhuman custom would not have been put down by law, so soon as it was". This statement illustrated how even eminent persons fall victims to the Raja Ram Mohan myth. For the fact is that when the Governor General Lord William Bentink, dismayed at the failure of all steps taken so far to stop the cruel rite, at last took courage in both hands and decided to issue an Ordinance for abolishing it, Ram Mohon, when consulted by him, definitely opposed the idea of passing legislation to abolish it (Bentinks Minute). Much is also made of the fact that Ram Mohan published books to prove that the 'sati' is not enjoined in the Hindoo Shustras. But it is forgotten that while the first tract of Ram Mohan against the 'Sati' rite was published in 1818, Pandit Mritunjay Vidyalankar, a Pandit in the Supreme Court of India, in 1817 recorded his views in his official capacity "which anticipated most of the arguments later advanced by Ram Mohan Roy."

......Reference may be made in this connection to the letter written by Lord William C. Bentink on June 12, 1829, to Mr. Astell, the chairman of the Board of Directors, East India Company,..."There cannot be, he wrote, a man more anxious for the abolition of suttee, the horrible rite than myself. I do not believe that among the most anxious advocates of that measure any one of them could feel more deeply than I do, the dreadful responsibility hanging over my happiness in this world and the next, if, as the Governor General of India, I was to consent to the continuance of that practice for one minute longer. I determined therefore before I came to India that I would virtually take up the the matter and that I would come to an early determination upon it......"(Indlan Archives—Vols. XVI/Page, 18). This letter shows that Bentink did not yield to anyone including Ram Mohan Roy, in denouncing the 'Sati' system ; further that he had decided to abolish it even before he came to India and met Ram Mohan Roy. Thus it is quite clear that Bentink was not inspired by Ram Mohan Roy and the latter was not the 'guiding spirit' of the great humanitarian act as one of the devotees of Ram Mohan sought to prove in a letter to the Stateman, Calcutta, of November 13,
sent a rejonider to it in which I quoted the above letter of Bentink. But it was not published in the Statesman, Calcutta..

"..... লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের (১) 'মিনিট' এবং বোর্ড অফ ডাইরেকটারস্-এর চেয়ারম্যানকে লেখা তাঁর (২) পত্র দু'খানি বিশ্লেষণ করা ও ড. মজুমদারের অভিমত এই দু'খানি দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ণ করা উচিত। রামমোহন রায়ের জীবন, জন্মসন ও কর্ম সাধনার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণে ঐতিহাসিক ড. মজুমদার নিরপেক্ষ ইতিহাস গ্রন্থনায় প্রয়াসী, এতে সন্দেহ করা উচিত নয়, আবেগ ভাবানুভূতি বা কাহিনীর মধ্যে রূপক বা চমক সৃষ্টি

ঐতিহাসিকের ধর্ম নয়। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁর 'মিনিটে' আইন প্রণয়নে রামমোহনের ভূমিকা কী তা লিখেছেন, সতীদাহ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার এতে অবমূল্যায়ণ ঘটে নি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিশ্লেষণে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনাকে তিনি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। 'সতীদাহ আন্দোলনে' রামমোহনের ভূমিকাই মুখ্য বা একক নয়,—এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রতিবাদ কিরূপে সম্ভব ?

রাজা রামমোহন আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ চান নি। সতীদাহ প্রথার অন্যতম বিরোধী ড. উইলসনের বক্তব্য আরো জটিল। তবু এঁরা উভয়েই সতীদাহ প্রথার অবসান চেয়েছেন প্রশাসনিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির পরোক্ষ উপায়ে। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পরোক্ষ প্রতিরোধের প্রয়াসে স্বীকৃত হন নি—সরাসরি আইনের সাহায্যেই এই কুৎসিত সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। লণ্ডনে বোর্ড অফ ডাইরেকটারস্, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভায় সদস্যদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট, বেন্টিঙ্কের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মি. শোর তাঁর এই আইনপ্রণয়নের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন। ভারতীয় রক্ষণশীল হিন্দুগণ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রবল বিক্ষোভে তাঁর বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করেছিলেন ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিলে। আশ্চর্যের কথা, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় কেহ কেহ রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন করেছিলেন। ২৮শে নভেম্বর, ১৮২৯ খ্রীঃ 'বেঙ্গল হরকরা'য় ...Humanitas ছদ্মনামে জনৈক পত্রলেখক অভিযোগ করলেন,…"I have just heard that a petition is being prepared to Government by several natives, for the purpose of inducing the Legislature to permit a continuance of burning their wives. I really cannot find language to express feelings when I hear it said that several Europeans holding high and responsible situations under Government, have encourged those deluded and cruel men to this inhuman appeal......"

'বেঙ্গল হরকরা' তীব্রভাষায় সম্পাদকীয় লিখলেন, "......We are really at a loss to express our sense of astonishment and disgust to hear it said that there are persons bearing the name of

Englishmen, who are now waging on the natives to petition the Government against the abolition of Suttees. The report to which our correspondent Humanitas alludes is calculated to arouse the indignation of every man who has received a moral education and has the common sympathies of humanity in his composition......"

বেন্টিঙ্কের আইন প্রণয়নে রামমোহনের আশংকা ছিল, দেশবাসী সাধারণ মানুষের মনে তাহলে এই ধারণা জন্মাবে মুসলমান শাসকদের মতো বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও প্রজাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। রামমোহন চেয়েছিলেন সরকারের তরফ থেকে সতীদাহ প্রথা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি করে এই প্রথার উচ্ছেদ। রামমোহন প্রদর্শিত পথে বিভিন্ন জায়গায় সতীদাহ রদ করা সম্ভব হয়েছিল। স্যার জন অ্যানস্ট্রথারের সময় থেকে সুপ্রীম কোর্টের শাসনাধীন এলাকায় একটিও সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয় নি। স্যার চার্লস মেটকাফ্ (পরে লর্ড মেটকাফ) তাঁর শাসনাধীন দিল্লিতে এই প্রথা অনুষ্ঠানের জন্য একটি অনুমতিও দেন নি। যশোর জেলায় ১৮২৪ খ্রীঃ সতীদাহের সংখ্যা ছিল ৩০; ১৮২৫ সালে ১৬; ১৮২৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩; ১৮২৭-১৮২৮ সালে একটি বিধবা নারীও সেই জেলায় মৃতপতির চিতায় আরোহণ করেন নি। সুতরাং পরোক্ষ বাধাসৃষ্টির দ্বারা সতীদাহ উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল, এধারণা ঠিক।

আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বেন্টিঙ্কের এই সাধু প্রয়াসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রামমোহন। ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারি টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় রামমোহন রায়, সূর্যশঙ্কর ঘোষাল, রায় কালীনাথ চৌধুরী (টাকী), রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী (টাকী), হাটখোলা দত্তপরিবারের হরিহর দত্ত, রাজকৃষ্ণ মিত্র, রামনারায়ণ মিত্র, কুঞ্জবিহারী রায় এবং কলকাতার তিনশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। কলকাতার উদারচেতা সংস্কারপন্থী নাগরিকদের পক্ষ থেকে উপহার দেওয়া হয় সোনার ফলকে লেখা অভিনন্দন পত্র। রাধানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর টাউন হলের সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। বাংলায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন বাবু কালীনাথ রায়। ইংরেজী অনুবাদ বাবু হরিনাথ দত্ত কর্তৃক পঠিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ডেভিড হেয়ার সাহেব শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার বিশিষ্ট পাদ্রীগণ, সাংবাদিকগণ, হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

ও তাঁর ছাত্রগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত অভিনন্দন-পত্রের উপসংহারটুকু পরম উপভোগ্য। এই অনুবাদ রামমোহন কৃত। উপসংহারে বলা হয়েছে—"……We, however, at a loss to find language sufficiently indicative even of a small portion of the sentiments we are desirous of expressing on the occassion, we must therefore, conclude this 'address' with entreating that your Lordship will condescendingly accept our most grateful acknowledgement for this act of a benevolence towards us, and will pardon the silence of those who, though equally partaking of the blessing bestowed by your Lordship, have through ignorance or prejudice omitted to join us in this common cause."……কাজেই, সতীদাহ উচ্ছেদের জন্য রামমোহন কতখানি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন সে প্রশ্ন অবান্তর।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে বেণ্টিঙ্কের এই আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামী ভারতীয়দের বিরাট জয়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অভিজাত রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় এ আঘাতের পরাজয় সহজে মেনে নিলেন না। 'সমাচার চন্দ্রিকা' (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ১২ই ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রীঃ অঃ সংখ্যায় লিখলেন যে, গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়কে গোটা হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি বিবেচিত করে ভুল করেছেন। "……তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের কিংবা তার বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হতে পারেন না।" ১৮৩০ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি গোঁড়া হিন্দুদের তরফ থেকে দু'টি প্রতিবাদ পত্র গভর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্কের কাছে পেশ করা হল। একটি কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে, অন্যটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের নাগরিকদের পক্ষ থেকে। প্রথম আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন ৮০০ নাগরিক ও ১২০ জন পণ্ডিত। দ্বিতীয় আবেদনে ৩৪৬ জন নাগরিক ও ২৮ জন পণ্ডিতের অভিমত ছিল। এই প্রতিবাদপত্রগুলি সহ বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছিলেন বারোজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁরা হলেন নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব,

রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দেব, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁদের পরিষ্কার জানালেন, প্রয়োজন হলে তাঁরা ইংলণ্ডে রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠাতে পারেন। ১৭ই জানুয়ারি রবিবার সংস্কৃত কলেজ ভবনে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় এক বিরাট জনসভায় মিলিত হলেন। সতীদাহ উচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠানোর সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১২ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হল এবং এই ব্যাপারে আর্থিক দায়দায়িত্ব বহনের জন্য ১১,২৬০ টাকা দান হিসেবে সংগৃহীত হল। সভায় রামমোহন রায় প্রমুখ সংস্কারপন্থীদের প্রতি অহেতুক হুঙ্কারও ছাড়া হোল। ইতিপূর্বে রামমোহন রায় 'মুগ্ধবোধ ছাত্র' ও 'বিপ্র' নামে দুই ব্যক্তির পত্রের জবাব 'সহমরণ' বিষয়ে আর একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এই পুস্তিকাটিরও ইংরেজী অনুবাদ রামমোহন প্রকাশ করেছিলেন।

এদিকে 'ধর্মসভার' পক্ষ থেকে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেবিকে ইংলণ্ডে পাঠান হল সতীদাহের স্বপক্ষে ওকালতি করার জন্য। তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন সতীদাহ-সমর্থকদের এক দীর্ঘ আবেদনপত্র। অন্যদিকে দিল্লীশ্বর মুঘল বাদশাহের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত রাজা রামমোহন এ সময়েই ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত। তাঁরও সঙ্গে উদারপন্থীদের একটি প্রতিবেদন। ইংলণ্ডে সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে জনমত সংগ্রহের চেষ্টায় রামমোহন রায় "Some Remarks In Vindication of the Resolution Abolishing female Sacrifice নামে আর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন।

১৮৩২ খ্রীঃ ১৩ই জুন, লর্ডস্ সভায় সদস্যগণ সতীদাহ প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য শুনলেন। উদারপন্থীদের প্রতিবেদন পেশ করলেন রাজা রামমোহনের উপস্থিতিতে লর্ড ল্যান্সডাউন। লর্ডস সভা রক্ষণশীলদের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। সতীদাহ সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস শেষ হল। মাতৃজাতির আত্মবলিদানের সেই অশ্রুসজল অধ্যায় সতীদাহ ইতিহাসের পাতায় স্থান নিল।

সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদে রামমোহন রায়ের ভূমিকার মূল্যায়ণে বিতর্কের প্রশ্ন নেই;—ইতিহাসের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে তাঁর ভূমিকা সুস্পষ্ট। "..... ঘটনাকে যথাযথভাবে বিবৃত করতে এবং পরিবেশের মাধ্যমে একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে যে নির্মোহ দৃষ্টির প্রয়োজন তা' তাঁদের ('অর্থাৎ আমাদের') নেই......"

(সন্তোষকুমার অধিকারী—'বৈতানিক'—কার্তিক-পৌষ, ১৩৮১ সংখ্যা)। নির্মোহ ঐতিহাসিক চেতনাসঞ্জাত প্রত্যয়ে নিঃসংশয়ে বলা চলে, সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য অনন্য, নিঃসঙ্গ কর্মপ্রয়াসের নিদর্শন এবং সুসংহত। আমার এই বক্তব্যের পরিপূরক দৃষ্টান্তসমূহের একটির উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—"...Appreciative notice of Ram Mohan Roy's First tract on Suttee"—Calcutta Gazettee, December 24, 1818 :—সম্পাদক লিখলেন,—"...The original has been, it is said, in extensive circulation for several weeks in those parts of the country where the practice of widows burning themselves on the pile of their husbands is much prevalent. As the object of the translator is avowedly to give further publicity of the reasoning and arguments contained in his pamphlet, we willingly contribute our aid to that desirable end by inserting the whole in our columns"......সমকালীন পত্র-পত্রিকা, সাংবাদিক, সম্পাদকগণ, উচ্চপদস্থ সরকারী, বেসরকারী বিদেশীয়গণ সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকাকে অগ্রগণ্য বলেছেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল হিন্দুগণের পক্ষে যে আবেদন পেশ করা হয়েছিল, তার ইংরেজী বয়ান রাজা রাধাকান্ত দেবের লেখা। বাংলা তর্জমা করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তারিণীচরণ মিত্র (দুর্গাচরণ মিত্রের পুত্র)। হিন্দুস্থানী ভাষাতে এর অনুবাদও করেছিলেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য এই আবেদনপত্রেও রামমোহনের ভূমিকার নিঃশর্ত স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কলকাতার টাউন হলে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তার বাংলা ভাষ্য রামমোহন রায় রচিত। ২৩শে জানুয়ারি ১৮৩০ খ্রীঃ (১১ই মাঘ, ১২৩৬ বঙ্গাব্দ) 'সমাচার দর্পণে' ঐ বাংলা ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছিল, অভিনন্দনপত্রের শেষাংশ লক্ষণীয় :—

"...শ্রীল শ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমতস্থানে ব্যবহার্য হয় তদ্বারা দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে, এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের

ভাব যাহা তাবৎ হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রীল শ্রীযুতের এই চিরস্থায়ী মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্বসাধারণ্যে বিজ্ঞপ্তি করা যায়; যদি এ সময়ে এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্বদা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চকরূপে গণিত হইতে হইবে এ নিমিত্ত অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে, এ অধীনদের সর্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীল শ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকাররূপ উপহার, যাহা যদ্যপি শ্রীল শ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্বক গ্রাহ্য করেন। যাঁহারা শ্রীল শ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ এই সর্বসাধারণ কর্মে অজ্ঞতা ও অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপাপূর্বক ক্ষমা করেন ... ।"

"...বর্তমান যুগরচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশীল, তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমরবাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে"—(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তি যোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পরিক্রমা

(A)

Letter from Mr. H. H, Wilson to the Military Secretary to Government, communicating his required sentiments on suttees. (November 25, 1828).

To

Captain R. Benson,

Mily. Secy. to the Governor General.

Sir,

I have the honour to ackonwledge your letter of the 10th instant, requiring me to submit through you, to the Governor

General, my sentiments on the subject of the self immolation of Hindoo widows.

2. My opinions are adverse to any authoritative interference with the practice. I am aware that this avowal may expose me to the imputation of the absence of Christain charity and common humanity but I should be unworthy of the reference made to me, by the Governor General, if I suffered the fear of undeserved detraction to restrain the honest acknowledgement of the sentiments I entertain. I am confident that His Lordship will do me the justice to believe I should be one of the warmest advocates for the abolition of so inhuman a rite, if I was not strongly impressed with the apprehension that serious evil may attend any measures proposed for its absolute suppression. The attempt, whilst it will be attended with but partial success, will, in my opinion, inspire extensive dissatisfaction and distrust, will alienate, in a great degree, the affections of the natives from their Rulers, and will seriously retard the progress of those better feelings and sounder notions which are silently but permanently gaining ground upon the prejudices and practices of the Hindus.

3. Before inquiring how far the practice of the suttee may be put a stop to, or the consequences that may attend its suppresion, the subject I conceive should be freed from the extraneous matter with which it has been blended, and which whilst it seems to illustrate, serves only to perplex the question. The practice should be considered by itself, not in connexion with rites, to which it bears no analogy, and from the successful counteraction of which no safe guide can be derived.

4. The sacrifice of infants at Sagor was not only unauthorized by any part of the Hindu Code, but was found upon inquiry to be 'neither countenanced by the religious orders nor the people at large, or at any time sanctioned by the Hindu or Mahomedan Governments.' It was also necessarily of rare and restricted occurance. This therefore affords no parallel to the performance of an act observed througout India for many ages, under every form of Government, and enjoined by texts which all orthodox Hindus regard as holy.

5. The practice of female infanticide was in like manner of very limited observance, being confined to a few castes in one or two districts. Its suppression also was, in the first instance, the work of persuasion and personal influence, and authority was only employed in concurrence with the chief members of the tribes in which the inhumanity prevailed. In fact however the practice has never been abolished. The enjoyment of settled prosperity, the influence of British sentiments, and the dissemination of improved principles, may have contributed to render the murder of female infants comparatively rare, but there is no doubt that both in Guzerat and in the Gangetic provinces, female children are still destroyed by particular tribes.

6. The capital punishment of Brahmins is alluded to in your letter as an instance of safe interference with Hindu prejudices. It is true that no open opposition has been made to the execution of such a sentence, but it is no less true that the law is far from popular, and that whenever spoken of by the natives in communication with those to whom they are not afraid to express their real sentiments, is

pronounced by them a violation of their religious code.—At the same time there are many reasons why the natives should take little personal interest in the fate of a Brahmin culprit. The Brahmins form the largest proportion perhaps of the whole population, and equal reverence cannot be extended to all. In many instances they follow degrading occupations and consequently sink to a level with the lowest castes. The Mohamedan Government is not likely to have held the persons of Brahmins inviolable, and their being condemned to death was therefore no innovation. There is reason to infer that even Hindu Princes were not always very scrupulous in this respect, and the law itself whilst it prohibits death by no means discountenances punishment. Perhaps indeed when it sentenced a Brahmin convicted of flagitious crime to be branded indelibly on the forehead and banished his country forever, it proposed to inflict a penalty more severe than death itself.

7. These considerations therefore appear to me of little weight. The analogies are fallacious, and it seems a dangerous evasion of the real difficulties attending the question of abolishing the suttee to adduce them as proofs of the inpunity with which its abolition may be effected.

8. Of a similar character is the attempt to represent it as not essentially a part of the Hindu religion. A widow, it is true, is not commanded to burn in every case, and Manu is silent on the subject of concremation. Other authorites however of equal sanctity are sufficiently explicit, and the act is enumerated by them amongst the duties of a faithful widow just as much as chastity is held to be the duty of a virtuous wife. The inducements to it are weighty, and a

residence in heaven is promised as its reward, not only for the widow but for her husband, who is thus elevated by her piety to Paradise, and restored to her affections there from countless years. These promises and injunctions are set forth not by writers of recent date or disputable authority, but by those whom the Hindus universally class amongst the divine and inspired founders of their system. They have therefore the weight of commands, as far as human weakness will admit of their being obeyed and they cannot be directly opposed without violence to the conscientious belief of every order of Hindus.

9. This is the only light in which, in my estimation, the question can be regarded. The suttee cannot be put down without interference with the Hindu religion. Whether that interference may be safely exercised, whether it to be exercised, are the only points of discussion, and whatever determination may be adopted, it will probably be admitted to be a safer, and more manly mode of proceeding, to look the matter fairly in the face, than to endeavour to persuade ourselves that we are not tampering with the Hindu faith—that we are doing nothing to shock the national creed, that we have in short no pledges of our own to violate, and no opposition from the religious feelings of the natives of India to encounter,

10. I do not imagine that the promulgated prohibition of suttees would lead to any immediate and over act of insubordination or violence. It would create very general alarm, and perhaps in some places might be met by remonstrance or petition, but until an occasion called for the enforcement of the prohibitive enactment, no disturbance

need be apprehended. That this occasion would soon occur, I have little doubt The people will not regard the prohibition, and suttees will be attempted in spite of law. It has been found very difficult in several districts to compel the people to give information to the Police Officers of the rite being intended, although no permission is needed, and it has happened that the ceremony has been performed where the legal conditions were disregarded and in defiance of the Police. If this be the case now it will much more frequently occur when prohibition is expected, and the observance will be attempted without any notice being given, or the Police officers will be bribed or intimidated into silent acquiscence, supposing them to interfere, they will be not unfrequently Opposed by force, and in many places serious affrays may be anticipated, sufficient to agitate the people although not of such extent as to endanger the Ruling power. —Again, supposing the rite performed, what penalties are to be inflicted on the parties concerned who have acted under the impulse of religious incitement. If they are slight they will be ineffective, and if severe they will occasion great hurt burning and discontent. If then it should be resolved to prohibit suttees, the Government must be prepared to let the prohibition remain inoperative, or to enforce it by measures which will pertake very much of the nature of religious persecution, and which, whilst they confirm the adherence of the Hindus to their national superstitions, will diffuse a very extensive dread and detestation of the British authority.

11. Not having had many opportuinties of intercourse with the Sipahis I cannot offer any reply to the queries more

particularly regarding the effects which the abolition of the practice may have on the Native Army.—I should conclude however that the Hindu portion of it would share the feelings of their countrymen, more especially as it consists very largely of men of high caste. Rajputs and Brahmans, individuals who, besides the common interest of all Hindus in the inviolability of their religion, are attached to its preservation by a natural devotion to the dignities and immunities which it confers upon their respective orders.—It must be unnecessary for me to suggest in what a painful and anxious situation the native soldiery must be placed if it should ever be necessary to call upon them to give effect to the orders of the Government and to array their duty and allegiance against their social prejudices and religious belief.

12. Even if I may be mistaken in regarding the abolition of suttees as actual interference with the Hindu religion, I think it will scarcely be denied that it will be so considered by the Hindus themselves.—One or two individuals in Calcutta, who have signalised themselves by dissenting from many of the practices and principles of the religion, may hold a different persuasion, but the vast body of the population will occur in the same impression and the Government has to legislate not for a handful of sectories but for the Hindus at large. With them the faith of the British Government will be seriously compromised. They have been repeatedly told that it is one of the "fundamental principles of the British Government to allow the most complete toleration in matters of Religion to all classes of its native subject."—The conduct of their Mohammedan

rulers, and the indiscreet zeal of the English missionaries made them slow to believe these assertions, and it is only of late years that they have learned to confide in the pledge thus given.—As long as they entertain this impression, they will be tractable to any arrangements intended for their improvement, but if they once suspect an ulterior object, such as that of the subversion of their faith, they are likely to relapse into a sullen distrust and reluctant acceptance of any offered amelioration. If this can be avoided, there is every reason to hope that the elements of European knowledge, the principles of pure morality, and even the precepts of Christianity, may be in time widely disseminated. The Hindus are an intelligent and inquisitive people, willing to receive information, and not averse to controversy, but they will not contend in matters of speculation against authority—their defence is reserve—and their obstinate adherence to their own opinions is proportioned to what they think an unfair method of refuting them. If matters be left on their present footing, I hope many years will not elapse before important improvements will be effected, but I should rather expect retrocession—I should look for the deterioration of the national character, if the judicious system hitherto pursued be departed from—if the professions of Religious toleration be contradicted by our practice, and the Hindus learn to question the inviolability of British Faith.

13. It is I imagine a consideration of comparatively little importance whether the measures already adopted with regard to suttees be persisted in or abandoned. It might have been better perhaps had they not been instituted, and

they have probably rather tended to render the practice more extensive. I do not think however that the greater part of the increase observable in the first years of the inquiry, was fairly attributable to this source. The chief causes were reasons of unusual morality, and more precision in the returns. At first the natives perhaps suspected an intention of interference beyond what was avowed, and under that feeling the suttees were more numerous, but this impression where not fostered by injudicious interposition on the part of the Magistrate has probably subsided, and all such cause of aggravation is removed.—It is therefore so far unnecessary to retrace the steps that have been taken, and the measures have no doubt prevented many illegal and irregular proceedings.—At the same time however that the orders in force are allowed to remain unaltered I should not think it advisable to countenance the interference of the authorities. In many cases it has been attended with circumstances of great inhumanity as well as the loss of life it was intended to prevent ; it creates great dissatisfaction and jealousy amongst the bulk of the people, and in every case where it is unsuccessfully exerted, adds to the reputa-tion of the victim, and multiplies the number of those who are thus mislead to imitate so honourable an example.

14. I have thus stated for the information of His Lordship the sentiments I entertain regarding the suppres-sion of suttees. They may possibly be erroneous, and I should rejoice to find them so, but at least I have not formed them precipitately. I have read much, perhaps most of what has been published upon the subject, and both in Bengal and Benares have had frequent communication with intelligent

Hindus relating to it. I have found no difference of opinion amongst them. It is from these sources that my concluisions have been drawn, and I have only to regret that they are in opposition to my feelings.

I have & ca.

(Sd) H. H. WILSON.

Calcutta.

The 25th Nov. 1828.

(B)

Suttee Regulation

Regulation XVII of 1829.

1. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imparative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success and the Governor-General-in-charge is deeply impressed with the conviction that the abuse in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General-in Council without to depart from one of the first and most

important principles of the system of British Government in India that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity, has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout territories immediatly subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the criminal courts.

First. All Zeminders, Talukdars or other proprietors of land whether malguzari or lakhiraj, all sadar farmers and under-renters of land of every description, all dependent Jahikadars, all Najis and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Courts of Wards and all Mandals or other Headmen of the villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication of the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section and any Zemindar or other description of persons, above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence, that the sacrifice declared illegal by this Regulation, is likely to occur, the Police Daragha shall either repair in person to the spot or depute his Muharrir or Jamadar accompanied by one or more Barkandaj of the Hindu religion and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal and to endeavour to prevail on them disperse explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the criminal courts. Should the parties asssmbled proceed in defiance of those remonstrances to carry the ceremony into effect it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of sacrifice declared illegal by this Regulation or reach the Police officers until after it have actually taken place or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Lemales according to the Hindu Law of Inheritance.—1822. By Rammohan Roy.

With a view to enable the public to form an idea of the state of civilization throughout the greater part of the empire of Hindustan is ancient days, (At an early stage of civilization......more adequate to pronounce on the real advantages of this government) and of the subsequent gradual degradation introduced into its social and political constitution by arbitrary authorities, I am induced to give as an instance, the interest and care which our ancient lagislators took in the promotion of the comfort of the female part of the community ; and to compare the laws of female inheritance which they enacted, and which afforded that sex the opportunity of enjoyment of life, with that which moderns and our contemporaries have gradually introduced and established, to their complete privation, directly or indirectly, of most of those objects that render life agreeable.

All the ancient lawgivers unanimously award to a mother an equal share with her son in the property left by her deceased husband in order that she may spend her remaining days independently of her children ; as is evident from the following passages :

YAGNUVULKYU (পিতুর্দ্ধ্বং বিভজতাং মাতাপ্যং শং সমং হরেৎ) "After the death of a father, let a mother also inherit an equal share with her sons in the division of the property left by their father."

KATYAYUNU (মাতাচ পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাং সহারিণী) "The

father being dead, the mother should inherit an equal share with son."

NARUDU (সমাংশহারিণী মাতা পুত্রাণাঃ স্যান্মৃতেপতৌ) "After the death of a husband, a mother should receive a share equal to that of each of his sons."

VISHNOO THE LEGISLATOR (মাতরঃ পুত্র ভাগানুসার ভাগ হারিণ্যঃ) "Mother should be receivers of shares according to the portion allowed to the sons."

VRIHUSPUTI (তদ ভাবেতুজননী তনয়াংস সমাংশিনী সমাংশা মাতরস্তেষাং তুরীয়াং শাস্তকন্যকাঃ) "After his (the father's) death a mother, the parent of his sons should be entitled to an equal share with his sons ; their step-mothers also to equal shares ; but daughters to a fourth part of the shares of the sons."

VYASU (অসুতাস্তু পিতুঃ পত্ন্যঃ সমানাংশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ পিতামহশ্চতাঃ সর্বা মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ) "The wives of a father by whom he has no male issue, are considered as entitled to equal shares with his sons, and all the grand-mothers (including the mothers and step-mothers of the father), are said to be entitled as mothers."

This Mooni seems to have made this express declaration of the rights of step-mothers, omitting those of mothers under the idea that the latter were already sufficiently established by the direct authority of preceeding lawgivers.

We come to the moderns. The author of the Dayubhagu and the writer of Dayututwu the modern expounders of Hindu Law (whose opinions are considered by the natives of Bengal as standard authority in the division of property among heirs) have thus limited the rights allowed to widows by the above ancient lagislators. When a person is willing

to divide his property among his heirs during his life time, he should entitle only those wives by whom he has no issue, to an equal share with his sons; but if he omit such a division, those wives can have no claim to the property he leaves. These two modern expounders lay stress upon a passage of Yagnuvulkya, which requires a father to allot equal shares to his wives in case he divides his property during his life; whereby they connect the term 'of a father' in the above quoted passage of Vyas viz "the wives of a father; DC," with the term "division" understood; that is, the wives by whom he has no son are considered in the division made by a father, as entitled to equal shares may divide property among themselves after the demise of their father, they should give an equal share to their mother only neglecting step-mothers in the division. Here the expounders did not take into their consideration any proper provision to step-mothers, who have naturally less hope of support from their step-sons than mothers can expect from their own children.

In the opinion of these expounders even a mother of a single son should not be entitled to any share The whole property should, in that case, devolve on the son and in case that son should die after his succession to the property his wife or son should inherit it. The mother in that case should be left totally dependent on her son or on her son's wife. Besides, according to the opinion of these expounders, if more than one son should survive, they can deprive their mother of her title by continuing to live as a joint family (which has been often the case) as the right of a mother depends as they say, on division, which depends on the will of the sons.

Some of our contemporaries (whose opinion is received .s a verdict by the Judicial Courts), have still further educed the right of a mother to almost nothing ; declaring, .s I understand, that if a person die, leāving a widow and a on or sons, and also one or more grandsons, whose father s not alive, the property so left is to be divided among his ons and his grandsons ; his widow in this case being entitled :o no share in the property ; though she might have ılaimed an equal share, had a division tàken place among :hose surviving sons and the father of the grandson while :ıe was alive.

This exposition has been (I am told) set aside by the Supreme Court in consequence of the Judges having prudently applied for the opinions of other Pundits, which turned out to be at variance with those of majority of the regular advisers of the Court in points of Hindoo Law. They are said to have founded their opinion on the above passage entitling a widow to a share when property is to be divided among sons.

In short a widow according to the exposition of the law, can receive nothing when her husband has no issue by her ; and in case he dies leaving only one son by his wife, or having had more sons, one of whom has happened to die leaving issue, she shall in these cases also have no claim to the property ; and again should any one leave more than one surviving son and they being unwilling to allow a share to the widow, keep the property undivided, the mother can claim nothing in this instance also. But when a person dies, leaving two or more sons, and all of them survive and be inclined to allot a share to their mother, her right is in this

case only valid. Under these expositions and with such limitations both step-mothers and mothers have in reality been left destitute in the division of their husband's property, and the right of a widow exists in theory only among the learned but unknown to the populace.

The consequence is that a woman who is looked up to as the sole mistress by the rest of a family one day, on the next becomes dependent on her sons and subject to the slights of her daughters in law she is not authorized to expend the most trifling sum or dispose of an article of the least value without the consent of her son or daughter in law, who were all subject to her authority but the day before. Cruel sons often wound the feelings of their dependent mothers deciding in favour of their own wives, when family disputes take place between their mothers and wives. Step-mothers who often are numerous on account of polygamy being allowed in the countries, are still more shamefully neglected in general by their step-sons, and somtimes dreadfully treated by their sisters-in-law who have fortunately a son or sons by their husband.

It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindoo widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of existense after the death of their husbands; and this indifference, accompanied with the hope of future reward held out to them, leads them to the horrible act of suicide. These restraints on female inheritance encourage in a great degree, polygamy, a frequent

ource of the greater misery in native families: a grand bject of Hindoo being to secure a provision of their male ffsprings the law which relieves them from the necessity of iving an equal portion to their wives, removes a principal estraint on the indulgence of their inclinations in respect to he number they marry. Some of them especialy Brahmins f higher birth marry ten, twenty or thirty women. [The iorror of this practice is so painful to the natural feelings f man that even Mathur single, the late Rajah of Tirhoot though a Brahmin himself) through compassion took upon umself (I am told) within the last half century, to limit the 3rahmins of his estate to four wives only], either for some mall considerations, leaving a great many of them both luring their life-time and after death, to the mercy of heir own paternal relations. The evil consequences arising rom such polygamy, the public may easily guess, from the iature of the fact itself, without my being reduced to he mortification of particularising those which are known y the native public to be of daily occurence.

To these women there are left only three modes of onduct to pursue after the death of their husbands. 1st. To ive a miserable life as entire slaves to others without in-lulging any hope of support from another husband. 2ndly. To walk in the paths of unrighteousness for their maintenance ind independence. 3rdly. To die on the funeral pile of heir husbands, loaded with applause and honour of their ieighbours. It cannot pass unnoticed by those who are icquainted with the state of society in India, that the iumber of female suicides in the single province of Bengal, when compared with those of any other British provinces

is almost ten to one. We may safely attribute this disproporı tion chiefly to the greater frequence of a plurality of wive among the natives of Bengal and to their total neglect iı providing for the maintenance of ther females.

This horrible polygamy among Brahmins is directl contrary to the law given by ancient authors; foı Yagnuvulkya authorises second marriages while the firsı wife is alive, only under eight circumstanes,—1stly the vice of drinking spirituous liquors, 2ndly, Barrenness, 3rdly, Incurable sickness, 4thly, Deception, 5thly Extravagances, 6thly, The frequent use of offensive launguage, 7thly producing only female offspring or 8thly Manifestation of hatred towards her husband. (সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা। স্ত্রী প্রসূশ্চাধি বেত্তব্যা পুরুষ দ্বেষিণী তথা) Munoo, Chap. 9, V. 80th. A wife who drink any spirituous liquors, who acts immorally, who shows hatred to her lord. Who is incurably diseased, who is mischievous, who wastes his property may at all time be superseded by another wife "(মদ্যপায়ী সাধু বৃত্তাচ প্রতিকূলোচযা ভবেৎ। ব্যাধিতা ব্যাধি বেত্তবা হিংস্রার্থঘ্নীচ সর্ব্বদা) 81 st. "A barren wife may be superseded by another in the eighth year ; she whose children are all dead in the tenth , she who brings forth only daughter ; in the eleventh ; she who is accustomed to speak unkindly, without delay ;" (বন্ধ্যাষ্ট মেহষি বেত্তাহব্দেদশামন্ত মৃতপ্রস্থা। একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যসত্ব প্রিয়বাদিনী) 82nd. "But she who though afflicted with illness, is beloved and virtuous, must never be disgraced, though she may be superseded by another wife with her own consent. (সারোগিনী স্থাত্তু হিতা সম্পন্নাচৈবশীলতঃ। মানুজ্ঞাপ্যাধি বেত্তব্যা নাব মান্যাচ কর্হিচিৎ)।

Had a magistrate or other public officer been authorized

by the rulers of the Empire to receive application for his sanction to a second marriage during the life of first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing being substantiated the above law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal and the number of suicides would have been necessarily very much reduced.

According to the following ancient authorities a daughter is entitled to one fourth part of the portion which a son can inherit.

VRIHUSPUTI (তুরীয়াংশাস্তকন্যকাঃ)—"The daughters should have the fourth part of the portion to which the sons are entitled." VISHNOO (অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ পুত্রভাগানুসারাঃ) "The rights of unmarried daughters shall be proportioned according to the shares allotted to the sons." MUNOO, ch IX V.118 (স্বেভ্যোহংসে ভ্যস্ত কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথকাস্বাৎ স্বাদং শাচ্চতুর্ভাগ পতিতা স্তবদিৎ সবঃ)—To the unmarried daughter let their brothers give portions out of their own allotments respectively. Let each give a fourth part of his own distinct share, and they who feel disinclined to give this shall be condemned.

YAGNUVULKYU (অসংস্কৃতাস্তসংস্কার্য্যাভ্রাতৃভিঃ পূর্ব সংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্বাংশস্তু তুরীয়কং) Let such brothers as are already purify by the performance of these rites the brothers that are left by their late father unpurified let them also purify the sisters by giving them a fourth part of their own portion." KATYAYUNU (কন্যকাস্ত মদত্তানাংচতুর্থোভাগ উচ্যতো পুত্রনাঞ্চ ত্রয়োভাগাঃ স্বাম্যংস্বল্পধনেস্মৃতং)—"A fourth part is declared to be the share of unmarried daughters, and three fourth of the sons ; if the fourth part of the property is so small as

to be inadequate to defray the expenses attending their marriage the sons have an enclusive right to the property, but shall defray the marriage ceremony of the sisters. But the commentator on the Daybhaga sets aside the right of the daughters declaring that they are not entitled to any share in the property left by their fathers but that the expenses attending their marriage should be defrayed by the brothers. —He founds his opinion on the foregoing passage of Munoo and that of Yagunvalka, which as he thinks imply mere donation on the part of the brothers from their own portions for the discharge of the expenses of marriage.

In the practice of our contemporaries a daughter or a sister is often a source of emolument to the Brahmins of less respectable Caste, (who are most numerous in Bengal) and to the kayusthaas of high Caste. These so far from spending money on the marriage of their daughters or sisters recieve frequently considerable sums, and generally bestow them in marriage on those who can pay most. Rajah Kissen Chandra, the great grandfather of the present ex-Rajah of Nadia, prevented this cruel practice of the state of daughters and sisters throughout his estate. Such Brahmins and kayusthas, I regret to say, frequently marry their female relations to men having natural defects or worn out by old age or disease, merely from pecuniary considerations ; whereby they either bring widowhood upon them soon after marriage or render their lives miserable. They not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct, but violate entirely the express authorities of Munoo and all other ancient law givers ; a few of which I here quote :

Munoo, ch. 3d, v.51 (ন কন্যায়াঃ পিতাবিদ্বান গৃহ্লীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।

গৃহ্ণন্‌হিশুল্কং লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী)"...Let no father, who knows the law receive a gratuity, however small, for giving his daughter in marriage since the man, who, through avarice, taken a gratuity for that purpose is a seller of his offspring"... CH.9th, V.98 (আদদীত ন শূদ্রোপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ। শুল্কংহি গৃহ্ণন্‌ কুরুতে ছন্নংদুহিতৃবিক্রয়ং)...But even a man of the servile class ought not to receive a gratuity when he gives his daughter in marriage ; since a father who takes a fee on that occassion, tacitly sells his daughter......V.100 (·· নানু শুশ্রমজাত্বেতৎ পূর্ব্বেস্ব পিহিজন্মসু। শুল্ক সংজ্ঞেন মূল্যেনছন্নংদুহিতৃ বিক্রেয়ং···) "...Nor even in former births, have we heard the virtuous approve the tacil sale of a daughter for a price under the name of nupital gratuity..."

KASHYUPU (শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাঃ লোভমোহিতাঃ। কন্যাবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিনঃ······) ..."Those who infatuated by avarice give their own daughters in marriage, for the sake of a gratuity, are the sellers of their daughters, the images of sin, and the perpetrators of a heinous iniquity."

Both common sense and the law of the land designate such a practice as an actual sale of females ; and the human and liberal among Hindoos, lament its existense, as well as the annihilation of female rights in respect of inheritance introduced by modern expounder. They however, trust. that the humane attention of Government will be directed to those evils which are chief sources of vice and misery and even of suicide among women ; and to this they are encouraged to look forward by what was already been done in modifying, in criminal cases, some parts of the law enacted by Mohummud Legislators, to the happy prevention of many cruel practices formerly established.

How destressing it must be to female community and to those who interest themselves in their behalf, to observe daily that several daughters in a rich family can prefer no claim to any portion of the property, whether real or personal, left by their deceased father, if a single brother be alive; while they (if belonging to a Kooleen family or Brahman of higher rank) are exposed to be given in marriage to individuals who have already several wives and have no means of maintaining them.

Should a widow or a daughter wish to secure her right of maintenance however, limited, by having recourse to law, the learned Brahmans, whether holding public situations in the courts or not, generally divide into two parties one advocating the cause of those females and the other that of their adversaries. Sometimes in these or other matters respecting the law, if the object contended for be important, the whole community seems to be agitated by the exertions of the parties and of their respective friends in claiming the verdict of the law against each other. In general however consideration of the difficulties attending a lawsuit which a native woman, particularly a widow, is hardly capable of surmounting induces her to fore go her right; and if she continue virtues, she is obliged to live in a miserable state of dependence detitute of all comforts of life; it too often happens however that she is driven by constant unhappiness to seek refuge in vice.

At the time of the decennial settlement in the year 1793, there were among European gentlemen so very few acquainted with Sungscrit and Hindoo Law that it would have been hardly possible to have formed a committee of

European oriental scholars and learned Brahmins, capable of deciding on points of Hindoo law. It was therefore highly judicious in Government to appoint Pandits in the different Zillah Courts, and Courts of Appeal, to facilitate the procedings of Judges in regard to such subjects. But as we can now fortunafind many European gentlemen capable of investigating legal questions without little assistance from learned natives, how happy would it be for the Hindoo community, both male and female, were they to enjoy the benefits of the opinion of such gentlemen, when disputes arise, particularly on matters of inheritance.

Lastly anyone should infer from what I have stated, that I mean to impeach, universally, the character of the great body of learned Hindoos, I declare, positively, that this is far from my intention: I only maintain that the native community place greater confidence in the honest judgement of the generality of European gentlemen, than in that of their own countymen. But should the Natives recive the same advantages of education that Europeans generally enjoy, and be brought up in the same notions of honour, they will, I trust, be found, equally with Europeans, worthy of the confidence of their countrymen and the respect of all men.

(Published and Printed in Calcutta at the Unitarin Press, 1822. A. D.)

(D)

LORD WILLIAM BENTINCK'S MINUTE ON SUTTEE.

(November 8, 1829) :

To the Council, East India Company.

Whether the question to continue or to discontinue the practice of suttee, the dicision is equally surrounded by an awful responsibility. To consent to the consignment, year after year, of hundreds of innocent victims to a cruel and untimely end, when the power exists of preventing it, is a predicament which no conscience can contemplate without horror. But, on the other hand, if here-to-fore received opinions are to be considered of any value, to put to hazard by a contrary course, the very safety of the British Empire in India, and to extinguish at once all hopes of those great improvements affecting the condition not of hundreds and thousands, but of millions, which can only be expected from the continuance of our supremacy, is an alternative which, even in the light of humanity itself, may be considered as a still greater evil. It is upon this first and highest consideration alone, the good of mankind, that the tolerance of this inhuman and impious rite can, in my opinion, be justified on the part of the Government of a civilized nation. While the solution of this question is appalling from the unparalleled magnitude of its possible results, the consideration belonging to it are such as to make even the stoutest mind distrust its decision. On the one side, Religion, Humanity under the most appalling form, as well as vanity and ambition, in short all the most powerful influences over the human heart, are arrayed to bias and mislead the judgement. On the other side, the sanction of countless ages,

the example of all the Mussulman conquerors, the numerous concurrence in the same policy of our own most able Rulers, together with the universal veneration of the people, seem authoritatively to forbid, both to feeling and to reason, any interference in the exercise of their natural prerogative. In venturing to be the first to deviate from this practice, it becomes me to show, that nothing has been yielded to feeling, but that reason and reason alone, has governed the discision. So far indeed from presuming to condemn the conduct of my predecessors, I am ready to say that in the same circumstances, I should have acted as they have done. So far from being chargeable with political rashnees, as this departure from an established policy might infer, I hope to be able so completely to prove the safety to the measure, as even to render unnecessary any calculation of the degree of risk, which, for the attainment of so great a benifit might wisely and justly be incurred. So far also from being the sole champion of a great and dangerous innovation, I shall be able to prove that the vast preponderance of present authority has long been in favour of abolition. Past experience indeed ought to prevent me, above all men, from counting lightly to so positive a conclusion. When Governor of Madras, I saw, in the mutiny of Vellore, the dreadful consequences of a supposed violation of religious customs upon the minds of the native population and soldiery I cannot forget that I was then the innocent victim of that unfortunate catastrophe, and I might reasonably dread, when the responsibility would justly attach to me in the event of failure, a recurrence of the same fate. Prudence and self-interest would conusel me

to tread in the footsteps of my predecessors. But in a case of such moments importance to humanity and civilization, that man must be reckless of all his present or future happiness who could listen to the dictates of so wicked and selfish a policy. When the firm undoubting conviction entertained upon this question, I should be guilty of little short of the crime of multiplied murder, if I could hesitate in the performance of this solemn obligation. I have been already stung with this feeling. Every day's delay adds a victim to the dreadful list, which might perhaps have been prevented by a more early submission of the present question. But during the whole of the present year, much public agitation has been excited, and when discontent is abroad, when exaggerations of all kinds are busily circulated and when the Native Army have been under a degree of alarm, lest their allowances should suffer with that of their European officers, it would have been unwise to have given a handle to artful and desinsng enemies to destrub the public peace. The recent measures of Government for protecting the interests of the sepoys against the late reduction of companies, will have removed all apprehension of the intentions of Government and the consideration of this circumstances having been the sole cause of hesitation on my part, I will now proceed praying the blessing of God upon our counsels, to state the grounds upon which my opinion has been formed.

We have now before us the reports of the Nizamut Adawlut, with statements of suttees in 1827 and 1828, exhibiting a decrease of 54 in the latter year as compared with 1827 and a still greater proportion is compared with

former years. If this diminution could be ascribed to any change of opinion upon the questions, produced by the progress of education or civilization, the fact would be most satisfactory ; and to distrust this sure though slow process of self-correction, would be most impolitic and unwise. But I think it may be safely affirmed, that though, in calcutta, truth may be said to have made considerable advance among the higher orders ; yet in respect to the populations at large, no change whatever has taken place, and that from these causes at least no hope of the abandonment of the rite can be rationally entertained. The decrease if it be real may be the result of less sickly seasons, as the increase in 1824 and 1825 was of the greater prevalence of cholera. But it is probably in a greater measure due to the more open discouragement of the practice given by the greater part of the European Functionaries in latter years, the effect of which would be to produce corresponding activity in the police officers, by which either the number would be really diminished, or would be made to appear so in the returns.

It seems to be the very general opinion that our interference has hitherto done more harm than good, by lending a sort of sanction to the ceremony, while it has undoubtedly lended to cripple the efforts of Magistrates and others to prevent the practice.

I think it will dearly appear, from a perusal of the documents annexed to this minute, and from the facts which I shall have to adduce, that the passive submission of the people to the influence and power beyond the law, which in fact and practically may be and is often exercised without

opposition by every public officer is so great, that the suppression of the rite would be completely effected by a tacit sanction alone on the part of Government. This mode of extinguishing it has been recommended by many of those whose advice has been asked, and no doubt this, in several respects might be a preferable course, as being equally effectual, while more silent, not exciting the alarm which might possibly come from a public enactment, and from which, in case of failure, it would be easy to retreat with less inconvenience and without any compromise of character. But this course in clearly not open to Government. bound by Parliament to rule by Law, and not by their good pleasure. Under the present position of the British Empire, moreover, it may be fairly doubted, if any such underhand proceeding would be really good policy. When we had powerful mighbours and had greater reason to doubt our own security, expediency might recomend an indirect and more cautious proceeding but now that we are supreme, my opinion is decidedly in favour of an open, avowed and general prohibition, resting altogether upon the moral goodness of the act and our power to enforce it; and so decided is my feeling against any half measure, that were I not convinced of the safety of total abolition, I certainly should have advised the cessation of all interference.

Of all those who have given their advice against the abolition of the rite, and have described the ill effects likely to ensue from it, their is no one, to whom I am disposed to pay greater deference than Mr. Horace Wilson. I purposely select his opinion, because, independently of his vast knowledge of Oriental literature, it has fallen to his lot, as

secretary to the Hindoo College, and possessing the general esteem both of the parents and of the youths, to have more confidential intercourse with Natives of all classes, than any man in India. While his opportunity of obtaining information has been great beyond all others, his talents and judgement enable him to form a just estimate of its value. I shall state the most forcible of his reasons, and how far I do and do not agree with him.

1st. Mr. Wilson considers it to be a dangerous evasion of the real difficulties to attempt to prove that suttees are not "essentially a part of the Hindu Religion". I entirely agree in this opinion. The question is, not what the rite is, but what it is supposed to be ; and I have no doubt that the conscientious belief of every order of Hindus, with few exceptions regards it as sacred.

2nd. Mr. Wilson thinks that the attempt to put down the practice will inspire extensive dissatisfaction. I agree also in this opinion. He thinks that success will only be partial which I doubt. He does not imagine that the promulgated prohibition will lead to any immediate and overt act of insubordination, but that affrays and much agitation of the public mind must ensne. But he conceives that, if once they suspect that it is the intention of British Government to abandon this hitherto inviolated principle of allowing the most tomplete coleration in matters of religion, there will arise, in the minds of all, so deep a distrust of our ulterior designs, that they will no longer be tractable to any arrangement intended for their improvement, and that the principles of a purer morality as well as of a more virtuous and exalted rule of action, now actively inculcated

by European education, and knowledge, will receive a fatal check. I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions, was mentioned to me in conversation by that enlightened native, Ram Mohun Roy, a warm advocate for the abolition of suttees, and of all other superstitions and corruptions, engrafted on the Hindu Religion, which he considers originally to have been a pure Deism. It was his opinion that the practice might be suppressed quietly and unobserved by increasing the difficulties, and by the indirect agency of the police. He apprehened that any public enactment would give rise to general apprehension that the reasoning would be, "While the English were contending for power, they deemed it politic to allow universal toleration, and to respect our religion, but having obtained the supremacy their first act is a violation of their professions, and the next will probably be, like the Mahommedan conquerors, to force upon us their own Religion".

Admitting, as I am always disposed to do, that much truth is contained in these remarks, but not at all assenting to the conclusions which tho' not described, bear the most unfavourable import, I shall now inquire into the evil and the extent of danger which may practically result from this measure.

It must be first observed, that of the 463 suttees occuring in the whole of the Presidency of Fort William, 420 took place in Bengal, Behar and Orissa, or what is termed the Lower Provinces, and of these latter 287 in the Calcutta Division alone.

It might be very difficult to make a stranger to under-

stand much less believe that, in a population of so many millions of people, as the Calcutta Division includes and the same may be said of all the Lower Provinces, so great is the want of courage and of vigour of character, and such the habitual submission of centuries that, insurrection or hostile opposition to the will of the ruling power may be affirmed to be an impossible danger. I speak of the population taken separately from the army, and I may add for the information of the stranger, and also in support of my assertion that, few of the natives of the Lower Provinces are to be found in our military ranks. I therefore at once deny the danger in toto, in reference to this part of our territories, where the practice principally obtains. If however security were wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, which, tho' a failure in many other respects, and in its most important essentials, has this great advantage at least, of having created a vast body of rich landed proprietors, deeply interested in the continuance of the British Dominion, and having complete command over the mass of the people, and in respect to the apprehension of ulterior views, I cannot believe that it could last but for the moment. The same large Proprietory Body, connected for the most part with Calcutta, can have no fears of the kind, and through their interpretation of our intentions, and that of their numerous dependants and agents, the public mind could not long remain in a state of deception.

Were the scene of this sad destruction of human life laid in the Upper instead of the Lower Provinces, in the midst of a bold and manly people, I might speak with less

confidence upon the question of safety. In these Provinces the suttees amount to 43 only upon a population of nearly twenty millions. It cannot be expected that any general feeling, where combination of any kind is so unusual, could be excited in defence of a rite, in which so few participate, a rite also notoriously made too often subservient to views of personal interest on the part of the other members of the family.

It is stated by Mr. Wilson that interference with infanticide and the capital punishment of Brahmins offer a fallacious analogy with the prohibition now proposed. The distinction is not perceptible to my judgement. The former practice though confined to particular families, is probably viewed as a religious custom ; and as for the latter the necessity of the enactment proves the general existence of the exception, and it is impossible to conceive a more direct and open violation of their Shasters, or one more at variance with the general feelings of the Hindoo population. To this day in all Hindoo states the life of a Brahmin is, I believe, still held sacred.

But I have taken up too much time in giving my own opinions, when those of the greatest experience, and the highest official authority are upon our records. In the Report of the Nizamut Adawlut for 1828, four out of five of the Judges recommended to the Governor General in Council the immediate abolition of the practice and attest its safety. The fifth Judge, though not opposed to the opinions of the rest of the Bench, did not feel then prepared to give his entire assent. In the report of this year, the measure has come up with the unanimous recommendation

of the Court. The two Superintendents of Police for the Upper and Lower Provinces, Mr. Walter Ewer and Mr. Charles Barwell, have in the strongest terms expressed their opinion that the suppression might be effected without the least danger. The former officer has urged the measure upon the attention of Government in the most forcible manner. No documents exist to show them the opinions of the public functionaries in the interior; but I am informed that nine-tenths are in favour of the abolition.

How, again, are these opinions supported by practical experience?

Within the limits of the Supreme Court at Calcutta, not a suttee to be placed since the time of Sir John Austruther.

In the Delhi Territory, Sir Charles Metcalfe never permitted a suttee to be performed.

In Jessore one of the districts of the Calcutta Division in 1824, there were 30 suttees; in 1825, 16; in 1826, 3; in 1827 and 1828, there were none. To no other cause can this be assigned, than to a power beyond the law, exerised by the Acting Magistrate, against which however, no public remonstance was made. Mr. Pigon has been since appointed to Cuttack, and has pursued the same strong interference as in Jessore, but his course, although most humane, was properly arrested, as being illegal, by the Commissioners. Though the case of Jessore is perhaps one of the strongest examples of efficacious and unopposed interposition, I really believe that there are few Districts in which the same arbitrary power is not exercised to prevent the practice. In the last week, in the report of the Acting Commissioner, Mr. Smith,

he states, in Ghazipore in the last year 16, and in the preceding year 7 suttees had been prevented by the persuasions, or rather it should be said, by the threats of the police.

Innumerable cases of the same kind might be obtained from the public records.

It is stated in the letter of the Collector of Gaya, Mr Trotter, but upon what authority, I have omitted to inquire that the Peshwa (I presume he means the ex-Peshwa Bajee Rao) would not allow the rite to be performed, and that in Tanjore it is equally interdicted. These facts, if true would be positive proofs at least that no unanimity exists among the Hindoos upon the point of religious obligation.

Having made inquiries also how far suttees are permitted in the European Foreign Settlements, I find from Dr. Carey that at Chinsurah no such sacrifices had ever been permitted by the Dutch Government. That within the limits of Chandarnagore itself they were also prevented, but allowed to be performed in the British territories. The Danish Government of Serampore has not forbidden the rite in conformity to the examples of the British Government. It is a very important fact, that though representations have been made by the disappointed party to superior authority it does not appear that a single instance of direct opposition to the executiom of the prohibitory orders of our civil functions has ever occured. How then can it be reasonably feared that to the Government itself, from whom all authority is derived, and whose power is now universally considered to be irresistible, anything bearing the semblance of resistance can be manifested. Mr. Wilson also is of opinion that no immediate overt act of insubordination

would follow the publication of the edict. The Regulations of Government may be evaded, the police may be corrupted, but even here the price paid as hush money will operate as a penalty indirectly forwarding the objects of Government.

I venture then to think it completely proved that, from the native population, nothing of extensive combination or even of partial opposition may be expected from the abolition.

It is however a very different and much important question how far the feelings of the Native Army might take alarm, how far the rite may be in general observance by them, and whether, as in case of Vellore, designing persons might not make use of the circumstance either for the purpose of immediate revolt, or of sowing the seeds of permanent disaffection. Reflecting upon the vast disproportion of members between our Native and European troops, it was obvious that these might be, in any general combination of the former, the greatest danger to the state, and it became necessary therefore to use every precaution to ascertain the impression likely to be made upon the minds of the Native Soldiery.

Before I detail to Council the means I have taken to satisfy my mind upon this very important branch of the inquiry, I shall beg leave to advert to the name of Lord Hastings. It is impossible but that to his most humane, benevolent, and enlightened mind. This practice must have been often the subject of deep and anxious meditation. It was consequently a circumstance of ill omen and serene disappointment not to have found, upon the Records, the valuable advice and direction of his long experience and

wisdom. It is true that during the greater part of his administration, he was engaged in war, when the introduction of such a measure would have been highly injudicious To his successor, Lord Amherst, also the same obstacle was opposed. I am, however, fortunate in possessing a letter from Lord Hastings to a friend in England upon suttees and from the following extract dated 21 November 1823, am induced to believe that, had he remained in India, this practice would long since have been suppressed. "The subject which you wish to discuss is one which must interest one's feeling most deeply; but it is also one of extreme nicety. When I mention that in one of the years during my administration of Government in India, above 800 widows sacrificed themselves within the Provinces comprised in the Presidency of Bengal to which number I very much suspect that, very many not notified to the Magistrates should be added, I will hope to have credit for being acutely sensible to such an outrage against humanity. At the same time I was aware how much danger might attend the endeavouring to suppress forcibly, a practice so rooted in the religious belief of the natives. No men of low caste are admitted into the ranks of the Bengal Army. Therefore the whole of that formidable body must be regarded as blindly partial to a custom which they consider equally referrible to family honour and to points of faith. To attempt the extinction of the horrid superstition, without being supported in the procedure by a real concurrence on the part of the Army, would be distinctly perilous. I have no scruple to say that I disbelieve, I could have carried with me the assent of the Army towards such an object. That persuation, however,

arose from circumstances which gave me peculiar influence over the Native Troops."

Lord Hastings left India in 1823. It is quite certain that the Government of that time were much more strongly impressed with the risk of the undertaking than is now very generally felt. It would have been fortunate could this measure have proceeded under the auspices of that distinguished Noble man, and that the State might have had the benefit of the influence which undoubtedly he possessed, in a peculiar degree, over the Native Troops. Since that period, however, six years have elapsed. Within the territories all has been peaceful and prosperous, while without, Ava and Bhurtpore, to whome alone a strange sort of consequence was ascribed by public opinion, have been made to acknowledge our supremacy. In this interval, experience has enlarged our knowledge, and has given us surer data upon which to distinguish truth from illusion, and to ascertain the real circumstances of our position and power. It is upon these that the concurring opinion of the officers of the civil and military services at large having been founded, is entitled to our utmost confidence.

I have the honour to lay before Council the copy of a circular addressed to fortynine officers, pointed out to me by the Secretary to Government in the Military Department, as being from their judgement and experience the best enabled to appreciate the effect of the proposed measure upon the Native Army, together with the answer. For more easy reference, an abstract of each answer is annexed in a seperate paper and closed with those to the same purport.

It appears, First, that of those whose opinions are directly adverse to all interference, whatever, with the practice, the number is only five. Secondly, of those who are favourable to abolition, but averse to absolute and direct prohibition under the authority of the Government, the number is twelve. Thirdly, of those who are favourable to abolition, to be effected by the indirect interference of Magistrates and other public officers, the number is eight. Fourthly, of those who advocate the total immediate and public suppression of the practice, the number is twenty-eight.

It will be observed also, of those who are against an open and direct prohibition, few entertain any fear of immediate danger. They refer to a distant and undefined evil. I can concieve the possibility of the expression of dissatisfaction and anger being immediately manifested upon this supposed attack on their religious usages; but the distant danger seems to me altogether groundless, provided that perfect respect continues to be paid to all their innocent rites and ceremonies, and provided also, that a kind and considerate regard be continued to their wordly interest and comforts.

I trust therefore that the Council will agree with me in the satisfactory nature of this statement, and they will partake in the perfect confidence which it has given me of the expediency and safety of the abolition.

In the answer of one of the Military Officers, Lieutenant Colonel Todd, he has recommended that the Tax on Pilgrims should be simultaneously given up, for the purpose of affording an undoubted proof of our disinterestedness and of our desire to remove every obnoxious obstacle to the

gratification of their religious duties. A very considerable revenue is raised from this head; but if it were to be the price of satisfaction and confidence to the Hindoos, and of the removal of all distrust of our present and future intentions, the sacrifice might be a measure of good policy. The objections that must be entertained by all to the principle of the Tax, which in England has lately excited very great reprobation formed an additional motive for the enquiry. I enclose the copy of a circular letter addressed to different individuals, at present in charge of the districts where the Tax is collected, or who have had opportunities from their local knowledge of forming a good judgement upon this question. It will be seen that opinions vary, but upon a review of the whole, my conviction is that, in connexion with the present measure, it is inexpedient to repeal the Tax. It is a subject upon which I shall not neglect to bestow more attention than I have been able to do. An abstract of these opinions is annexed to this Minute.

I have now submitted for the consideration of Council the draft of a Regulation enacting the abolition of suttees. It is accompanied by a paper containing the remarks and suggestion of the Nizamut Adawlut. In this paper is repeated the unanimous opinion of the Court in favour of the proposed measures. The suggestions of the Nizamut Adawlut are, in some measure, at variance with a principal object I had in view of preventing collision between the parties of the suttee and the officers of police. It is only in the previous processes, or during the actual performance of the rite, when the feelings of all may be more or less roused to a high degree of excitement, that I apprehened the possibility

of affray, or of acts of violence, through an indiscreet and injudicious exercise of authority. It seemed to me prudent, therefore, that the Police in the first instance should warn and advise, but not forcibly prohibit, and if the suttee, in defiance of this notice, were performed, that a report should be made to the Magistrate, who would summon the parties and proceed as in many other cases of crime The Sudder Court appear to think these precautions unnecessary, and I hope they may be so, but, in the begining, we cannot, I think, proceed with too much circumspection. Upon the same principle, in order to guard against a too hasty or severe a sentence, emanating from extreme zeal on the part of the local judge, I have proposed that the case should only be congnizable by the Commissioner of Circuit. These are however, question which I should wish to see discussed in Council. The other recommendations of the Court are well worthy of our adoption.

I have now brought this paper to a close, and I think I have redeemed my pledge of not allowing, in the considera-tion of this question, passion or feeling to have any part I trust, it will appear that due weight has been given to all difficulties and objections ; that facts have been stated with truth and impartiality ; that the conclusion to which I have come, is completely borne out, both by this act, will only be following, not preceeding, the tide of public opinion long flowing in this direction ; and when we have taken into consideration the experience and wisdom of that wisest and ablest public functionaries have been, year after year, almost soliciting the Government to pass this act, the moral and political responsibility of not abolishing this

practice far surpassess, in any judgement, that of the opposite course.

But discarding, as I have done, every inviting appeal from sympathy and humanity, and having given my verdict, I may now be permitted to express the anxious feelings with which I desire the suceess of this measure.

The first and primary object of my heart is the benefit of the Hindoos. I know nothing so important to the improvement of their future condition, as the establishment of a purer morality, whatever their belief, and a more just conception of the will of God. The first step to this better understanding will be dissociation of religious belief and practice from blood and murder. They will then, when no longer under this brutalizing excitement, view with more calmness, acknowledge truths. They will see that there can be no inconsistency in the ways of Providence, that to the command received as divine by all races of men, 'No innocent blood shall be spilt', there can be no exception; and when they shall have been convinced of the error of this first and most criminal of their customs, may it not be hoped, that others which stand in the way of their improvement may likewise pass away, and that thus emancipated from those chains and shackles upon their minds and actions, they may no longer continue as they have done, the slaves of every foreign conqueror, but that they may assume their just places among the great families of mankind. I disown in these remarks or in this measure any view whatever to conversion to our own faith, I write and feel as a Legislator for the Hindoos, and as I believe many enlightened Hindoos think and feel.

Descending from these higher considerations, it cannot be a dishonest ambition that the Government of which I form a part, should have the credit of an act, which is to wash out a foul stain upon British Rule, and to stay the sacrifice of humanity and justice to a doubtful expediency; and finally as a branch of the general administration of the Empire, I may be permitted to feel deeply anxious that our course shall be in accordance with the noble example set to us by the British Government at home, and that the adaptation where practicable to the circumstances of this vast Indian population, of the same enlightened principles, may promote here as well as there, the general prosperity, and may exalt the character of our Nation.

November 8, 1829. W. C. BENTINCK.

ক্রোড়পত্র

সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহন রায়ের ভূমিকা ঃ

সতীদাহ আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ষীয়ান ও বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার নতুন মূল্যায়নে আগ্রহী হয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর লেখা 'On Ram Mohan' গ্রন্থে (১৯১৯) এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। ড. মজুমদার বলেছেন,......The only instance in which Ram Mohan departed from his fixed principle of accepting, at least by outward conduct and practice, the Social Customs that were in vogue among the people in general, is afforded by his strenuous efforts for abolishing the cruel practice of burning widows along with their dead husbands, generally known as Sati. While it is impossible to minimise the importance of the great role played by Ram Mohan Roy in the anti-Sati movement, we should remember two things in this connection which are generally forgotten, or ignored, in order to give Ram Mohan far greater credit than is really due to him. Thus while one historian (N. S. Bose—'The Indian Awakening and Bengal'—p. 169) begins by saying that Ram Mohan was the pioneer of social reform movements in India and regards the anti-sati campaign as the most important among them, he adds immediately afterwards that this movement "had actually started before Ram Mohan took up the cause." This is undoubtedly a fact and the writer himself and many others have traced the long history of the movement before Ram Mohan. It is not possible or necessary to recapitulate it at length beyond drawing attention to the following facts : From the beginning

of the 19th. century, and even before that, the officers and judges of the East India company made serious efforts to stop the practice. The Supreme Court of Calcutta tried to prevent the sati-rite within their jurisdiction and between 1770 and 1780, the practice was forbidden in the territories then under the control of the Government of Bombay. Rules were passed by the Governor General in 1812, 1815 and 1817 with a view to checking the evils, and everything possible, short of stopping the practice by legislation which the British Government did not dare to do, "was done before Ram Mohan." Further while the first tract of Ram Mohan Roy against the sati was published in 1818, Mrityunjoy Vidyalankar, a Pandit of the Supreme Court, in 1817 recorded his views on Sati in his official capacity, "which anticipated most of the arguments later advanced by Raja Ram Mohan Roy"......(N. S. Bose – ibid, Page 171).

Finally, the Governor-General Lord William Bentinck took courage in both hands and decided to abolish ths Sati-rite by legislation. He consulted several persons one of whom was naturally Ram Mohan Roy who was known to be a great fighter against the evil. But to Bentinck's utter surprise Ram Mohan opposed the proposal to stop the evil by legislation. When I first mentioned this fact it was vigorously challenged by a writer in the Radical Humanist. Fortunately, the Radical Humanist had the courtesy to publish my rejoinder, and then the writer had the goodness to admit his error with the observation that such a thing would appear almost incredible in view of the general attitude of Ram Mohan Roy on the question. Now, it is not necessary in the present context to discuss the wisdom

or reasonableness of Ram Mohan's position, but in view of the fact that the movement had begun long before Ram Mohan, and the legislation, which alone could effectively prevent it as past experience had shown, was opposed by Ram Mohan, can anybody honestly maintain that it was mainly owing to Ram Mohan's leadership that Sati was ultimately abolished? (N. S. Bose, ibid, p. 173). When it is remembered that all the facts about the Sati-movement stated above are to be found in a book, the author of which admits that "Collets' (Sophia Dobson Collets) astempt to justify the action of Ram Mohan fails to satisfy attogether" (N. S. Bose, ibid, p. 175), but nevertheless makes the statement just quoted and also the others mentioned at the beginning, namely, that "Ram Mohan was the pioneer of the social reform movments in India," one gets a fair measure of the strength of the Ram Mohan Myth.

……ড. মজুমদারের এই দীর্ঘ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন যুগের ইংরেজ মহিলা শ্রীমতী মার্টিনের বক্তব্যটুকু অনুশীলন করা যাক। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায় ২৮শে নভেম্বর, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী ফ্রান্সিস কীথ-মার্টিন নামে অভিজাত ও বিদুষী ইংরেজ মহিলা ২৬শে নভেম্বর, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে লেখা একখানি চিঠি প্রকাশের জন্য "বেঙ্গল হরকরা"য় পাঠান। সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহন রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত শ্রীমতী মার্টিনের চিঠির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সতীদাহ প্রথা বিলোপ আন্দোলনে শ্রীমতী কীথের ভূমিকা পরবর্তীকালে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। "বেঙ্গল হরকরা" এবং "ইণ্ডিয়া গেজেট" পত্রিকায় এই ইংরেজ মহিলা স্বনামে ও বেনামে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকখানি চিঠি লিখেছেন। যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত এবং বক্তব্যের রচনাশৈলী চিঠিগুলির বৈশিষ্ট্য। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ড. মজুমদারের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সতীদাহ আন্দোলনে

রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধীয় অভিমত, শ্রীমতী মার্টিনের লেখা চিঠির (২৬শে নভেম্বর, ১৮২৯) নিরপেক্ষ অভিমতের বিপরীত। শ্রীমতী মার্টিনের এ চিঠি সুপরিচিত। তিনি লিখেছেন,......"a dawn is bursting on a new and happier prospect, the triumphs of liberty, whether over abject systems of polity or national error, are necessarily remarkable for an emanation of splendour. which dissipating the surrounding darkness chases the fugitive shadows to the gloom of the eternal past,—at least to the country-women of the Hindoo Patriot may it prove so,—at least to those prodigies of fortitude the Indian widows may the present era prove a jubilee which enfranchises them for ever,—and in commemorating the amiable and highly politic administration of Lord Bentink, may they never cease to remember the glowing sympathy, intelligence and fearless energy displayed through a course of eighteen years, by their great and at length successful advocate, Ram Mohan Roy......" (From "Ram Mohan Roy and Progressive Movement in India"—p. 150-151, by J. K. Majumdar). এ সম্পর্কে মিস কলেট রচিত রামমোহন জীবনীর (অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) পৃঃ ২৬১ অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন। শ্রীমতী মার্টিনের চিঠিখানি সম্পর্কে "বেঙ্গল হরকরা" সম্পাদকীয়তে লিখলেন, "...... We have inserted a letter from Mrs. Martin on the abolition of the Suttees. Our fair correspondent has paid a just tribute to the labours of that learned Brahmin and ardent Philanthropist Ram Mohan Roy. This entightened Hindoo has long laboured to prove to his countrymen that the custom is not only abhorrent to every principle of humanity but is actually in contradiction of the Shusters or Sacred writings. It must indeed be a proud and happy

reflection to this eminent and worthy Native gentleman that his exertions and his hopes, are now about to be consummated by the manliness and good feeling of the present Government……Let us not therefore offer our exclusive praise and gratitude either to Ram Mohan Roy or to Lord William Bentinck. The former would never have succeeded in his patriotic and enlightened labours without the co-operation of the latter, nor would Lord Bentinck have ventured on so desirable a measure, if the minds of the natives had not been prepared to abandon the worst of superstition, by the unwearied labours of their distinguished countryman."……"বেঙ্গল হরকরা" সম্পাদক আরো মন্তব্য করলেন, "……The fervent eulogy of an English Lady, thus openly and nobly bestowed upon this excellent individual, we are quite sure will not be under-valued by him, however accustomed he may be to the voice of praise from almost every quarter of the globe. We cannot, however, help regretting that our fair correspondent should have made rather an invidious distinction between Lord William Bentinck and Ram Mohan Roy, with reference to their peculiar share in the glory to accrue from the suppression of so ancient and detastable a practice as the Suttee. Lord William Bentinck has done all that a Governor could do. If he has not devoted so many years of labour and anxiety to the accomplishment of the same object, he has evinced the same sincereity of purpose, and has seized on the first opportunity of effecting, at one blow, what Ram Mohan Roy has prepared the way for by the energy or argument and the grace of eloquence"……বর্ষীয়ান ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রামমোহন রায়ের যথার্থ ভূমিকা বিশ্লেষণে প্রদত্ত অভিমতের

যৌক্তিকতা বিচারে "বেঙ্গল হরকরা" সম্পাদকের সম্পাদকীয় মন্তব্যের পার্থক কোথায়? ড. মজুমদারকে যাঁরা রামমোহন বিরোধীরূপে চিহ্নিত করেছে এবং তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ, প্রজ্ঞাদীপ্ত অভিমত সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন তাঁরা নিরপেক্ষ বিচারে "বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকার জীর্ণপত্রের মন্তব্য যাচাই করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

সতীদাহ আন্দোলনকে সুসংহত করার অক্লান্ত প্রয়াসে রামমোহন রা দীর্ঘ ১৮ বছর ব্রতী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় মিশনরি জেমস পেগস রামমোহন রায়ে পরিচিত ছিলেন। ভারতে বসবাস কালে সতীদাহ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হল জেম্‌ পেগস-এর সতীদাহ বিষয়ক বিখ্যাত সমীক্ষাগ্রন্থ, 'Sattees Cry to Britain. মিশনরি পেগস সাহেব ভারতীয় সতীনারীদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মদানে প্রামাণ্য কাহিনী পেশ করলেন পাশ্চাত্য দুনিয়ার দরবারে মর্মস্পর্শী ভাষায় নারীহত্যার মর্মন্তুদ ঘটনার দু'টি দিকের চিত্র তিনি আঁকলেন। (১) ৯—১ বছরের বিধবা বালিকাদের আত্মাহুতির বিবরণ, এবং (২) সতীদাহের ফ হাজার হাজার অনাথ শিশু ও বালক-বালিকার করুণ ছবি,—ভারতীয় সমাজে আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যার এক ভয়ংকর চিত্র তিনি তুলে ধরলেন।

তিনি লিখলেন (পৃঃ ১৬),—The description of a sattee, th motives which generally lead to it, and the objects for whicl the victim is sacrificed, abundantly prove that the sattee i miscalled suicide or voluntary self-immolation. This ide receives confirmation from the fact that in the annual lis of sattees, in the years 1815 to 1820 inclusive, it appear sixtytwo widows were burnt, most of whom were children :

Years : 17...161...16...15...14...13...12...10...8

Number : 14... 1'...22... 6... 2... 2...10... 1...1

এর পরেই পেগস সাহেব সতীদাহের ফলশ্রুতি সামাজিক সমস্যার চি তুলে ধরলেন বিশ্বমানবতার দরবারে,—"গত দশ বছরে সরকারী হিসাবম ভারতবর্ষে ৬,৬৩২ জন বিধবা ভারতীয় নারী 'সতী' হয়েছেন,—গড়ে প্রত্যে মেয়েরই দু'টি পিতৃমাতৃহীন শিশু জীবিত ধরলে মোট অনাথ শিশুর সংখ্য ১৩,২৬৪ জন এক গুরুতর সামাজিক সংকটের কারণ হচ্ছে……।"

"......The aggregate of sattees in India in ten years according to the official documents, is 6,632, allowing two children only to each widow, here are 13,264 orphans, left to the mercy of those who have decoyed their mother to the father's funeral pile"......এরই প্রতিধ্বনি উঠলো কবিকণ্ঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রদীপ্ত তরুণ-প্রতিভা, পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের কীর্তিমান শিক্ষক, নবজাগৃতির অন্যতম পুরোধাপুরুষ হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, জেমস সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত "ক্যালকাটা জার্নালে" একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা, "দি ইনফ্যান্ট হিন্দু মোরনার" লিখলেন অশ্রুভেজা ভাষায়…

Upon a woody bank I roamd at eve,
Close to the Ganges gliding slilly on ;
And through a glade the sun's last beams I saw,
And o'er the golden tide their radiance stream'd
It was a sweetly pensive hour of calm ;
The Myna chirp'd upon the mango bough,
And gently coo'd the Ring-dove midst the leaves,
I heard a fretful cry of infant waih,
Tremulous, floating on the breeze of eve,
And paused to listen when these words I caught :
"Mother ! mother ! Oh ! my dearest mother !"
I hurried onward to the sandy waste
That edg'd the water on the ground there sat,
Near to a heap of ashes mould'ring drear,
Weary and desolate, a little child :
One tiny hand a drooping flower held fast,
Emblem most meet of that unhappy child ;
The other wip'd away the scalding tears
That from her dim black orbs came trickling down,
As on that ashy heap she gaz'd intent,
Repeating still her cry of infant wail,

"Mother ! mother ! Oh ! my dearest mother !"
"Stranger !" exclaimed an aged peasant near,
"The story of that orphan son is told :
Child of my child, her father paid the debt
Which awful nature claims, nor rock'd his babe,
Who deemed him sleeping in a heavy sleep,
And wont you wake, my father ? she would say
And wont you speak, nor take me on your knee ?
The Brahmin came—a garland in his hand—
And hung it round the victim mothers neck :
And then the living with the dead went forth.
The drear procession reached the fated ground
Where wood and fire as meet convenient lay :
The child her mother follow'd, laughing still,
Or skipp'd before her, sportive as a lamb ;
Or grasp'd the hand whose soft caress was life
At last the parent stoop'd and kiss'd the child,
And as she kiss'd her, down a truant tear
Trickled away, and from her quiv'ring lips,
The pangs she spoke not, breathed upon her child.
A quick presentiment appear'd to cast
Its instant gloom upon the little one ;
Unto her mother's bosom fast she clung,
And sobbed and wept. The mother soothing,
Plac'd,
You flower, now faded, in her infant hand.
The frail pledge remains, but O the giver !
One last long kiss she gave, and tore away ;
And then the pile she mounted by the side
Of him who press'd that bridal couch of death.

Her infant fain would follow, but we held
The little struggle r, while her piercing eries
In vain reach'd her, who soon could here no more.
..."Come back my mother ! mother ! mother !
mother !"......
The din of dircful diseord rose and smoke
Ascended blackly through the sunny air,
The crowd dispers'd, but still the babe remains,
And has remained since that dread morning hour,
Weeping and gazing for her mother there ;
And nothing finds but loneliness and ashes.—
Mark the sad wildness of her young despair,
As on that ashy heap her gaze is fix'd,
With bitter tears and thick convulsive sobs ;
And Hark again ! her erey of infant wail,
Mother ! mother ! Oh my dearest mother !......"

(এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত ডিরোজিওর কবিতা, ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত)—"·· ফিরে এস, মাগো তুমি, ওমা ! মা ! মাগো আমার !"······
উচ্চকিত ভয়াবহ কলরব ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী
এখনো উঠছে,—কালো নগ্ন ভস্মরাশি উড়ছে রৌদ্রদীর্ণ হাওয়ায় হাওয়ায়,
জনতারা চলে গেছে,—কিন্তু তবু শিশুটি এখনো রয়ে গেছে,
একা একা,—সেই ভয়াবহ ভোরবেলা থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে,—
কাঁদছে আর কাঁদছে, আর তাকিয়ে দেখছে তার মা কোথায় গেল ;
এবং কোথাও পাচ্ছে না খুঁজে ! স্তূপীকৃত হয়ে আছে চিতাভস্ম, ম্লান
নির্জনতা।
আহা ! ছাখো, চেয়ে ছাখো—করুণ হতাশায় বালকের দুঃখের
দারুণ শূন্যতা,
বিষণ্ণ শোকার্ত দৃষ্টি,—ধূমাঙ্কিত ভস্মস্তূপে স্থির হয়ে আছে সারাক্ষণ,
তিক্ততম অশ্রুরেখা ঝরে পড়ছে অবিরল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে বিমথিত
ছোট্ট শিশুটি ;—

এবং আবার শোনো, বিলাপী আর্তকান্না অব্যক্ত শিশু হৃদয়ের,—
—"মা ! মাগো ! কোথায়, কোথায় তুমি, সাড়া দাও, প্রিয়তম জননী
আমার !"—

[অনুবাদ, নচিকেতা ভরদ্বাজ]

বালিকা বিধবাদের প্রসঙ্গে সতীদাহের নামে বীভৎস নারীহত্যার লোমহর্ষক ঘটনা উল্লেখ করেছেন, রামমোহন রায় প্রবর্তিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকা :

অগস্ট, ৭ই, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ কৌমুদী' লিখেছেন,—"...বৈদ্যবাটী গ্রামের ২৫ বছরের যুবা রামচন্দ্র মিত্র ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে। তার অপরূপা সুন্দরী ১৪-১৫ বছরের বালিকা স্ত্রী, স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়"......"Ramchandra Mittro, an inhabitant of Boydbooty, who generally lived at Calcutta, being attacked with the Cholera Morbus, was taken home by his relations, and he died, aged twenty-five years. His young and beautiful widow, only about 14 or 15 years of age thinking herself altogether worthless in the world on the death of her husband, and anticipating the many distresses she would have to suffer if she survived him, absolutely burnt herself on the funeral pile"......

৮ই অক্টোবর, ১৮২৫ খ্রী: 'সংবাদ কৌমুদী' সংবাদ দিলেন, "...একটি বীভৎস সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ২৪, পরগণার (কলকাতা সহরতলী) ১৫ বছরের বালক মদনমোহন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে তার ১২ বছরের বালিকাবধূ স্বামীর জলন্ত চিতায় পুড়ে মরেছে !......"We are astonished to hear that Muddon Mohan Chakravartty, about fifteen years age, inhabitant of the Twenty-four Purgunnas, (Calcutta), Having lately died, his widow, a little girl about twelve years of age ! No longer willing to inhabit this transitory world obstinately burnt herself on the funeral-pile......"

(জেমস্ পেগস্ সংগৃহীত তথ্য : Suttees cry to Britain, পৃ: ১৬)

মার্কুইস্ অব হেস্টিংস্ ১৮২৩ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান, তাঁকে লক্ষ্য করে কলকাতা জার্নাল লিখলেন :

"...The Orphans blessing and the widow's prayer
Shall follow thee.
O ne'er to man has pitying Heaven,
A power so blest, so glorious given,
Say but a single word and save.
Ten thousand mothers
from a flaming grave
And tens of thousands
from the source of woe,
The ever must to orphan'd
children flow !
Save from the flame
the infants place of rest,
The couch by nature
given—a mother's breast ;
O bid the mother live—the babe caress her,
And sweeter still its hoping accents bless her.
India with tearful eye and bended knee,
Hastings, her lord and judge presents her plaint
to thee......"

—"Plead for the widow",—Let petitions pour into Parliament from every quarter, which like the streams of the sanctuary, shall quench these dreadful fires"......লিখলেন রামমোহন রায় (১৮৩০) খ্রীঃ।

গ্রন্থ এবং তথ্যপঞ্জী নির্দেশিকা : সতীদাহ

Bibliographic Data on Suttee

১৭৮৭ সালের পূর্বে কোন য়ুরোপীয় কাগজপত্রে (document) 'সতী' শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না।

য়ুরোপীয় দলিলপত্র বা পুস্তকাদি এর পরে লিখিত :

"We have not found the term exactly in any European

document older than Sir C. Mallet's letter of 1727 and Sir William Jones' letter of the same year.

(Sir H. Tule and A. C. Burnell, Hobson-Jobson, article 'suttee'.)

Few articles on (or relating to) 'Suttee' :

1. Calcutta Journal, April 11, 1819.

A letter of Hari Harananda Tirthaswami on Widow burning addressed to the editor, India Gazette.

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ : রামমোহন রায়। প্রথম মুদ্রণ : ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ/পুর্নমুদ্রণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। (শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্তী যে নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন, তদনুযায়ী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।৫ম ভাগ, ৫ম বর্ষ ১৩০১-২ 'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহন বংশীয় মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখিত সহমরণ বিষয়ক প্রবন্ধ।)

2. Aspland, Robert : A sermon on the occasion of the lamented death of Raja Rammohun Roy, with a biographical sketch, London, 1833.

3. Carpenter, Lant : A Review of the Labours opinions and character of Raja Rammohun Roy in a discourse on occasion of death, delivered in Lewin's Mead Chapel, Bristol ; A series of illustrative extracts from his writings ; And a Biographical Memoir to which is subjoined an examination of some derogatory statements in the Asiatic Journal, London and Bristol, 1833.

4. Essays and Lectures chiefly on the Region of the Hindus by H. H. Wilson. 1862, Page—270-292.

5. Carpenter, Mary—Last days in England of the Rajha Rammohun Roy, London, 1866.

6, Article—'Suttee', Calcutta review, 1867—page-246.

7. Adam William : A lecture on the life and labours

of Rammohun Roy (delevered in Boston, U. S. A. 1845). Edited by Rakhaldas Halder, Calcutta, 1879. It has recently been reprinted as appendix VIII to Dr. P. K. Sen's Biography of a new Faith, Vol i (Thacker Spink and Co,. Calcutta, 1950).

8. Selected essays on Language, Mythology and Religion (1881)—Max Muller, page-335.

9. Max Muller, F.—Biographical Essays, Longmans Green and Co, London, 1884. pp. 1-48.

10. Sastri, Sivanath—Rammohun Roy (in Bengali) Calcutta, 1886.

11. "Indian Mirror"—September, 1896. p-19,

12. Samaddar, R. N. ; Raja Rammohun Roy, Calcutta, 1911.

13. Carpenter, Mary—Last days in England of the Rajha Rammohun Roy. London. (Reprinted by Rammohun Library, Calcutta, 1915,

14. Naik, Vasant Narayan—Raja Rammohun Roy—An Appreciation, with a foreward by Sri Narayan Chandravarkar, Bombay, 1916.

15. Chatterjee, Ramananda, Rammohun Roy and Modern India, Calcutta, 1918, (New reprint issued by the Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta. Year of publication not mentioned).

16. Banerjee, Brajendranath—Raja Rammohun Roy's Mission to England. (Based on unpublished records,), N. M. Roy Chowdhury and Co. Calcutta, 1925.

17. Parekh, Manilal—Rajarshi Rammohun Roy. Kathiwad, 1927.

18. Rambles and Recollections :—Sleeman (vol-i) page-133-4.

19. 'Suttee'—Edward Thompson. 1928.

20. Chatterjee, Nagendranath—Mahatma Raja Rammohun Rayer Jibancharit (in Bengali), Calcutta, 1881 (Fifth revised and enlarged edition, published by the Indian press. Ltd, Allahabad, 1928.).

21. Ball, Upendranath—Rammohun Roy : A study of his Life, Works, Thought, U. Roy and sons, Calcutta, 1933.

22 Home Amal (ed)—Rammohun Roy : The man and his work (Rammohun Centenary publicity Booklet No—1), Calcutta, 1933.

23. Seal,Brajendranath—Rammohun Roy—the Universal man, Sadharan Brahmosamaj, Calcutta, year of publication not mentioned (contains two illuminating addresses of the author, one delivered at the death anniversary of Rammohun Roy at Bangalore on the 27th September, 1924, the other, on the occasion of the Rammohun Roy Centenary Celebrations at Calcutta on December 31, 1933.

24. Majumder,Bimanbihari : History of political thoughts from Rammohun to Dayananda, 1821-24, Volume I, Bengal, University of Calcutta, 1934, Chapter 1.

25. Ganguli, Nalin Chandra : Raja Rammohun Roy (Builders of Modern India Series. Y. M. C. A. Publication ; Calcutta, 1934.)

26. Chakravarti, Ajit Kumar—Raja Rammohuna (in Bengali), Calcutta, 1934.

27. Chakrabarti, Satishchandra (ed)—The father of Modern India, Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebration, 1933, calcutta, 1935.

28. Chanda, Ramaprasad and Majumder, Jatindrakumar (ed) Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun Roy, vol-I (1791-1830). With an Introductory Memoir, Oriental Book Ageney, Calcutta, 1938.

29. Majumder, Jatindra Kumar : Raja Rammohun Roy and the last Mughals : A selection from official Records 1803-1859 ; with a Historical Introduction. Art Press, Calcutta, 1939.

30. Majumder Jatindra Kumar (ed)—Raja Rammohun Roy and progressive movements in India. A selection from Records ; 1775-1845, with a Historical Introduction, Art Press—Calcutta, 1941.

31. Moore, Adrience—Rammohan Roy and Amerika, Sadharan Brahmo Samaj—Calcutta, 1942.

32. Sen Sastri, Kshitimohona : Yugaguru 'Rammohon' (in Bengali), 1952.

33. Article 'Suttee'—Babour's Cyclopaedia of India.

34. Oxford History of India—Vincent A. Smith, page-665.

35. Manners and Customs of the people of India—Dubosis, page-174.

36. Rasa Mala, A. K. Forbes—page-691.

37. India's cries to British Humanity : J. Peggs.

38. A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos (vol—iii), page-329—William Ward.

39. William Carey : F. Deaville Walker, page—310.

40. Banerjee Brajendranath—Rammohun Roy (in Bengali)—Fourth Edition, 1353 B. S. (Sahitya Sadhak Charitamala, No. 16. Vanga Sahitya Parisad ; Calcutta).

41. Bassu Sassibhushan—Raja Rammohun Rayer Jivani : Second Edition, Calcutta, 1332 B. S. (Bengali).

42. Chatterjee Nandamohan—Mahatma Raja Rammohun Roy Sambandhiya Kshudra Kshudra Galpa (some anecdotes from the Edition, Calcutta 1298 B. S.

43. Das Jogananda—Rammohun 'O' Brahmo Andolan (in Bengali), Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1353 B. S.

44. Ganguly, Prabhat Chandra—Rammohuna Prasanga (in Bengali), Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1353 B. S.

45. Tagore Rabindranath—Bharatpathik Rammohuna Ray : Visvabharati, Tagore Centenary Edition, 1366 B. S. A well edited collection of all that the poet had written and said on Rammohun at different times.

'A List of Raja Rammohun Roy's Publications in different Languages :

(a) Works in Arabic Persian :

46. Tuhafat ul Muwahhiddin,—1803-4 (The text is in Persian with an Arabic introduction).

47. Manazarat III Adyan. No copy of the book has yet been found. Some modern writers doubt whetter it was at all published, though Rammohun makes a reference to it in the pages of Tuhfat. Kaji Abdul Odood however thinks that it must have been circulated either in printed or in manuscript form. For the Controversy cf. above pp 35-36.

48. Javav-I-Tuhfat-ul-Muwahhiddin. 1820 (?) An anonymous Persian booklet written in defence of Ram mohan's Tuhfat against the attacks of the Zoroastrians. Now in the British Museum Library, London. Possibly written by Rammohun Roy (cf. above Page-36) N. B. See 'Preface' for details.

b. Works in Bengali and sanskrit :-

49. Vedanta Grantha :—1815 (It is a commentry on the Brahma sutras in Bengali.)

50. Vedanta sara, 1815 (A short summary of the Vedanta Grntha in Bengali).

51. Talabakaraupanishat or kenopanishat, (Bengali translation according to the gloss of Sankaracharya) 1816.

52. Isopanishat : Bengali translation according to the gloss of Sankaracharya, 1816

53. Utsabananda Vidyavagiser Sahit Vichar. (Sastric disputes with Utsabananda Vidyavagis) 1816-17. Under this head Rammohun composed three pamphlets in sanskrit. In the end succecded in converting his orthodox adversary to his views and Utsabananda is known to have joined the Brahmo Samaj when the organisation was started in 1828, as reader and expounder of the upanishads.

The text was discovered by Dr. V. Roy of Girdih in the Serampore College Library. The second of Rammohun's pamphlets in this series was translated into Bengali by Sri Nabin Chandra Ganguli in the Pravasi Kartick ; 1335 BS, PP 104-10. The translation has been reprinted in the Vangiya Shahitya Parisad Edition of Rammohun's Bengali and Sanskrit works, Vo. 2, PP 26-34.

54. Bhattacharyer Sahit Vichar (Sastric disputes with Bhattacharya) 1817. It is a reply in Bengali to the Criticisms of Rammohun's Vedanta Grantha. Contained in Mrityunjaya Vidyalankar's Vedanta Chandrika which was also published in 1817.

55. Kathopanishat—(Bengali translation according to the gloss of Sankaracharya) 1817,

56. Mandyukopanishat—(Bengali translation according to the gloss of Sankaracharya) 1817.

57. Gosvamir sahit Vichar. (Sastric disputes with Gosvami 1818. It is a reply in Bengali to the critisisms of a Vaishnavite offonent.

58. Sahamaran Vishaye Prabartak—'O'—Nibartaker Sambod (A conference between an advocate and an opponent of the Custom of burning Widow Alive). 1818. Rammohun's first Bengali tract on 'suttee'—Reprinted from the original first tract published in 1810.

59. Gayatrir Artha—An exposition in Bengali of the famous Gayatri mantra of the Rig-Veda (111. 62. 10), 1818.

60. Mundakapanishat—(Bengali translation according to the gloss of Sankaracharya). 1819.

61. Atmanatmaviveka of Sankaracharya with Bengali translation 1819 (?). There is some doubt regarding the exact year of publication (cf Rammohan, Granthavali published by the Vangiya Sahitya Parisad—vol 4 P 76; Brajendranath Banerjee, Rammohun Roy, 4th edition P. 89).

62. Sahamaran Vishaye Prabartak-'O' Nivartaker Divtiya Sambad (A second conference between an Advocate and an opponent of the Practice of Burning Widows Alive), 1819, Rammohun's second Bengali tract on 'suttee'. It is a reply to the criticisms of Rammohun's first Bengali tract against 'suttee', contained in Kashinath Tarkavagish's Bengali Pamphlet Vidhayak Nishedhakar Sambad which had been published with an English translation from Calcutta earlier in 1819.

63. Kavitakarer sahit Vichar (Sastric disputes with the composer of Verses) 1820. A work in Bengali in reply to

an anonymous opponent who has been mentioned as Kavitakar or the 'Composer of verses.' The identity of the adversary has not been discovered,

64. Subrahmanya Sastrir Sahit Vichar—(Sastric disputes with Subrahmanya Sstri). 1820. This was published simultaneously in four languages—Sanskrit, Bengali, Hindi and English. The third anual report of the School Book Society mentions a tract by Rammohun Roy under the title "Reply to the observations of Sobha Sastree". No seperate work of that however has come to light as yet. The Editors of the Vangiya Sahitya Parisad Collection of Rammohan's Bengali and Sanskrit works are probably right in their supposition that "Sobha Sastree" in the above context, is only an abbreviation of the name Subrahmanya Sastri and the reference of School Book Society's report is to the entant work Subrahmanya Sastrir Sahit Vichar (Rammohan Granthavali, Sahitya Parisad, Ed—2, p-103).

65. Brahmana Sevadhi Brahmana-'O'-Missionary sambad. (Numbers—1, 2, 3).1821. A general defence of Brahmanical Hinduism against the attacks of the Christian Missionary (cf above, pp-160-61). The first three numbers of the Brahmana Sevadhi were published together with their English translation entitled. "The Brahmunical Magazine : The Missionary and the Brahmun."

66. Chari Prasner Uttar (Reply to the four questions). 1822. The tract contains Rammohun's reply to four questions asked by an Orothodox opponent in the Columns of the Samachar Darpan, April, 6, 1822, under the signature, Dharmasanisthapanakamkshi (One desiring to establish religion.)

67. Prathamapatra—1823. This is a tract on the nature of universal monotheistic worship. It was published together with an English version entitled Humble suggestions to his countrymen who believe in the One True God."

68. Padri 'O' śisya sambad.—1823 (?) It contains a trenchant criticism of the principles of Trinitarian Christianity in the shape of an imaginary dialouge between a Trinitarian missionary and three Chinese converts was published in 1823. The date of the publication of the Bengali tract may be tentatively inferred from this.

69. Gurupaduka—1823. The book which has not been found, is mentioned in Rev. Long's Descriptive catalogue of Bengalee Books (Calcutta—1855). p. 103 It appears to have been a small tract circulated in reply to an earlier anonymous attack (entitled Jnananjanasolaka) on Rammohun. (It's preface has been printed in the Bengali magazine 'Chhota Galpa', 'Paush' vol—I. 1340 B. S. Vol. II No. 24. P. 1179 ; cf, Rammohana Granthāvali Vangiya Sahitya Parisad Ed. Bibliography at the end. P. 73.

70. Pathyapradan or Medicine for the sick, 1823. An elaborate reply to Pandit Kashinath Tarkapanchanan's Pashanda Piclna also published in 1823 (if above. p-148).

71. Brananistha Grihaster Laksman—1826. It discusses the sings of a Householder who is truly devoted to Brhman.

72. Kayasther sahit Madyapan Vishayak Vichar—(A sastric dispute with a gentleman of the kayastha caste, over the question of the drinking of wine.) 1862. The tract was published under the signature of "Ramhandra Das".

73. Vajrasuchi (sanskrit text and Bengali translation of the Vajrasuchi Upanished, a Mahayana Buddhist teat

which criticises the Brahmanical caste system). 1857. (cf. above, pp. 438—39).

74. Gayatriya Paramopasanadhyanam. 1827. A Sanskrit-Bengali tract on the means of worshipping the Absolute through the Gayatri Mantra. Its English translation was also published in the same year.

75. Brahmopasana—1828. A tract On Divine Worship.

76. Brahmasangit—1828. A book of Bengali devotional hymns containing compositions of Rammohun Roy and his intimate associates (cf. above ; p. 235).

77. Anusthan—1829. A Bengali tract which under the form of a dialoage between a master (Acharya) and his disciple (sisya), discusses Rammohun's concept of Upasana (divine worship) and its ideal method. The tract though small, is one of Rammohun's most important theological publications. In this connection mention may be made of a work by Rammohun entitled 'Abataranika' said to have been published in 1829, and mentioned by Rev. J. Long in his descriptive catalogue of Bengali Books (Calcutta, 1825) p. 103. Possibly this is the same tract as 'Anusthan' as the short introduction of the last named tract also calls itself 'Abataranika.' Further Rev. Long describes 'Abataranika' as a Sanskrit-Bengali work "On 12 questions with their answers and proofs from the Bhagavat Gita on worship". Rammohun's 'Anusthan' also contains 12 questions and answers. The only point of discrepancy is that Rammohun in 'Anusthan' does not quote scriptuaral proof only from the Gita but from other texts like the Brihadaranyaka Upanishad, Taittiriya Upanishad, Mundoke Upanishad, Kenaopanishad, Chhandogya Upanishad, Kathopanishad, Brahma Sutras, Gauda-

pada's Karika, Vishnu Purana, Manu-Sanhita and Mahanir vana Tantra as well.

78. Sahamaran Vishaye :—1829. This is Rammohun' last Bengali tract on 'suttee' published on reply to the attack of two orthodox opponents who wrote under the pen-name of "Vipra" and "Mugdhabodha-Chhatra."

79. Gaudiya Vyakaran :—1833. It is a grammar of th Bengali language written on the model of Rammohun' earlier work in English on the same subject, printed in 1826 The text was published by the Calcutta School Book Societ in April 1833, when Rammohun was in England (cf. above pp. 192-93-295-96).

Apart from the above works, Rammohun had publishe a Bengali verse translation of the entire Bhagavat Gita bu unfortunately the book has not been traced. It must hav come out sometime before 1829, because Rammohun ha made a reference to it in his 'Sahamaran Vishaye' publishe in that year (cf. Rammohun Granthavali, Vangiya Sahity Parisad Edition, 3, p. 56.). Besides, Rammohun had publishe his own editions of a number of Upanishads as well as o Sankaras entire commentry on the Brahmasutras (cf. above pp. 98-100). These however cannot be included in a list o his original writings. The third annual report of the Schoo Book Society (1819-20) mentions a Bengali work o Rammohun entilled "Reply to a MS of Ram-Gopal Sormono." No book of this name has however come to ligh as yet. The Editors of the Vangiya Sahitya Parisad Collec tions of Rammohun's Sanskrit and Bengali works think tha the work may be identical with "Gosvamir Sahit-Vichar (cf. above No. 9. in the present list).

This appears to be an unwarranted assumption in the present state of our knowledge.

A word must also be said here about a Bengali tract called "Brahma-Pauttyalika-samvad" mentioned by Rev. Long (Catalogue p. 103) to have been a work of Rammohun Roy published in Calcutta School Book Society (1819-20). However the authorship of the book has been attributed to Brajamohun Majumder, one of the intimate associates of Rammohun. The work had also been translated into English in 1821 under the title "A tract against the prevailing system of Hindoo Idolatry." In the preface to the English translation too the European translator mentions Brajo-Mohun Majumder as the author of the original Bengali text (cf. the Father of Modern India · Rammohun Centenary Commemoration Volume, Part II, p. 126). A possible explanation of this anomaly may be that Rammohun actually wrote and published the book under the signature of his friend Brajomohan Majumder. The persistent assumption of pen names and the names of his friends and followers in publishing his own writings was one of Rammohun's well-known habits (cf. above, p. 217). Until however the question of authorship is finally settled, it would be unsafe to include 'Brahma Pauttalika samvad' in a list of Rammohun's works. A critical edition of this Bengali tract together with his English translation is at present being prepared by Dr. Stephen N. Hay of the University of Chicago, U. S. A.

The first collected edition of Rammohun Roy's Bengali works was published in 1839 by Sj. Ananda Prasad Banerjee, Zamindar of Telinipara (Hoogly Dt., West Bengal), who belonged to the circle of Rammohun's distinguished friends.

and followers. Subsequently the following collections of his Bengali and Sanskrit works have been published : (1) Raja Rammohun Roy Pranita Granthavali, edited by Rajnarayan Basu and Ananda Chandra Vedantavagish, Adi Brahma Samaj Press, Calcutta, 1880 ; (2) Raja Rammohun Royer Sanskrita-o-Vangla Granthavali, printed at the Kuntalin Press, Calcutta and published by the Panini office, Allahabad, 1905 ; (3) Rammohun Granthavli, edited by Brajendranath Banerjee and Sajanikanta Das, published by the Vangiya Sahitya Parisad (Calcutta, 1359 BS).

C. Works in Hindi :—

80. Vedanta Grantha :—(Hindi translation from the Bengali original.) 1815 (?)

81. Vedantasara :—(Hindi translation from the Bengali original) 1815 (?)

The two above works have unfortunately not yet been traced. Rammohun refers to these Hindi publications of his in the preface to an Abridgment of the Vedanta (Calcutta—1816) (cf. The English works of Raja Rammohun Roy, ed. Nagand Burman, part II, pp. 59-60). Pandit Kshitimohun Sensastri mentions having seen a copy of the Hindi translation apparently of the Vedanta Grantha in his boyhood at the house of Sj Abhaycharan Bhattaycharya of Mirzapur (U. P.) (cf. his Yugaguru Rammohun, Calcutta—1952, p. 8.).

82. Subrahmanya Sastrir Sahit Vichar (Hindi Version) 1820.

Rammohun's Hindi prose style has been discussed by Pandit Hazari Prasad Dwivedi in a Bengali article entitled

'Hindi Bhashaye Rammohun' (cf. The Father of Modern India :—Rammohun Centenary Commemoration Volume, Part II, pp. 465—68).

D. Works in English :—(Published from Calcutta.)

83. Translation of an Abridgment of the Vedanta or Resolution of all the Vedas ; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology ; establishing the unity of the Supreme Being : and that He alone is the object of Propitation and Worship, 1816.

84. Translation of Cena (Kena) Upanishad , one of the Chapters of the Sama Veda ; according to the gloss of the celebrated Shunkuracharya establishing the unity and the sole Omnipotence of the Supreme Being : and that He alone is the object of Worship. 1816.

85. Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda ; according to the commentry of the celebrated Shunkuracharya : establishing the unity and incomprehensibility of the Supreme Being : and that His worship alone can lead to Eternal Beatitude, 1816.

86. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry at Madras, 1817.

87. A second defence of the Monotheistical system of the Vedas in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship, 1817. This is a reply to Mrityunjaya Vidyalankar's "An Apology for the present system of Hindoo Worship" published in 1817.

88. Counter Petition of the Hindu inhabitants of Cacutta against 'suttee', 1818.

89. Translation of a conference between an Advocate

for, and an opponent of the Practice of Burning Widows Alive, from the original Bungla. 1818.

90. Translation of the Moonduk Upanishad of the Uthurvu-Veda according to the gloss of the celebrated Shunkuracharya. 1819.

91. Translation of the Kutha Upanishad of the Yujoor-Veda, according to the gloss of Shunkuracharya, 1819.

92. An Apology for the pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmnical observances, 1820. It is the English version of Rammohun's scriptural dispute with Pandit Subrahmanya Sastri.

93. A second conference between an Advocate for and an opponent of The Practice of Burning Widows Alive. Translated from the Original Bengali, 1820.

94. The Precepts of Jesus, the Guide to peace and Happiness; extracted from the Books of the New Testament ascribed to the four Evangelists. With translations into Sungscrit and Bengali, 1820.

The promised Sanskrit and Bengali translations were never published by Rammohun. A Bengali translation of the book was however published by Sj. Rakhaldas Halder under the title Sukhasantir Upayasuarup Yisu-Pranita Hitopades (Calcutta 1859). It may be noted here that Rammohun's Precepts of Jesus created a tradition of liberal interpretation of Christ's Teachings in Christian circles and inspired the Earl of Northbrook to publish his "The Teachings of Jesus Christ in His own words" (London, Samson Low, Morston and Co., 1900). In his preface P. V. Northbrook writes: My purpose has been to put before them [The people of India] the Teachings of Christ in His own words, as

recorded in the four Gospels......The learned and distinguished Hindoo, Raja Rammohun Roy published eighty years ago a compiltion called. "The Precepts of Jesus, the Guide to peace and happiness with the same object in view, but in a different shape."

95. An Appeal to the Christian public in defence of the "Precepts of Jesus" by Friend to Truth, 1820.

96. Second Appeal to the Christian public in defence of the "Precepts of Jesus", 1821.

97. The Brahmnical Magazine of the Missionary and the Brahmun, being a vindication of the Hindoo religion against the attacks of Christian Missionaries. Nos. I., II and III, 1821.

98. Brief remarks regarding Modern Encroachments on the ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance, 1822.

99. The Brahminical Magazine or the Missionary and the Brahmun. No. IV. 1823.

100. Final Appeal to the Christian Public in defene of Precepts of Jesus, 1823.

101. Humble suggestions to his countrymen who believe in one True God (Published in the name of Prasanna Kumar Tagore) 1823.

102. Petitions against the Press Regulations :—

(a) Memorial to the Supreme Court, 1823.

(b) Appeal to the King in Council, 1823.

103. A Few questions for the serious consideration of Trinitarians, Part I, II, 1823.

104. A Dailogue between a Missionary and three Chinese Converts, 1823.

105. A Vindication of Incarnation of the Deity as the common basis of Hindooism and Christianity against the schismatic attacks of R. Tytler Esqr., M. D. (Published under the pseudonym Rans Doss). 1823.

106. A letter to Lord Amherst on Western Education, dated Calcutta, December 11, 1823.

107. A Letter to Rev. Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. 1824.

108. Translation of a Sungscrit Tract on Different Modes of Worship (published under the curious signature "By a friend of the Author.") 1825.

109. Bengalee Grammar in English Language, 1826.

110. A Translation into English of a Sanskrit tract, including the Divine Worship, esteemed by those who believe in the revelation of the Vedas as most appropriate to the nature of the Supreme Being, 1827.

111. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent Unitarian places of worship instead of the numerously attended established churches ?" 1827. This tract was published in the name of Chandra Sekhar Dev (cf. above, p. 217).

112. Symbol of Trinity, 1828 (?)

113. The Universal religion ;—Religious Instructions founded on sacred Authorites, 1829.

114. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands, 1829.

115. Petition of 'Padishah' (Akbar II) of Delhi to king George IV of England, 1829.

116. Address to Lord William Bentinck, Governor

General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the 'suttee', 1830.

117. Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal, 1830.

118. Letters on Hindoo Law of Inheritance, 1830.

119. Abstract of Arguments regarding the burning of Widows considered as a religious rite, 1830.

120. Counter-petition to the House of Commons to the Memorial of the advocates of the 'suttee', 1830.

121. On the Possibility, Practicability and Expediency of Substituting the Bengali Language for the English (Date of composition unknown). It is a humorous skit published presumably for the first time in the Modern Review, December 1928, pp. 635-36 (cf. above, p. 208).

122. Hindu Authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh. (Upanishad) (cf. Brajendranath Banerjee), Rammohun Roy, 4th Ed, p. 100.

E. Works in English (published in England).

123. Abridgment of the Vedant and the English translation of the Kena Upanishod—Reprinted with a preface by John Digby containing a letter addresed to him by Rammohun Roy. T. & J. Hoitt, London, 1817.

124. The Precepts of Jesus together with the first and second Appeals to the Christian public with a preface by Thomas Roes, published by the Unitarian Society, London. 1823 (Second Ed. 1834)

125. Final Appeal to the Christan public in deference of the Precepts of Jesus, London, Hunter, 1823.

126. Answer to questions by Rev. H. Ware of Cambridge, U. S., printed in "Correspondance relative to the prospects

of Christianity and the Means of Promoting its Reception in India", London G. Fox, 1825.

127. Essay on the Right of Hindoos over ancestral property according to the Law of Bengal. With an Appendix containing letters on the Hindoo Law of Inheritance, London, Smith Elder and Co. 1832.

128. Answers of Rammohun Roy to the queries on the Salt Monopoly, March 19, London 1832. It has been reprinted in the Modern Review, May, 1934, pp. 553-55 from Parliamentary papers, 1831-32 (Vol XI, pp. 685-86, Appendix—140)

129. Translation of the creed maintained by the Ancient Brahmins as founded on the sacred Authorities, London, Nichols and Son, 1833.

130. The Autobiographical Letter. It was published by Sandford Arnot in the Athenaeum, October 5, 1833 (cf. above, pp 496-98.)

F. Works published in America.

131. Correspondence Relative to the Prospects of Christanity and the means of Promoting its Reception in India. Cambridge University Press, Hilliard and Metcalf, 1824.

132. The precepts of Jesus together with the first and the second Appeal to the Christian public, New York, B. Bates, 1825.

133. Appeal to the Christian public in defence of the Precepts of Jesus, Boston (?) Christan Register office (?) about April 1826. Miss Adrienne Moore is not certain whether it was really an American edition of any of the Appeals or merely an advertisement by the Christan Register office of

the 1823, London (Hunter) edition of the Final Appeal, 1826. Copy of any American edition of any of the Appeals has so far been not found.

134. The Precepts of Jesus together with the First, Second and the Final Appeals to the Christian public, parts I and II. Boston, Christian Register office, 1828.

135. A Vindication of the Incarnation of the Deity as a common basis of Hindooism and Christianity. Salem, Massachusets, 1828.

136. Brief extracts from Rammohun Roy's Appeals, Philadelphia Unitaryan Association Publication, 1831 (?). Miss Moore adds the following comment :—This is possibly an excerpt torn from some publication.

Miss Moore mentions as appendix to her list a publication entitled "Address to the Members of Congress on the Abolition of Slavery," Washington, D. C. (?) 1830-1833 (?) and adds :

This document on slavery is signed "Rammohun Roy" but the name is merely a pseudonym, as seen from the lines.

In closing this address allow me to assume the name of one of the most enlightened and benevolent of the human race now living though not a white man, Rammohun Roy (Rammohun Ray and America, p. 52). [For the list of the American edition of Rammohun's works we have relied on Adrienne Moore's Rammhun Ray and America] (Calcutta —1942) pp. 50—52, Editors.

G, German Edition :—

137. Auftosung des Wedant, order der Auflosung aller Weds des beruhmtesem Werke Braminischer Gottesgelahrtheit worin die Einheit des Holhstan Wesens dargethan

Wird, so wird, so wie aech dass Gottsllein des Gegentand der Verohnung and Verehrung Seyer Ronne, Jena—1817 (German translation of the Abridgment of the Vedant).

H. Dutch Edition :

138. Vertaling Van Verscheidene vaername Boeken, Pladtsen en Tekrten van de Vedas. Narr het Engelsch door pp. Ronda Van Eysinga kampen, 1840. (It is apparently a Dutch rendering of the collection entitled "Translation of several principal Books, passages and texts of the Vedas, published from London in 1832).

The following collected editions of Rammohun Roy's English works have so far been published.

(i) The English works of Raja Rammohun Roy edited by Jogendra Chunder Ghose, compiled and published by Eshan Chundur Bose, Volume I, Oriental Press, Calcutta, 1855, Vol. II, Aruna Press, Calcutta—1887.

139. The English Works of Raja Rammohun Roy edited by Jogendra Chunder Ghose, republished by Srikanta Roy, Agents: S. K. Lahiri and Co., Calcutta—1901 in three Volumes.

140. The English works of Raja Rammohan Roy including some additional letters and an English translation of the Raja's Tuhfat ul Muahiddin with an introduction by Ramananda Chatterjee, Panini Office, Allahabad, 1906.

141. The English works of Raja Rammohun Roy edited by Kalidas Nag and Debajyoti Burman, in seven parts, part I to VI, are at preseht available, published by the Sadharn Brahmo Samaj : Calcutta 1945-51)

142. Ras Mala :—A. K. Forbes, 1878.

143. Hampi Ruins :—A. H. Longhurst.

144 Asiatic Journal (September—December,...1830).

145. Calcutta Review (An annonymous article)...... 1867.

146. Treaties, Engagements and sunmds :—C. U. Aitchison ......1876.

147. Dubosis (Second Edition)......1879.

148. Lord Willam Bentink :—Demetrius C. Boulger.

149. Essays and lectures on the Religion of the Hindoos.

150. Feynao Nuniz......H H. Wilson (1862) Quded in Sewell—A Forgotted Empire.

151. Willam Carey :—F. Deauille Walker.

152. 'Debosis' (Popes edition)......G. H. Pope (Editor).

153. Widow Burning :—H. J. Bushby......1855.

154. Herodotus (George Rawlinson's translations) Vol—V.

155. The duties of a faithful Hindoo Widow—H. T. Colebrooke, 1795.

156 Indian cries to British humanity......J. Peggs. (1830).

157. Manners and Customs of the people of India (1879).

158. 'Suttee'—N. M. Penzer......

159. Pakeha Moari (F. E. Maning)......'Old New Zealand.'

160, 'Suttee'—Sir H. Yule and A. C. Burwell, Hobson Jobson.

(Article) Imp. Spl. Note :—William Ward's account on Suttee. Edward Thompson said, (p. 61.) :—His (Ward's) language is loose may mean that the returns showed that widows were being burnt at the rate of between two and

three hundred a year, or that this number were burnt in six months only.

161. Imperial Gazetteer of India (1908—Vol-XIII)...

[Idar (a Rajput state) is surrounded by a brick wall in fair preservation through which a road passes by a 'stone gate-way' marked with many red hands each recording a victim to the rite of 'sati'] :—Edward Thompson's Suttee. 1928.

162. Oxford History......V. Smith.

163. "The Panjab in peace and war" (Thorburn)...... Seven women only were burned with the body of Ranjit Singh—a very small number considering his rank but it was no doubt deemed expedient to show some respect to European prejudices —John Martin Honyburger, the Court physician at Lahore, and the adventurer Lieutenant—Colonel Henry Steinback······The Panjab (1846)—Psychologically, Thorburn's account is the more detached and valuable but Honyburger's contains the fuller details.

164. Hon. W. Osborne...A letter dated July 12, 1839; The Court and Camp of Ranjeet Singh.

165. Hon. Emily Eden···Up the country in her charming letters to sister in England, wrote :—"Those poor dear Ranees of Ranjeet Singh whom we visited and thought so beautiful and so merely have actually burnt themselves. The death of these poor women is so melancholy they were such gays young creatures, and they died with the most obstinate courage"···Her letter of July 2, 1839. When the widow sacrifice was merely reported as in prospect contained the cynicism. "···I begin to think that the hundred wife system

is better than the mere one wife-rule they are more attached and faithful."

166. C. E. Buckland......Bengal under the Lieutenant Governors. (Calcutta 1901)

167. Ramgopal Sanyal...Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India :—(Calcutta—1894).

168. F. B. Bradley Birt...Twelve men in Bengal in the Nineteenth Century (Calcutta 1910).

তথ্যপঞ্জী পত্রপত্রিকা :—

১। নব্যভারত (মাসিক পত্রিকা)—১৩০৩ সাল, আষাঢ়—আশ্বিন সংখ্যা/১৪শ খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখিত প্রবন্ধ/পৃঃ ২৮০—২৮৬।

২। প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন :—ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন (Keeper of the Records of the Government of India, Imperial Record Depertment), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ/১৯৪২ খ্রীঃ।

৩। বাংলার সাহিত্য ইতিহাস :—ড. সুকুমার সেন। জবাহরলাল নেহরু লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

৪। জন্মভূমি (মাসিকপত্র)—৫ম ভাগ ৫ম সংখ্যা/১৩০১-২ ; ৫ম ভাগ ৮ম সংখ্যা ১৩০২ সাল/৪৭১—৪৮১/মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখিত প্রবন্ধ।

৫। ইণ্ডিয়ান মিরর :—১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

৬। ভারতী—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত/১২৯১ সালের মাঘ সংখ্যা/পৃঃ ৪৫৮—৪৭০/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ "রামমোহন রায়"।

৭। প্রবাহ—১২৯১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা/পৃঃ ৪৯৫—৫০৭ ; ভারতী পত্রিকায় প্রচারিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রামমোহন রায় প্রস্তাবের বিরোধী সমালোচনা লিখেছেন মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, (মূলতঃ রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্পর্কিত আলোচনা)

৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পঞ্চম কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ২১১ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৭৮২ শকাব্দ—পৃঃ ১৪৩—১৪৯/আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ লিখিত ব্রাহ্ম-সমাজের পুরাবৃত্ত।

৯। 'দি কলিকাতা রিভিয়্' (ডিসেম্বর, ১৯৩৩/পৃঃ ২৩৫) (Rammohun Roy, the first Phase.)

১০। দি কলিকাতা রিভিয়্ (অক্টোবর, ১৯৩৫/ভলিয়্যম ৫৭/সংখ্যা—১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ/পৃঃ ৫৮-৭০।

"Southerland's Reminiscence of Rammohun Roy."

১১। দি ক্যালকাটা ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড মান্থলি রেজিস্টার (১৮৩০)

১২। দি হিন্দু বেঙ্গল (১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র।

১৩। দি হিস্ট্রী অব বেঙ্গল—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাদটীকা :—

প্রাসঙ্গিকী—গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্যপঞ্জীর তালিকায় যথাবিহিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিশ্লেষণে পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থ বা তথ্যাদির প্রকাশকাল ও অন্য জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

অনুক্রমণী

ভ

ম

THE

SUTTEES' CRY TO BRITAIN;

SHOWING FROM

ESSAYS PUBLISHED IN INDIA, AND OFFICIAL DOCUMENTS

THAT THE CUSTOM OF
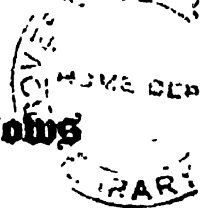
Burning Hindoo Widows

IS NOT

AN INTEGRAL PART OF HINDOISM;

AND

MAY BE ABOLISHED WITH EASE AND SAFETY.

BY J. PEGGS,
Late Missionary in Cuttack, Orissa.

SECOND EDITION, ENLARGED.

"In childhood, must a female be dependent on her father; in youth, on her husband; *her lord being dead, on her sons:* if she have no sons, on the near kinsmen of her husband, if he left no kinsmen, on those of her father; if he have no paternal kinsmen, *on the Sovereign.*" MENU.

"Shall we be in all time to come, as we have hitherto been, passive spectators of this unnatural wickedness?" GRANT.

"The entire and immediate abolition of it would be attended with no sort of danger." HARINGTON.

London;

SEELY AND SON, FLEET-STREET; WIGHTMAN AND CRAMP,
PATERNOSTER-ROW; MASON, CITY-ROAD.

means are ... to the great work of the illumination of India and the East be applied, and all the atrocity of heathenism—its idols—its temples, will ere long be seen no more. Let the friends of humanity and religion prosecute their arduous work, for, their "labour is not in vain in the Lord."

The *summary view* of this deeply interesting subject appears as follows:—The practice in India of burying or burning widows alive with their deceased husbands, is unnatural and inhuman. To attempt to prove this would be like attempting to prove a truism; or what it can scarcely be imagined any one ever doubted. The abolition of this horrid rite appears consistent with the laws of nations and of God. —The Divine injunction to Noah and his sons, the great progenitors of the Nations, has been generally recognized, among mankind:— "At the hand of every man's brother, will I require the life of man. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed." Gen. ix. 5, 6. It has appeared that Menu, the great Indian Legislator, knew nothing of so atrocious an infraction of the principles of humanity and justice, as the immolation of females; and though a few modern writers may have recommended it, can the opinion of four or five Hindoo authors, be considered sufficient authority for the wanton and cruel sacrifice of a thousand unhappy widows every year? Its abolition appears consonant with the dictates of sound reason and the Word of God.

It is not unfrequently asked by some—Has not Britain formed a connection with India and agreed to govern it upon such terms as to admit the perpetration of these evils? Does not such a contract with India exist? The late C. Grant, Esq. in his "Observations on the state of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain," written in 1792, and submitted to the Hon. Court of Directors in 1797, thus answers these inquiries:—"Are we bound for ever to preserve all the enormities in the Hindoo system? Have we become the guardians of every monstrous principle and practice which it contains? Are we pledged to support for all generations by the authority of our Government, and the power of our arms, the miseries which ignorance and knavery have so long entailed upon a large portion of the human race? Is this the part which a free, a humane, and an enlightened people, a nation itself professing principles diametrically opposite to those in question, has engaged to act towards its own subjects? It would be too absurd to maintain that any engagement of this kind exists;—that great Britain is under any obligation, direct or implied, to uphold errors and usages, gross and fundamentally subversive of *the first principles of reason, morality and religion. In Hindostan, mothers of families are taken from the midst of their children, who have just lost their father also, and by a most diabolical complication of force and fraud are driven into the flames! Shall we be in all time to come as we have hitherto been, passive spectators of this unnatural wickedness?** The Marquis Wellesley when Governor General of India in 1805, addressing the principal Law Court in Calcutta, expressly

* Par. Papers, Vol. v. 1827, p. 33.

সর্ব্বর তাঁহাকে জানাইয়াছেন, এই রীতিটী তিনি রহিত করিবেন। কারণ উহা আমাদের প্রজা-সমূহের চরিত্রের দুরপনেয় কুৎসা। আর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতেছেন বলিয়া, ঐ প্রথায় রাজপুরুষবর্গেরও বীভৎস কলঙ্ককালিমা প্রকাশ পাইতেছে।"

আত্মীয় সভা।

রাজা রামমোহন রায়, সহমরণ নিবারণের জন্য যে যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার একটী তালিকা লিখিত হইল। তদ্দ্বারা তাঁহার কৃত কার্য্যের গুরুত্ব ও স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারিবে।

পুস্তকাদির নাম।	কোন্ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।		কোন্ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।
১। সহমরণ-সংবাদ ...	১২১৬ সাল।	...	১৮১০ খৃষ্টাব্দ।
২। সহমরণ-বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব	১২২৫ সাল।	...	১৮১৮ খৃষ্টাব্দ।
৩। Translation of a conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive, from the original Bengali.	1225 Bengali Era.		1818 Christian Era.
৪। সহমরণ-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব	১২২৬ সাল।	...	১৮১৯ খৃষ্টাব্দ।
৫। A Second conference, between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive.	1227 Bengali Era.	...	1820 Christian Era.
৬। সংবাদ-কৌমুদী ...	১২২৮ সাল।	...	১৮২১ খৃষ্টাব্দ।
৭। সহমরণ-বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব	১২৩৭ সাল।	...	১৮৩০ খৃষ্টাব্দ।
৮। Anti-Suttee Petition to the House of commons.	1237 Bengali Era.	...	1830 Chritian Era.
৯। Abstract of the arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite.	" "	...	" "

২১১

লর্ড আমহার্ষ্টের কাল।

১৮২০—১৮২৮। মার্চ্চ।

লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-সময়েই সতীদাহ-... যে হিন্দুনীতি ও হিন্দু আইনের প্রকৃতার্থ-বিজ্ঞাপক নিয়ম, বিধিবদ্ধ করণার্থে এক রেগুলেশন অর্থাৎ রাজনিয়ম প্রণীত হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ভবিষ্যতে যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাও তাঁহার আইনের অন্তর্গত হইয়াছিল। বারাণসীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হ্যামিল্টন্ সাহেব (R. N. O. Hamilton) উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্টে ঘোষণা করিয়া দেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ।—রাজা রামমোহন রায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের পর হইতে সর্ব্বদা যেন একটুকু স্বস্থ হইলেন। তাই আমরা তম্মধ্যে

র্ম্মের অবিরোধী, এ প্রযুক্ত উহার সমূলোচ্ছেদ ন্যস্য বা অবিধেয়,—নিজামত আদালত যদি এই প্রকার বিবেচনা করেন, তবে বড় লাট সাহেব নিজামতকে এই মাত্র অনুরোধ করেন যে, যাহাতে ঐ নিন্দনীয় কার্য্য-সমূহের সম্যক্ নিবারণের সদুপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, নিজামতকে তাহা করিতে হইবে। ফলতঃ, যে কোন প্রকার উপায়েই হউক, সহমরণোদ্যতা অবলাগণকে মাদক দ্রব্য ও ঔষধ ব্যবহার হইতে বিনিবৃত্ত করিতে হইবে। আর, তরুণ বয়স হেতু অথবা অপর কোন হেতু বশতঃ হিতাহিত-অবধারণে অসমর্থা নারীগণকে যাহাতে কাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করা যাইতে পারে, তদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারি। } ভবদীয় একান্ত বশ্য— ডাওডেসওয়েল, নিজামত-আদালতের অধ্যক্ষ।"

ইহার পর, ঐ অব্দের ৫ঠা মার্চ্চে নিজামতের পণ্ডিতবৃন্দকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই,—

"নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণের প্রতি প্রশ্ন :—

"যেহেতু, হিন্দুদের মধ্যে সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যে, কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তৎপত্নী, পরলোকগত স্বামীর চিতায় স্বামীর সহিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া থাকেন, সেই হেতু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, ঐরূপ কার্য্যে শাস্ত্রের বিধি কিরূপ? মৃত ভর্ত্তার অনুগমন—শাস্ত্রসম্মত, কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ? সহগমনের ব্যবস্থাই বা কি কি? পক্ষকাল সময়ের মধ্যে আপনাদিগকে ইহার উত্তর দিতে হইবে।—১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৫ঠা মার্চ্চ।

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা, যে উত্তর দেন, তাহার তাৎপর্য্য এই,—

"নিজামত আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন, সম্যক্ আলোচনা করিয়া আমি যথাজ্ঞান তাহার উত্তর দিতেছি।

"যাঁহারা সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অতি শিশু সন্তান থাকিলে, অন্তর্বত্ন্যাপত্য ঘটিলে, রজোনির্গম-কাল হইলে অথবা নাবালিকা থাকিলে, তাঁহারা স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হইবার যোগ্যা নহেন। উহার অভাব হইলে, অর্থাৎ উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না ঘটিলে, সহমৃতা হইবার পক্ষে কোন নিষেধ নাই। এই নিয়ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর বর্ত্তিবে। যে স্ত্রীর শিশু-তনয় বা তনয়া থাকে, তিনি যদি শিশুর প্রতিপালনে কোন রমণীকে আপন প্রতিনিধি-স্বরূপ পান, তবে তাঁহার সহগমনে কোন বাধা নাই। উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করাইয়া কামিনীর অনভিমতে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার-বিরুদ্ধ। এইরূপে অচৈতন্য বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণকালে নারী-দিগকে সঙ্কল্প ও অন্যান্য কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অঙ্গিরা, ব্যাস ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মহামুনিগণ ইহার প্রবর্ত্তক।

"মানব-দেহে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে। যাঁহারা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থা[illegible] তাঁহারা ঐ কেশের সংখ্যানুরূপ বর্ষ [illegible] লোম, তত অব্দ অর্থাৎ সাড়ে তি[illegible] বৎসর) ব্যাপিয়া স্বামি-সহবাসে স্বর্গে [illegible] বাস করিতে পারেন। যেমন আ[illegible] গহ্বর হইতে বিষধরকে টানিয়া বাহি[illegible] সহমৃতা নারীরা সেইরূপ নরক হইতে নিজ[illegible] পতিদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশুসন্ততিবতী, গর্ভবতী ঋতু[illegible] ও অপ্রাপ্তবয়স্কা অঙ্গনাদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে বর্জ্জন-বিধির নির্দ্দেশ হইল, তাহা ঔর্দ্ধ ও